প্রভাস-মিলন।

শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়,

১২৯৪ সাল।

উপহার।

—•—

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ বসু

মহাশয় বরাবরেষু।

আপনার যত্ন, উদ্যোগ, উপদেশ ও হৃদ্গত-ভাব সমূহের সাহায্যে এই "প্রভাস-মিলন" পুস্তক-খানি প্রণয়ন করিয়া আপনার করকমলে অর্পণ করিলাম; সাদরে গ্রহণ করিলেই, আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব।

শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়,

তারক চাটুর্য্যের লেন,

কলিকাতা।

প্রভাস-মিলন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নিকুঞ্জকানন।

রাধিকা, বৃন্দা ও সখীগণ।

রাধিকা। বৃন্দে, আর আমায় কেন প্রবোধিছ বল ? কৃষ্ণ-হারা হ'য়ে জীবন ধারণ করা বৃথা ; বরং তোমরা আমার এই অনুরোধটী রক্ষা কর।

(গীত)

প্রাণ যদি দেহ ছাড়ে, না দহ বহ্নিতে মোরে,
ভাসায়োনা যমুনা সলিলে। (ও সখিরে)
আমার এ জীবনে আর কাজ কিরে,
তুলসী দাম বিছাইয়ে, চন্দন তাহে লেপিয়ে,
লিখিয়ে এ দেহে হরিনাম,
যতনে রাখিও বাঁধি ঐ তমালের ডালে।
(কেন বলি, এ দেহে কৃষ্ণ বিলাস করে গেছে)
আমার মরণ দেখে ভুলিস্ না গো ॥

(মূর্চ্ছা)

বৃন্দা। (গীত)

কি হ'ল রে হায় হায় একি হ'ল।
মূরছিত হ'য়ে প্যারী ভূমে যে পড়িল ॥
শ্যামের কথা কইতে কইতে, কেন এমন হ'ল।
(ও বিশখা!) আয় আয় দেখ বিশখা,
আমার রাই বা কেন এমন হ'ল।
ও বিশখা, তুই তো প্রেমের নাটের গুরু;
আমার রাই তো কিছু জানতো না গো;
তুই তো শ্যামরূপ এঁকে দেখায়েছিলি,
প্যারীর সরল হিয়ায় রূপ বসে যে গেল,
রূপ মুছিল না, মুছিল না, এখন রাই বাঁচাবার উপায় বল;
(ও বিশখা আয় আয় এসে দেখ্ দেখিনি)
রাই আছে কি মোলো, আর যে ধনীর ধ্বনি নাই গো.
নাকে তুলা ধরে দেখ্ দেখিনি, রাই আছে কি মোলো;
হায় মোদের শ্যাম গেল, আবার রাইও গেল,
এত দিনে ব্রজের বাস উঠিল,
আমাদের সাধের হাট বুঝি ভেঙ্গে গেল ॥

১ম সখী। হায় হায়, একি হ'ল! চন্দ্রাননী যে মূর্চ্ছিতা হ'লেন, তবে আর আমাদের হবে কি? প্যারী জীবিতা ছিলেন, সুতরাং কৃষ্ণ পাবার আশাও ছিল; এক্ষণে বিধাতা সে সুখ পর্য্যন্ত অপহরণ ক'ল্লেন। তবে আমাদের জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? চল আমরাও জীবনে জীবন বিসর্জ্জন করি।

(নেপথ্যে গীত)

জয় রাধে শ্রীরাধে, বৃন্দাবনবিলাসিনী রাধে।
মদনমোহনমোহিনী, মদন উন্মাদিনী,
হরি হৃদিবাসিনী রাধে ॥

বৃন্দা। সখি! চুপ কর; একবার স্থির হ'য়ে শোন দেখি, কে যেন রাধা রাধা বলে বংশীধ্বনি কচ্ছে না?

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

২য় সখী। তাই তো এ যে ঠিক আমাদের কালাচাঁদের বেণুর রব।

৩য় সখী। তবে কি সখি কৃষ্ণ এলেন? হায়, অভাগিনীদের এত দিনের পর তাঁর কি মনে পড়্‌লো?

১ম সখী। আর এখন এলেই কি আর না এলেই কি; কমলিনীর প্রাণান্ত হ'ল কৃষ্ণ এলেন! আমরা যুগলরূপ দেখ্‌বার জন্ম জীবিত আছি। এখন শ্রীরাধাবিহনে রাধা-কান্তকে দেখে আর কি হবে, এস তিনি না আস্‌তে আস্‌তে আমরা যমুনার জলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিই।

বৃন্দা। না না, সখি! তা আর কত্তে হবে না। আমার কথা শুন, অবশ্যই আমাদের প্রাণের ব্যথা ঘুচবে। এস আমরা ততক্ষণ ভাল ভাল সুবাসিত ফুল দিয়ে শ্রীমতীকে সাজাই, পরে কৃষ্ণ এলেই সচন্দন তুলসীদলে দেবারাধ্য নিত্য-ধনের চরণযুগল পূজা ক'রে ভবভয় হ'তে মুক্তিলাভ কর্‌বো।

রাধিকা। (মূর্চ্ছা ভঙ্গে)

কিসে গো সজনী, তোরা এত আমোদিনী।
ভেবে ভেবে সবে বুঝি হলি পাগলিনী ॥ ১

সখীগণ— (গীত)

নহে পাগলিনী, শুন কমলিনী।
মোরা বেণুরব শুনি, প্রেম-উন্মাদিনী।
বহে মলয় মৃদুল, কুজিছে কোকিল,
আমোদে অলিকুল গুঞ্জরিছে ধ্বনি॥
হের যমুনা কাণে কাণে, বহিছে উজানে.
করে সারি শুকে সুখ মধুর ধ্বনি।
পুচ্ছ সারি সারি, ময়ূর ময়ূরী,
নাচিছে সারি সারি হের বিনোদিনী॥
আধার হৃদয়ে আলোক ভাতিল, তাপিত তনুয়া হইল শীতল,
বিরহ-হুতাশ দূরে পলাইল, এল এল তব নাগরমণি॥

রাধিকা। সখি ক্ষান্ত হও, আমি একবার শুনি।

(নেপথ্যে গীত)

জয় রাধে, শ্রীরাধে, বৃন্দাবনবিলাসিনী রাধে।
মদনমোহন-মোহিনী, মদন-উন্মাদিনী,
হরি-হৃদি-বাসিনী রাধে॥
বিতরি দয়া-ধনে, দেখা দেহ অধীনে,
রাতুল চরণ-যুগ পূজি মনসাধে॥

রাধিকা— (গীত)

বৃন্দে! এত গোবিন্দের বাঁশীর রব নয়।
এ হেন দুখের দিনে হাসালি আমায়॥
কানুর বেণুর রবে শিহরিত স্তন,
এ রবেতে স্তনে হয় ক্ষীর সঞ্চারণ,
সে রবেতে আঁখি মোর পূরিত সন্ধান,

এ রবেতে আঁখি চাহে হেরিতে সন্তান,
সে রবেতে বাড়িত মনে মদন সুরাগ,
এ রবেতে হয় কেন দয়া অনুরাগ ?
তাই বলি বৃন্দে এত নহে শ্যামরায় ॥

বৃন্দে! দেখে এস, হয়তো কোন ভক্ত এসেছে। নন্দরাণী শত বর্ষ অনাহারে আছেন, যদি কোন সূত্রে বীণা ধ্বনি শুন্‌তে পান, তা হ'লে তখনি যশোমতী গোপাল এল মনে ক'রে দৌড়ে গিয়ে নিরাশায় প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌বেন। তুমি ত্বরা গিয়ে তাঁকে কৃষ্ণের বাঁশীর সুরে বীণাবাদন কর্‌তে বারণ কর।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। আজ আমার জন্ম সফল, কর্ম্ম সফল, ক্রিয়া সফল, আজ আমি পুণ্যফলে ব্রহ্মসনাতনী কৃষ্ণ মনোমোহিনী ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী পরমা প্রকৃতি আদ্যাশক্তিকে প্রত্যক্ষ ক'রে নয়নের সার্থকতা সম্পাদন কর্‌বো। যে বিষ্ণুমায়ায় জগৎ বিমোহিত, যে বিষ্ণুমায়ায় ব্রহ্মাণ্ড পূরিত, যে বিষ্ণুমায়ায় মহাবিষ্ণু বিমোহিত হয়ে বটপত্রে শয়ন ক'রেছিলেন, আজ সেই মহা-মায়াকে পরিদর্শন কর্‌বো, ইহা অপেক্ষা আমার আনন্দ আর কি আছে; আজ আমি বিরিঞ্চি-প্রসাদে, আনন্দময়ীস্থনে বিমল আনন্দ ভোগ কর্‌বো। শ্রীদাম অভিশাপে কৃষ্ণপ্রাণা কম-লিনী শতবর্ষ কৃষ্ণহারা হ'য়ে আছেন। শ্রীরাধার শোক উচ্ছ্বাসে ও দীর্ঘশ্বাসে ব্রহ্মাণ্ডবিলয় আশঙ্কায়, রাধাকৃষ্ণ মিলনের

জন্য বিধাতা আমায় মর্ত্ত্যভূমে প্রেরণ করেন। আমি বিধি বিধানে এইত ব্রজধামে অবতীর্ণ হলেম। আহা! পূর্ব্বে আনন্দময়ী বৃন্দাবনকে গোলোকধামের আদর্শ মনে ক'রে দেবতারা নিয়ত বাস কর্ত্তেন। তখন ইহার বায়ু মধুর ছিল, মেঘগণ মধুবর্ষণ ক'র্ত্তো, তড়াগাদির নীরসকল স্বাদযুক্ত ছিল, ফল পুষ্প সকল মধুপূর্ণ থাকৃতো, বিহঙ্গমগণ মধুরতানে গান ক'র্ত্তো; কিন্তু জগৎপ্রাণ হরির অভাবে সেই আনন্দধাম আজ শ্মশানে পরিণত হয়েছে। প্রাণস্বরূপ হরি ওতপ্রোত ভাবে সর্ব্বত্রই অবস্থান কচ্চেন। কিন্তু আজ ব্রজবাসীগণের মনে শ্রীহরি ব্রজপুরী পরিহার করেছেন। হরিহারা হওয়াতে সকলেই নীরস, নীরব, গম্ভীর, অস্থির ও দীপ্তশির। আহা! আনন্দময় কৃষ্ণচন্দ্রে স্ব স্ব হৃদয়ে উদিত না দেখে, ইহাদের মনে এক প্রকার বিকৃতভাব ধারণ করেছে। যে মূঢ় মোহবশত ভগবান হরিকে দূরে মনে করে, তাহারই এই প্রকার শোচনীয় দশা উপস্থিত হয়। তাহার চক্ষু অন্ধ, শ্রবণ বধির, হৃদয় শূন্য, কেবল দীপ্তশিরার ন্যায় অস্থিরভাবে, সংসার অরণ্যে ভ্রমণ করে। আমি শূন্যধামকে পূর্ণ কর্‌বার মানসে ব্রহ্মময়ীর নিকট গমন কর্‌বো; রাধাকৃষ্ণের মিলন ক'রে দেব। দেখি ইচ্ছাময়ী আমার ইচ্ছা পূরণ করেন কি না?

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। (স্বগত) কে ইনি মূর্ত্তিমান অগ্নির ন্যায়? শুভ্র বসন, শুভ্র বরণ, শুভ্র জটা, আনাসাপর্য্যন্ত তিলক, গলায় তুলসীর মালা, হস্তে বীণা; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বীণা আপনিই রাধা রাধা শব্দ ক'রে বেণুর রবে বাজ্‌চে। আহা এই বীণার রব শুনি আমরা শ্রীকৃষ্ণের বেণুর রব মনে ক'রে আনন্দে উন্মাদিনী হয়েছিলেম; কিন্তু এ স্বর আমাদের শ্রীরাধাকে

ভুলাতে পারেনি। এঁর ভাব দেখে বোধ হ'চ্ছে ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র নারদ; তাইত কেমন কোরে পরিচয় নিই! তা ভাবনাই বা কি, যখন শ্রীরাধা অনুমতি করেছেন, তখন কিসের ভয়? (প্রকাশ্যে প্রণাম করিয়া)

কেগা তুমি মহামুনি! এলে কোথা হ'তে?
যাবে কোথা কারে, হেথা কিবা প্রয়োজন?
বীণা-তানে কৃষ্ণস্বর করি সম্পূরণ,
কেন গাও জ্বালাইতে ব্রজনারীগণে?
ছেড়ে গেছে রাধানাথ, আঁধার সংসার,
আশাপথ নিরখিয়ে, লইয়ে রাধায়,
জ্ঞানশূন্য হয়ে মোরা রয়েছি হেথায়।
এ সময় দয়াময়! উচিত না হয়
বেণুরবে মাতাইতে ব্রজবাসীগণে।
বিশেষতঃ নন্দরাণী হারায়ে গোপালে
অবিরল কাঁদিতেছে ভিজায়ে ধরণী।
শুনি এ বীণার রোল, শোকে উতরোল
কোথায় গোপাল বলি ধাইয়া আসিয়া
নিরাশায় যশোমতী মরিবে এখনি;
পড়িবে হে মহামুনি বিষম সঙ্কটে।
রাধা বিনোদিনী, তাই নিবারে তোমায়
গাইবারে রাধানাম রাধানাথ-স্বরে।

নারদ। ভাল হ'ল, তোমা সনে আগে দেখা হ'ল;
চল ত্বরা ল'য়ে মোরে যথা তব রাধা।
নারদ আমার নাম ব্রহ্মার নন্দন।
প্রয়োজন আছে কিছু শ্রীরাধার কাছে,
তেঁই হেথা গতি মোর শুন বিনোদিনী!

বৃন্দা। মুনিবর! আপনার শ্রীচরণ দর্শন ক'রে আমার জন্ম সার্থক হ'ল। তবে চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

আয়ানের বাটীর অন্তঃপুরস্থ দ্বারদেশ।

রাধিকা ও সখীগণ।

রাধিকা। এমন সময় এখানে কে ভক্ত এল? (চিন্তা) ও বুঝেছি; কৃষ্ণবিরহে পাছে আমার দীর্ঘশ্বাসে সৃষ্টিনাশ হয়, তাই বিধাতা নারদকে আমার সঙ্গে কৃষ্ণধনকে মেলাবার জন্ম এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। নারদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বার জন্ম আমি তাকে এই ভাবে এখানে দেখা দেব।

(বৃন্দার সহিত নারদের প্রবেশ ও রাধিকাকে
নারদের প্রণাম করণ)

রাধিকা। একি! একি! মুনি, আমি গোপাঙ্গনা, তুমি ব্রহ্ম-ঋষি হ'য়ে আমায় প্রণাম কচ্ছো?

নারদ— (গীত)

ভুলাবে কি মোরে তুমি মুক্তি-বিধায়িনী।
যেজন চেনেনা ভুলাও গো তারে তারা ত্রিগুণধারিণী॥
আমি জানি ওগো মহামায়া।
যখন বৃষভানুসুতা দেবী কৃষ্ণ-হৃদি-বিহারিণী,
শিব-ব্রহ্ম-হরিপ্রিয়া ব্রহ্ম-অণ্ড-প্রসবিনী,
ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মরূপা ব্রহ্মাণ্ড-পরিপালিনী,

পরমা বৈষ্ণবী দেবী মহাবিষ্ণু-প্রসবিনী,
শ্রীরাধা শ্রীমতী শ্রেষ্ঠা গোবিন্দ-মনোমোহিনী।
যোগমায়া যোগপ্রিয়া যোগাতীত-রূপিণী,
যোগেন্দ্র-বন্দিনী মাতঃ ত্বংহি নগেন্দ্রনন্দিনী,
কামবীজা কামরূপা কন্দর্প-দর্পহারিণী,
রূপান্বিতা নরাতীতা ক্রীড়া-কৌতুকরূপিণী,
হর হর কাল-ভয় কালী কলুষনাশিনী॥

(প্রণাম)

রাধিকা। (জনান্তিকে)

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তোর হ'বে রে বাছনি।
তব হৃদি-বৃন্দাবনে যুগল রূপেতে
বিহরিব অহঃরহ পূর্ণ প্রেমভাবে;
না কর প্রচার আর এ গুহ্য কাহিনী;
তা হ'লে অবনী-লীলা না হবে পূরণ।
যে কার্য্যের তরে তব হেথা আগমন,
যত্নবান্ হয়ে ত্বরা করহ পালন।

(জনৈক সখীর প্রতি)

অতিথি পশিল বাসে, কহ ত্বরা গিয়ে শ্বাসে,
সেবা না হইলে হইব পাতকী।

(জনৈক সখীর প্রস্থান ও জটিলা কুটিলা সহ পুনঃ প্রবেশ,
কুটিলা ও জটিলার নারদকে প্রণাম)

জটিলা। দেবর্ষি! আপনি এসেছেন, আজ আমার পুরী পবিত্র হ'ল।

নারদ। পুণ্যবতী সাধ্যাসতী তুমি গো জটিলা,
তব কন্যা কুটিলাও অতীব সুশীলা।

লক্ষ্মী স্বরূপিনী হেরি বধূমাতা তব,
একাধারে কত গুণ বলিতে নারিব।
ক্লান্ততনু পথ শ্রান্তে আছিনু বসিয়া,
বিনয়ে আনিল ধনি মোরে আশ্বাসিয়া।
তোমার আলয়ে হ'নু অতিথি এখন,
আয়োজন কর ত্বরা ভোজন কারণ।
দধি দুগ্ধ ক্ষীর সর ঘরে যাহা আছে,
গন্ধ পুষ্প ফল জল আন মোর কাছে,
মন সাধে পূজি ব্রহ্মময়ী-শ্রীচরণ,
নিবেদিত দ্রব্য পরে করিব ভোজন।
রাধা সতী ভিন্ন গৃহে অন্যে না রহিবে,
নিজ হাতে মোরে রমা পরশ করিবে,
তবেত আহার আমি করিব এখানে ;
নহে বল চলে যাই এবে অন্য স্থানে।

জটিলা। তোমার আদেশ দাসী না করে হেলন,
অভিমত কার্য্য দেব করিব এখন।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পূজাগৃহের বহির্ভাগ।

কুটিলার প্রবেশ।

কুটিলা। ওমা! এ আবার কি রকম পূজোর পদ্ধতি? উনি কর্‌বেন পূজো, বৌ দেবে আয়োজন ক'রে আবার ঘরে কেউ থাক্‌তে পাবে না ; মা'ত আমার অতিথি ঠাকুরকে

দেখেই একেবারে গলে গিয়ে উনি যা বল্লেন তাতেই রাজি হ'লেন ; একবার মনেও ভাব্‌লেন না যে সমস্ত বউকে পর-পুরুষের কাছে কেমন করে একা ছেড়ে দি ; তা মা নাকি সেকেলে মেয়ে তাই অতশত বোঝেনা। আর এখন যে দিন কাল পড়েছে তাতে পোড়াকপালি মেয়েমানুষের মান বাঁচিয়ে চলা ভার। আপনার লোকের কাছে পার পাওয়া যায় না তা এতো পর। হতচ্ছাড়া কানায়ে ভাগ্নে হ'য়ে এই কালামুখী রেয়ের সঙ্গে কি রঙ্গই না ক'রে গেছে। সেত কতকাল হ'য়ে বসে চুকে গেছে, কৈ বউকি আজও তাকে ভুল্‌তে পেরেছে ? কেবল তারই প্রসঙ্গ নিয়ে দিনরাত কেঁদে কেঁদেই কাল কাটায়। আর একবার সেই একটা ড্যাকৃরা বদ্দি এসে কত রঙ্গই না ক'রে গেল, তিনি সারা ব্রজভুমে একটাও সতী মেয়ে পেলেন না ; অঙ্কপেতে দেখলেন কি না রাধা সতী। আবার এ অতিথি মিন্সে দেখচি তেমনি ; এর ফিকির ফিকির হাসি, মিটির মিটির চাউনি, আমার বাবু ভাল লাগেনা ; একবার কপাটের ফাঁক দিয়ে দেখতে হবে ; ঘরের দোর বন্ধ করে একটা সুন্দরী মেয়ে নিয়ে পূজোর ধারাটা কি ? যদি তেমন তেমন হয় তো আয়ান দাদাকে ডেকে দিয়ে বুড়ো ড্যাকৃরাকে কুকুর মারা কর্‌বো। একবার দেখিদিকি কি কচ্চে।

(দ্বারের ফাঁক দিয়া দর্শন)

ওমা একি গো ! এ যে নূতন কারখানা দেখ্‌তে পাই। ইস্‌, আমাদের বউ ছুঁড়িতো সামান্য মেয়ে নয়, বাপরে কি বুকের পাটা, স্বচ্ছন্দে একটা পা বাড়িয়ে দিয়ে আশীবৎসরের ঋষিকে দিয়ে পা পূজো করিয়ে নিচ্চে। ছুঁড়ির কি কুড়িকিষ্টি হবারও ভয় নাই ; কে জানে, ছুঁড়ি কি মোহিনী মায়া জানে ; যে ওরে একবার দেখে সেই ভুলে যায়। আমার দাদাকেই

কেন দেখনা, সেই কালকুটেকে হাতে নাতে ধরে দিলেম, তবুও দাদার কাছে রাধা সতী। ছুঁড়ি ভেল্কি লাগিয়ে সবাইকেই ভুলোতে পারে, কিন্তু ভবি ভোল্‌বার নয়। (পুনর্ব্বার দর্শন) অ্যা ছি ছি কি লজ্জার কথা! ছুঁড়ি যেমনি বেহায়া, তেমনি নোলাদাগা ; স্বচ্ছন্দে বুড় বামনের খাবারের আগ ভাগ খেতে লাগ্‌ল ; আবার খেতে খেতে এঁটোগুলো পাতে রাখলে ; (পুনর্দর্শন) ওকি ওকি বুড়োর কি বাহাত্তুরে হ'ল ; মহাপ্রসাদের মত বয়ের উচ্ছিষ্ট গোগ্রাসে গিল্‌ছে। একি—কেমন হ'ল! ব্রহ্মার নন্দনের কি ভ্রম হ'ল, না আমারি চক্ষের ভ্রম? (চক্ষু রগড়াইয়া দর্শন) অ্যা একি। এত বৌ নয়, আমরি মরি কি অপরূপ মূর্ত্তি! এ যে হরমনোরমা উমাদেবী কৈলাসপুরী পরিহার ক'রে অবনীতে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। আহা! মায়ের পায়ে সচন্দন শতদলের কি মনোরম শোভাই হ'য়েছে। আমি কি হতভাগিনী, অমূল্য নিধি হাতে পেয়ে চিন্‌তে পারিনি, বধূরূপে জগন্মাতা গৃহ আলো করে রয়েছেন, তা পাপ চক্ষে দেখ্‌তে পাইনি। কত কটু কথাই বলেছি, কত লাঞ্ছনা করেছি, কত গঞ্জনা দিয়েছি, আমার কি কিছুতেই নিস্তার নাই? আমার পাপের কি কিছুতেই শাস্তি হ'বে না? আমি দেবীর পদতলে ক্রন্দন কর্‌বো, তাহলেও কি দেবী আমাকে দয়া করবেন না? জননী কি দুঃশীলা তনয়ার মুখপানে চাইবেন না? যদি মা আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি না করেন, তা হ'লে তাঁর পদতলে এ ছার প্রাণ উপহার দেবো।

(দ্বার উদ্ঘাটন করত নারদ ও রাধার প্রবেশ)

রাধিকা। যে কার্য্যের আশে ;
আসা মম পাশে, হইলত সম্পূরণ।

কুটিলা। মা—মা! আমায় রক্ষা কর, ক্ষমা কর, দাসীর দোষ মার্জ্জনা কর।

(রাধার পদতলে পতন ।)

রাধিকা। ননদিনি! তোমার আজ স্বভাবের অভাব দেখে আমার আশ্চর্য্য বোধ হচ্চে। আমি সামান্যা মানবী বইত নই; তবে কেন এপ্রকারে আমার পদতলে প'ড়ে আমায় কলঙ্কিনী কর। ওঠ, ঋষিরাজকে তোমার মায়ের কাছে নিয়ে চল; উনি তাঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে বিদায় হবেন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

নন্দালয়।

নন্দ ও যশোদা।

নন্দ। হা যশোমতি! আর বৃথা কেন রোদন কর? আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে অহঃরহঃ কেঁদে কেঁদে অন্ধ হ'য়েচ। নয়ন-সলিলে যদি গোপালের পাষাণ হৃদয় গল্‌তো, তা হ'লে কি আর এতকাল তোমায় আমায় ভুলে বসুদেব দেবকীর কাছে থাকতে পারতো? হায়! সে নিষ্ঠুর, মথুরা হ'তে আমায় কেমন প্রবোধিত ক'রে বিদায় কল্লে, আর আমিও তার কথায় ভুলে গেলাম। তাকে লোকে জগচ্চিন্তামণি বলে, দয়াময় বলে! কিন্তু আমরা যে তার জন্য সদাই চিন্তান্বিত, সে চিন্তা তো তার মনে উদয় হয় না? দিন রাত কেঁদে কেঁদে দুজনে অস্থিচর্ম্ম সার হ'য়েছি, প্রাণ কণ্ঠাগত, তবুত তার আমাদের প্রতি দয়া হ'ল না।

যশোদা। গোপরাজ! যখন আমার নীলমণি ছেড়ে গেছে, তখন আর কি আছে। তবে আমার এ পাষাণ প্রাণ যে কেন র'য়েছে তা বল্‌তে পারিনি। যখন মন বিকল, প্রাণ বিকল, তখন তোমার প্রবোধ বাক্যে কি অন্তর শীতল হবে? আমার আর কি আছে বলো? কার মুখ চেয়ে প্রাণ রাখি? (মূর্চ্ছা)

(নেপথ্যে বীণাধ্বনি ও গীত)

জয় কৃষ্ণ কমললোচন, মুরারি মদনমোহন,
নন্দলাল শ্রীগোপাল বাসুদেব হরে হরে।
কেশী মথন, কালীয় দমন, পূতনা ঘাতন হে মুরারে॥

(যশোদার মূর্চ্ছাভঙ্গে গাত্রোত্থান)

নন্দ। যশোদে! এতদিন আমরা যে আশা তরুমূলে নিয়ত নয়নজল সিঞ্চন করেছি, আজ সেই তরু পুষ্প-ফলে শোভিত হবার উপক্রম হ'য়েছে। যখন গোকুলে দেবর্ষি নারদ এসেছেন, তখন অবশ্যই কোন গূঢ় কারণ আছে। রাণি! এসো আমরা রোদন সম্বরণ করে ভক্তিভরে মুনিবরচরণে প্রণাম করি। তাঁরি আশীর্ব্বাদে আবার কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখ্‌তে পাব।

(নারদের প্রবেশ ও নন্দ যশোদার-প্রণাম করণ)

নন্দ। দেবর্ষি, আসুন আসুন!

নারদ। ব্রজরাজ! নন্দরাণি! তোমাদের সমস্ত কুশল তো?

যশোদা।— (গীত)

ঋষিরাজ! আমাদের দুখের কথা আর বলোনা বলোনা।
কৃষ্ণচন্দ্র যে দিন ছেড়ে গেছে,
তখন সকল কুশল ফুরায়েছে,
আর কিহে কুশল আছে, ব্রজের কুশল কৃষ্ণ ছেড়ে গেছে॥

আকুল শোকেতে গোকুল, অকুলেতে ভাসিতেছে।
যে ধনেতে ছিনু ধনী; শুন ওহে মহামুনি,
হারায়েছি সে নীলমণি, আর কে আমার আছে॥

(মূর্চ্ছা)

নন্দ। হায় মহামুনি! আজ বোধ হয় যশোমতীর জীবন-লীলা শেষ হ'ল; নিস্পন্দ শরীর, চক্ষু স্থির, ক্রমে কণ্ঠরোধ ও শ্বাসবিহীন হ'ল। এতদিনের পর শোকাকুলার সকল জ্বালা শেষ হ'ল! কেবল এ অভাগা পশ্চাৎ তাপ ভোগবার জন্যে বেঁচে রইলু। হায় গোপাল! তোর মনে কি এই ছিল রে বাপ! আয়! আয়! তোর জননীর দশা একবার দেখে যা।

নারদ। গোপরাজ! ভয় নাই, ভয় নাই। যশোমতী মরেননি, আমি এখনি এ মূর্চ্ছা অপনোদন কচ্ছি। যশোমতি! গাত্রোত্থান করুন, গাত্রোত্থান করুন, আর কৃষ্ণশোকে কাতরা হবেন না। আমি প্রতিশ্রুত হচ্ছি, সত্বরেই আপনার গোপালকে আপনার নিকট এনে দেবো। একি! এখনো যে চেতনা হলো না! তবে কি হবে? কৃষ্ণমাতা যদি কৃষ্ণশোকে প্রাণ হারান, তা হ'লে দয়াময় নামে কলঙ্ক হবে! আমিও অপরাধী হব। যাই হোক, এক্ষণে বীণাতানে কৃষ্ণস্বর সম্পূরণ ক'রে একবার মা বলে ডাকি, দেখি, তা হ'লে হয়ত চেতনা হবে।

(বীণাসুরে গীত)

কোথায় গো মা নন্দরাণী।
এল তোর নীলমণি,
ক্ষুধায় আকুল তনু খেতে দে মা ক্ষীরননী॥

যশোদা।— (মূর্চ্ছাভঙ্গে উন্মত্তভাবে)

কৈ গোপাল! কৈ গোপাল! আয় আয় বাপ কোলে আয়! (ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ) কৈ মহারাজ! কৈ আমার

গোপাল কোথায়? এই যে নীলমণি আমায় মা মা ব'লে ডাকলে, তবে কোথায় গেল?

নারদ। (স্বগত) আমি অন্যায় করেছি, যদি কৃষ্ণজননী এ অপরাধে আমায় অভিশাপ দেন, তা হ'লে নিশ্চয় সন্তাপিত হ'তে হবে; যা হোক, মধুর বাক্যে এঁকে এখন সান্ত্বনা করা উচিত। (প্রকাশ্যে) যশোমতি! আমার দোষ পরিহার কর। তোমায় মূর্চ্ছিতা দেখে সকলেই শোকে অবসন্ন হয়েছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরে তোমায় ডেকে তোমার মূর্চ্ছা অপনোদন করেছি। দেবি! তোমার দুখ-অমানিশা অবসান হ'তে আর বিলম্ব নাই। আমি বিধির আদেশে তোমার গোপালকে ঐখানে আন্‌তে দ্বারকায় গমন কর্‌চি। সত্বরেই তুমি তোমার গোপালকে দেখ্‌তে পাবে।

যশোদা। নারদ! এস এস, দেখসে আমার প্রাণ গোপালের লীলার স্থান। যদিও গোপাল আমার ছেড়ে গেছে, তবু তার ক্রিয়াগুলি মনে আছে।

(গীত)

নারদ রে না জানি কিসে কি হ'ল।
দূর হ'তে যবে আসিত গোপরাজ,
ডাকিত বলি কোথারে বাধা,
অমনি মুরারি আসি, মাথে তুলি নিত বাধা।
তা হেরি শিহরি, কোলে তুলে হরি,
ষাট বলি চুম্বিতাম গাল।
বুঝি সেই অপরাধে (ওরে নারদ)
গোপাল বা আমার ছেড়ে গেল।
নারদ রে আমি জানিনা কিসে কি হ'ল॥

নিষেধ না মানে, কথা নাহি শুনে,
আমার গোপাল অপরের অপচয় নিতি নিতি করে।
ক্রোধে অবোধিনী, আমি অভাগিনী,
আহা বাঁধিনু বাছার যুগল করে।
নারদ রে! বুঝি সেই খেদে বাছা, ছেড়ে বা গেল॥

(ক্রন্দন)

নারদ। জননী শাসন করে অবাধ্য সন্তানে।
যশোমতি! ইথে তব বল কিবা দোষ।
পরিহার কর দুঃখ, না কর রোদন,
ত্রিসত্য করিনু আমি মিলাব গোপালে।
অনুমতি দেহ মাত! প্রফুল্ল অন্তরে,
শ্রীকৃষ্ণে আনিতে যাব দ্বারকাভবন।

যশোদা। এস বৎস! ত্বরা তবে করহ গমন,
হারানিধি এনে দিয়ে বাঁচাও জীবন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দ্বারকাপুরী রাজপথ।

কৃষ্ণবালকগণের প্রবেশ।

(গীত)

তালে তালে নাচরে বেতাল, দেরে জোরে করতালি।
ভ্যাঙর ভোঙর ভাঙর ভোলা, গলে দোলে হাড়েরমালা,
বোবোম বোম বোবোম বোম
বোবোম বোম বাজায় গাল।

গঙ্গারাম এঁড়ে চড়া, দু'দিকে দুই মূরদ খাড়া,
ও সে পরে কেবল বাঘের ছাল ॥
(নেপথ্যে বীণাস্বরে নারদের গীত)
মধুর স্বরে গাওরে বীণা রাধাকৃষ্ণ যুগল নাম।
অনুপ মাধুরি হেরি, পূরি মনস্কাম ॥
গাও রবি শশী, গাও গ্রহ তারা,
গাও গো প্রকৃতি, হ'য়ে মাতোয়ারা,
ভূচর খেচর আদি চরাচর, সকলেতে মিলে গাও এই নাম,
গভীরে গরজে ওহে জলধর, প্রতিধ্বনি তুলে গাওহে ভূধর
ঝর গো সুস্বনে তুমিও নির্ঝরি,
প্লাবিত প্রেমেতে হ'ক ধরাধাম ॥

১ম বালক। ঢেঁকি চড়া আস্‌চে কেরে?

২য় বালক। ওরে ও লম্বা জটা চাঁপ দেড়ে।

৩য় বালক। ওরে হাতে কি ও বাজে মিউ মিউ মনমজান স্বরে।

৪র্থ বালক। কিন্তু ভাই! ওর নাচন কোঁদন ধরণ দেখে আমার ভয় করে।

১ম বালক। ওটা জন্তু কি সঙ?

২য় বালক। বাবা! ভূতরে বুঝি! চল্‌রে ভাই পালাই চল!

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। (স্বগত) কৃষ্ণবালকগণের আমাকে দেখে ভয় হ'য়েছে, খানিক এদের নিয়ে কৌতুক করি। (প্রকাশ্যে) বালকগণ! অকারণ তোমরা কেন ভয় ক'চ্ছো? স্বচ্ছন্দে আনন্দ কর; কিন্তু আমার একটী কাজ কোর্ত্তে হবে; রাজসভাটা দেখিয়ে দিতে হবে, নইলে আমি ধরে নিয়ে যাব।

১ম বালক। ওরে ভাই এ ভূত নয়, মানুষ। তবে এস একে থ্যাপান যাক।

৩য় বালক। তুমি কেগা ?

২য় বালক। ওরে ও বহুরূপী।

১ম বালক। (জটা ধরিয়া) হাঁগা ! এ পেটো দড়ি না গোড়া কাটা ?

(জটায় টান দেওন ও নারদের বীণা লইয়া মারিতে উদ্যত)

নারদ। আরেরে অবোধ শিশু কি করিস তোরা।
এখনি মারিয়া বীণা কর্‌বো হাড় গুঁড়া।

২য় বালক। ওরে পালারে ভাই ! আর কাজ নাই, এখনি ঢেঁকি লেলিয়ে দেবে ! তাতে আমরা চাল কোটার মত গুঁড়ো হ'য়ে যাব।

১ম বালক। ঠাকুর ! তোমার দাড়িটি সাদাসিদে ধোলো ধালো, একগাছিও চুল নাইকো কাল।

নারদ। আবার অবোধ বালকগণ কর জ্বালাতন ?
ধল্লে পরে টের পাবে বাছাধন।

(আক্রমণোদ্যোগ)

সকলে। (হাস্য) হো ! হো ! হো ! খেপে গেল, ধর্ত্তে মোদের পাল্লে না ! ছুড়বো ঢেলা, দেব ধুলা, মার্ত্তে এলো, মাল্লে না।

[বালকগণের প্রস্থান।

নারদ। আহা ! মায়াময়ের অনুপম মায়ায় জগৎ মুগ্ধ। কখন বিপিনবিহারী বংশীবাদন ক'রে ব্রজরমণীগণের মন হরণ করেন, কখন বা ভূধর গোবর্দ্ধন ধারণ ক'রে সুরপতির দর্প চূর্ণ করেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর ইঙ্গিতে পরিচালিত, আজ তিনি পুত্র পৌত্রাদি ল'য়ে ঘোর সংসারীর ন্যায় অবস্থান কচ্ছেন। কেহ ক্রন্দন ক'রে তোমার দর্শন পায়না, আবার কারো

নিকট তুমি স্বয়ং ক্রন্দন কর। হে বিভো! তোমার চরণে নমস্কার।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজভবন।

বসুদেব আসীন।

নারদের প্রবেশ।

বসুদেব। হে দেবর্ষে! গঙ্গাজল স্পর্শের ন্যায় তব শ্রীচরণ স্পর্শে অদ্য এ পুরী পবিত্র হ'ল। আজ আমার সুপ্রভাত, তাই পরম ভাগবতের সাক্ষাৎ লাভ কল্লেম। মঙ্গলময়! পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ করুন, রত্নাসনে উপবেশন করুন, অধীনকে আগমনের কারণ বিদিত ক'রে বাধিত করুন।

(নারদের উপবেশন)

নারদ। বসুদেব! আমি তোমার আচার ব্যবহার ধর্ম্ম-শীলতা ও বিনয়নম্রভাব দেখে যারপরনাই পরিতুষ্ট হ'য়েছি: এক্ষণে তোমাদের কুশল সংবাদ জান্‌বার জন্য ও রামকৃষ্ণকে দেখবার জন্য আমার এখানে আসা।

বসুদেব। (জনৈক যাদবের প্রতি) শীঘ্র যাও, কৃষ্ণকে একবার এখানে ডেকে আন।

নারদ। না না দেব! তার আর প্রয়োজন নাই। আমি স্বয়ং সমস্ত পুরী দর্শন ক'রে ও সকলকে আশীর্ব্বাদ ক'রে, শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন কর্‌বো। আর আমার যে বক্তব্য আছে, পরিশেষে তোমারে পরিজ্ঞাত করে তার পর স্থানান্তরে যাব।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

(কৃষ্ণ ও নারদের প্রবেশ।)

নারদ। চিন্তামণি! তুমি নিজে নির্লেপ ও নির্গুণ। মহামায়ার প্রভাবে গুণময় হও, তাই কি তারে পরিহার ক'রে এখন নিশ্চিন্ত রয়েছ? দীনবন্ধো! তোমার প্রেমের প্রভাবে জগৎ পরিপূরিত, তবে এখন আবার এ কি মায়া দেখাচ্ছ? হে মায়াময় হরি! তোমার যে মায়া প্রভাবে, ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি তেত্রিশ কোটি দেবতা বিমোহিত হ'য়ে আছেন, আমি তো সামান্য প্রাণী, আমার কি সাধ্য যে, সেই মায়া অতিক্রম কোর্ত্তে পারি? তুমি মায়াতীত পরব্রহ্ম, কখন কি ভাবে যে জগত চালিত কোচ্ছ, তা তুমিই জান।

কৃষ্ণ। (সহাস্যে) নারদ! নারদ! এত বল্‌ছ কেন? তোমার মনের কথা খুলে বল;

নারদ। ঠাকুর! তুমি জগচ্চিন্তামণি হ'য়ে আমার মনের ভাব কি জান্‌তে পারনি? ভাল, ভাল, বুঝলেম এও তোমার আর একটী মায়া। তবে শুন পীতাম্বর! আপনার অভাবে প্রকৃতি নিজ স্বভাব পরিত্যাগ করে, এইজন্য ব্রহ্মা অত্যন্ত বিহ্বল হ'য়ে আমাকে আপনার নিকটে পাঠিয়েছেন। আর ব্রজপুরীতে গিয়ে দেখ্‌লেম, আপনার বিরহে সকলেই মৃতপ্রায় হ'য়ে, হাহাকার শব্দে রোদন কর্‌ছে।

কৃষ্ণ। নারদ! আর সে ব্রজের কথা আমায় ব'ল না। যে যাকে যে চক্ষে দেখে, সে তার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করে। তাদের সেই অত্যাচারগুলি সদাসর্ব্বদা চিন্তা করি বলেই আমাকে এতদূর অস্থির হ'তে হ'য়েছে।

নারদ । তবে ভুলিলে কি যশোদায়,
আর সে নন্দপিতায় ;
ভুলিলে কি শ্রীরাধায়,
রাখালগণে তোমার ?

কৃষ্ণ । (গীত)

নারদ ভুলোনা আর সে ব্রজের কথা ।
আমি জানি সেই যশোদারে,
সামান্য নবনী তরে, বেঁধেছিল যুগল করে,
আজও আছে হাতে ব্যথা ॥
শ্রীনন্দের বাধা বয়ে, চাচর চিকুর গেছে ক্ষয়ে.
তাই পাগে ঢাকা দিয়ে, রাখি যে মাথা ।
মনে হলে রাখালগণে, জ্বলি আমি মনাগুণে,
ধেনু লয়ে তাদের সনে, বেড়াইতাম যথা তথা ॥
ছলে মোরে ভুলাইয়ে, এঁটো ফল খেতে দিয়ে,
বেড়াত কাঁদে চড়িয়ে, বনে বনে যেথা সেথা ।
রাধাবিনোদিনী ধনী, ত্রিগুণধারিণী যিনি,
তাঁর সম মায়াবিনী আর কি দেখেছ কোথা ?
কেহ যদি ছেড়ে তাঁরে, একান্তে ভজিতে মোরে,
অমনি রুষি অন্তরে, মুড়াইত তার মাথা ॥

নারদ ! ব্রজপুরীর কথা আর বল না, ব্রজবাসীর কথা আর তুলনা, অভিমানিনী কমলিনীর নাম আর মুখেও এনো না। একদিন রাত্রে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নিশাবসান করেছিলাম ব'লে রাধিকার এমন দুর্জ্জয় মান উপস্থিত হ'ল যে, আমার প্রাণ উড়ে গেল। মান ভাঙবার জন্য কত পায়ে ধ'রে সাধলেম, তবুও

মান ভাঙ্‌তে পারলেম না, অবশেষে দাসখৎ লিখে দিলেম। নারদ! একি সামান্য অপমান! আর রাধার কথা ব'ল না।

নারদ। ঠাকুর! তবে কি আপনি আর ব্রজপুরী গমন করবেন না?

কৃষ্ণ। না নারদ, আর আমি সেখানে যাব না।

নারদ। দীননাথ! তবে কি উপায়ে সৃষ্টি রক্ষা হ'বে?

কৃষ্ণ। নারদ! সে কথা পরে বলবো। এখন চঞ্চল বালকগণকে সান্ত্বনা করিগে, তুমি ততক্ষণ পিতার সহিত সাক্ষাৎ ক'রে উপায় উদ্ভাবন করগে।

[কৃষ্ণের প্রস্থান।

নারদ। চক্রীর মনের ভাব আমিত কিছুই বুঝতে পাল্লেম না; শ্রীকৃষ্ণও বৃন্দাবনে গমন করবেন না আর শ্রীরাধাও ব্রজ-ভূমি ত্যাগ করে এখানে আসবেন না, তবে কি উপায়ে রাধা-কৃষ্ণের মিলন হবে? (চিন্তা) হাঁ সেই ভাল, সুমন্ত্রণা দিয়ে বসুদেবকে পুণ্যক্ষেত্র প্রভাসতীর্থে গ্রহণ উপলক্ষে দানযজ্ঞ করাই, সেই যজ্ঞে ত্রিভুবনের লোককে নিমন্ত্রণ করবো, সেই উপলক্ষে বৃন্দাবনবাসিগণও আসবেন, তা হ'লে আমারও মনাভিলাষ পূর্ণ হবে। তবে এক্ষণে বসুদেবের নিকট গমন করি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গৃহ।

কৃষ্ণ ও নারদ।

কৃষ্ণ। নারদ! তুমি আমায় বড় বিপদে ফেল্লে যে, এ দ্বারকা-পুরী অতি ক্ষুদ্র, আমার বংশধরগণের ভরেতেই টলমল কচ্চে, কেমন করে তোমার আদেষ্টিত দানযজ্ঞ সমাধান হয়? বিশেষতঃ

আমার ইচ্ছা যে, এই যজ্ঞ উপলক্ষে আমি ত্রিলোকের লোককে নিমন্ত্রণ করি, কিন্তু তেমন সমাবেশের স্থানই বা পাই কোথা ?

নারদ। সর্ব্ব অন্তর্যামী তুমি দেব দামোদর,
অবিদিত কিবা তব আছে এ জগতে ?
তবু যদি মম মুখে ইচ্ছা শুনিবারে
যা জানি তা নিবেদি হে শ্রীপদপঙ্কজে।
পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র সবার বিদিত,
গঙ্গা সরস্বতী নদী মধ্যবর্ত্তী স্থানে,
প্রভাস নামেতে তীর্থ পুণ্যময় ভূমি,
উপবন, তপোবন, প্রাসাদ, চত্বর,
নিকুঞ্জকানন, আর সুরম্য উদ্যান,
দানযজ্ঞ উপযুক্ত হয় হেন ভূমি।
বিশ্বকর্ম্মা ডাকি প্রভু আদেশ সত্বর
পুরী নির্ম্মাইতে তথা—দানযজ্ঞ তরে।
অষ্টাদশ দিনমাত্র অবশিষ্ট আছে।

কৃষ্ণ। নারদ! যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবার উপযুক্ত স্থান বটে। ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করবার ভার তোমারই উপর অর্পণ করলেম। আর শাম্ব ও অনিরুদ্ধকে বিধি এবং ভূতভাবন ভবানীপতিকে নিমন্ত্রণ ক'র্ত্তে পাঠাব। এক্ষণে তোমায় আর একটী কথা বলি শুন, তুমি ত ত্রিভুবনবাসীকে নিমন্ত্রণ করবে, কিন্তু ব্রজবাসিগণকে নিমন্ত্রণ ক'রো না। দেখ নারদ! ব্রজবাসিগণকে কখনই এ নিমন্ত্রণ ক'রো না। [প্রস্থান।

নারদ। (স্বগত) নিমন্ত্রিতে ত্রিভুবন মোরে আদেশিলা
নিবারিলা ব্রজবাসীগণে বার্ত্তা দিতে ;
নারিনু বুঝিতে হরি! তব মনোভাব।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গৃহ।

কৃষ্ণ ও রুক্মিণী।

রুক্মিণী। দয়াময়! আজ তোমার এই নব ভাব দেখে আমার বড়ই ভাবনা কচ্চে। তোমারই চক্রেতে বন্ধ্যানারী আনন্দেতে পুত্রমুখ দর্শন করে, আবার পুত্রবতীও সন্তান অভাবে রোদন করে। ছলনাময়! তোমার চরণে ধরি, এই যজ্ঞছলে যেন আমাদিগকে অনাথিনী করো না।

(চরণে পতন)

কৃষ্ণ। প্রাণেশ্বরি! এ যজ্ঞে বিষাদের কোন কারণ নাই। দেখ দেখ, নীল-আকাশে কাদম্বিনী কেমন শোভা ধারণ করেছে। আমার শুভ কামনা সিদ্ধির জন্যই প্রভাসযজ্ঞ আরম্ভ হ'য়েছে, সখিগণের সহিত উল্লাসিত মনে যজ্ঞ দর্শন করবে চল।

রুক্মিণী। নাথ! নারদের নাম শুনে আমার প্রাণ যে শিউরে উঠ্‌লো, আর যে যজ্ঞ দর্শন ক'র্ত্তে ইচ্ছা হচ্ছে না। হরি! এই যজ্ঞ উপলক্ষ করে কি সাধের দ্বারাবতী পরিত্যাগ করবেন? হায়! আমি বিষাদিনা, চিরকাল পাদপদ্ম সেবা করি, তবু অন্তর্যামি! তোমার অন্তর পেলেম না।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! কেন বৃথা চিন্তিতা হ'চ্ছো? আমি কখনও তোমা ছাড়া হ'য়ে থাকিনি। এক্ষণে প্রফুল্লচিত্তে পুরবাসিনী-গণে পরিবৃতা হ'য়ে, সত্বর প্রভাসে গমন কর। দেবি! তোমাকে আমার একটী অনুরোধ রক্ষা কর্ত্তে হবে; যক্ষপতি কুবেরকে পিতার দানযজ্ঞে ভাণ্ডারী নিযুক্ত করেছি। তার অনুচরগণ ক্রমাগত সুমেরু হ'তে রত্নরাজী বহন কচ্ছে, আর তাদের কষ্ট

দেখতে পারি না। তুমি অচলা হ'য়ে, ভাণ্ডারে অবস্থান কল্লে, কিছুরি অভাব থাকবে না। প্রিয়ে, আর একটী কাজ কর, শাম্বকে কৈলাস হ'তে দেবী অন্নপূর্ণাকে আন্‌তে পাঠাও; তুমি রত্নাগারে, আর হর-মনোরমা রন্ধনশালায় থাক্‌লে, পিতার দানযজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে। আর আমি যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-পাণ্ডবগণকে আমন্ত্রণ ক'র্ত্তে, দারুককে পাঠিয়ে দিইগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস পর্ব্বতে মহাদেব আসীন।

(শাম্বের প্রবেশ)

শাম্ব। আমরি মরি! দেবাদিদেবের এই পবিত্র ধামে এসে মন প্রাণ শীতল হ'ল। সদানন্দের প্রভাবে প্রমথ পিশাচগণও প্রশান্ত মূর্ত্তিতে তাঁর মহিমা কীর্ত্তন কচ্ছে।

শাম্ব। হর পঞ্চানন পিনাক পাণি।
দেব দেব শিব ত্রিশূলপাণি॥
জয় গঙ্গাধর, শশাঙ্ক শেখর।
দেব দিগম্বর পতি-ভবানি॥

মহাদেব। আয় আয় আয় রে বৎস শাম্ব! আমি ভিখারী শ্মশানবাসী। তুই বহুদূর হ'তে কষ্ট করে আমার কাছে এসে-ছিস্; আমি তোকে উপযুক্ত আসন দিয়ে যে অতিথি সৎকার কর্‌বো এমন কিছুই নাই। আয় বৎস! আয় কোলে আয়, দ্বারকার কুশল সংবাদ বলে আমায় পরিতৃপ্ত কর।

শাম্ব। প্রভো! আপনার কৃপায় দ্বারকায় সমস্তই মঙ্গল। আগামী সূর্য্যগ্রহণের দিনে পিতা প্রভাস তীর্থে দানযজ্ঞ কর্ব্বেন

সেই উপলক্ষে ত্রিভুবনের লোককে নিমন্ত্রণ করা হ'য়েছে, আমি শ্রীহরির আদেশে আপনাকে এবং জননী রুক্মিণী দেবীর আদেশে অন্নপূর্ণা মাকে ল'য়ে যেতে এসেছি। যজ্ঞেশ্বর! আপনি না গেলে যজ্ঞ আরম্ভ হবে না, আর মহামায়া অন্নপূর্ণা মা সেখানে না গেলে, কে আর অন্নদানে ত্রিভুবনের লোককে পরিতৃপ্ত কর্ব্বে? হে আশুতোষ! সত্বর অন্নপূর্ণা মাকে ল'য়ে প্রভাস তীর্থে চলুন।

মহাদেব। শাম্বরে! তোর কথা শুনে আমি বড় সন্তুষ্ট হ'লেম; স্বগণের সহিত সত্বরেই প্রভাস তীর্থে কৃষ্ণ দর্শন ক'র্ত্তে গমন করবো। কিন্তু বাছা! অম্বিকারে কোন অনুরোধ ক'র্ত্তে আমায় বলোনা; তিনি নিজে উগ্রচণ্ডা, সঙ্গের সখীগুলিও তেমনি, ভাল কথা বল্লে বিতণ্ডা ক'রে মন্দ ক'রে তোলে। এক কথা বল্লে, তার দাসীগুলো পর্য্যন্ত দশ কথা শুনিয়ে দেয়। তারা এমনি প্রখরা যে লজ্জা পরিহার ক'রে দিগম্বরী বেশে করে অসিধারণ ক'রে ত্রিভুবন পরিভ্রমণ ক'রে বেড়ান; আবার ত্রিভুবনের লোক তাকে সতী সতী বলে আদর করে। আমার কপালে আগুণ, মরণ নাই, তাই এমন ঘরে বাস করি; ইচ্ছা হয় বিষ খাই, কিন্তু তাতেও তো মরণ হবে না; ফণিগুলো আমার অঙ্গের ভূষণ; দুর্গা আমার এমনি বিষম যে, সে নামের গুণে যমও আমায় ভুলে গেছে, তাই আমার মরণ নাই, তাই আমি মৃত্যুঞ্জয়। যা হোক বৎস! আর অধিক কথা বল্‌বো না, কথায় কথায় অনেক কথা বলে ফেলিছি, কি জানি যদি দুর্গা জানতে পারেন, তা হ'লে আর রক্ষা থাকবে না। যাও শাম্ব, তুমি সত্বর পার্ব্বতীর নিকট গমন ক'রে তাঁর মত নিয়ে এস। দেখ বাছা! আমি যা তোমার কাছে বল্লেম, এর বিন্দুবিসর্গও তাঁর কাছে বোলো না।

শাম্ব। জনক জননীর দ্বন্দ্ব ভাল মন্দ কিবা জানি, কিন্তু দেব! সন্তানের মায়ের উপর মায়া অধিক।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

বন।

শাম্ব। (গীত)

শারদে বরদে মাতা শিবশক্তি বিধায়িনী।
অন্নদে! অন্ন দে মোরে জীবের অন্নদায়িনী॥
পাঠায় জননী মোরে, লইতে জননী তোরে,
চ'গা শিবে ত্বরা করে, প্রভাসেতে শিবরাণী॥

পট পরিবর্ত্তন—কৈলাস-পুরী।

(ভগবতী আসীনা—উভয় পার্শ্বে জয়া ও বিজয়া।

ভগবতী। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তোর হবেরে বাছনি।
এস এস বস বাছা রতন আসনে,
তব মনোগত ভাব জানি সমুদয়।
ভবের আদেশ বিনা প্রভাস তীর্থেতে
কেমনে যাইব আমি বল শাম্ব মোরে?
রুদ্রমূর্ত্তি ধূর্জ্জটী সে সদাই কুপিত,
পঞ্চমুখে নিতি মোরে করেন লাঞ্ছনা,
অনুতাপে অন্তরেতে সদা আমি জ্বলি,
কালি হ'ল তনু মোর ভাবিতে ভাবিতে।
পতি তিনি, দোষ দিতে উচিত না হয়,
আশুতোষ লোকে বলে. মোর প্রতি নয়।

শাম্বরে এমন কথা শুনেছ কোথায়
পতি হ'য়ে যথা তথা পত্নী নাম করে ?
সদাশিব সর্ব্বত্রেতে ডাকে দুর্গা ব'লে,
শুনে লাজে মরি আমি ওরে বাছাধন !
চল বাছা ! আশুতোষ আদেশ লইতে ;
নারিব যাইতে তাঁর অনুমতি বিনা।

[শাম্বের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন প্রান্তর—পৌর্ণমাসীর মন্দির।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। এইত আমি বাসুদেবের আদেশে ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ কল্লেম, কিন্তু আমার কৌশল সফল হলো না ; আমি মনে করেছিলাম এই সুযোগে প্রভাসতীর্থে রাধাকৃষ্ণের মিলন করিয়ে দেব, কিন্তু ইচ্ছাময় বুঝি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে দেবেন না। নইলে ত্রিভুবনবাসীর নিমন্ত্রণ হ'ল, কেবল ব্রজবাসীর নিমন্ত্রণ হ'ল না। যাহা হোক, সকলেরই সব হবে, পৃথিবীর ভার নিবারণ হবে, শ্রীকৃষ্ণ মানবলীলা সম্বরণ ক'রে গোলোকে গমন কর্ব্বেন, রাধাকৃষ্ণের মিলন হবে, কিন্তু আমার শ্রীরাধার কাছে মুখ দেখান ভার হ'লো ; আমি ব্রজবালকগণের, নন্দের, যশোদার ও সখী বৃন্দার নিকট কৃষ্ণকে এনে দেব বলে ত্রিসত্য করেছিলাম, এখন তারা আমায় ঘোর মিথ্যাবাদী বলবে ; এ বৃথা অপবাদ কি উপায়ে অপনোদন করি ? (চিন্তা) হাঁ,

সেই ভাল, দেবী পৌর্ণমাসীকে আমার মনের বেদনা জানাই, দেখি তিনি যদি দয়া ক'রে কোন উপায় ক'রে দেন।

(গীত)

এ মা তিমির বরণী তারা ত্রিনয়নী ত্রিতাপহারিণী মা।
পড়েছি সঙ্কটে, বিষম সঙ্কটে,
যাহাতে গো ভয় ছুটে, কর গো মা উমা॥
তব নাম হৃদে ধরি, বিপদে যে সদা তরি,
রেখ গো মা ক্ষেমঙ্করি নামের মহিমা।
মিলাতে সে শ্যামধনে, রাধা কমলিনী সনে,
বড় সাধ ছিল মনে হায়, তাহা পূরিল না—
ব্রজবাসী পরিহরি, করিবেন যাগ হরি,
সেই খেদে প্রাণে মরি ঘুচাগো মনবেদনা॥
তুমি গো দুঃখহারিণী, সবার শিবদায়িনী,
অভয় দেহি ভবানি মিনতি চরণে মা॥

পৌর্ণমাসী। তোমার মনের আশা হবে সম্পূরণ;
ব্রজবাসীগণে আমি দিব নিমন্ত্রণ।

[নারদের প্রস্থান।

(পুষ্পপাত্র হস্তে বৃন্দার প্রবেশ)

(গীত)

বৃন্দা। ওমা বরদে মোদের শ্যামচাঁদে এনে দে।
আমি নিতি নিতি কাঁদি তারা তোর শ্রীপদে॥
কত কাল গো শ্যামা আর কাঁদিব গো মা;
সহেনা আর যাতনা দে মা মোদের শ্যামচাঁদে এনে দে॥

পৌর্ণমাসী। দুখ অমানিশা ধনি! আর না রহিবে,
কালশশি হৃদাকাশে ত্বরায় উঠিবে;

সূর্য্যগ্রহণের দিনে প্রভাস তীর্থেতে
দানযজ্ঞ করিবেন মুকুন্দ মুরারি।
নর নারী, ধেনু বৎস, পশু পক্ষী আদি,
ব্রজপুরে প্রাণী যত কর একত্রিত,
সবাকারে তথাকারে হইবে যাইতে।
শ্রীদামের অভিশাপ হইল মোচন,
মিলিবে শ্রীরাধা সনে রাধিকামোহন।
যাও বৃন্দে ঘরে ঘরে প্রচার আদেশ,
কৃষ্ণযজ্ঞ হেরিবারে আমার মনন।

বৃন্দা। আনন্দময়ী গো! আজ এ বারতা শুনি'
অনুপম সুখস্রোত বহিছে প্রবাহে।
শুভ সমাচার দিতে যাইগো জননী
শ্রীরাধায় যশোদায় আর জনে জনে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নন্দালয়।

নন্দ ও যশোদার প্রবেশ।

যশোদা। গোপরাজ! প্রাণকৃষ্ণ দানযজ্ঞ করবে, তাতে তোমার অনুরাগ নাই? যাও আর কালব্যাজ ক'রো না; ত্বরায় ভেরী ঘোষণা ক'রে, ব্রজবাসিগণকে জানাও; কাল যেন তারা ব্রজপুরী পরিহার ক'রে প্রভাসে আমার প্রাণকৃষ্ণকে দেখতে যায়। তুমি এতে অমত করো না; তুমি আমায় যেতে না দিলে, আমি নিশ্চয় প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌বো।

নন্দ। যশোমতি! লোকপরম্পরায় শুনেছি বসুদেব গ্রহণের দিনে প্রভাসতীর্থে যজ্ঞ কর্‌বেন, যজ্ঞেশ্বর নরহরি স্বয়ং

উদ্যোগী হ'য়ে ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করেছেন। আমাদের তাঁর মনে নাই, তাই নিমন্ত্রণ হয় নাই। তাই বলি, সেথায় গেলে পাছে অপমানিত হ'তে হয়।

যশোদা। ব্রজরাজ! সে ভয় ক'রো না, আপনার লোককে কেউ কোথায় নিমন্ত্রণ করে না, নীলমণি যদি আমাদের পর বিবেচনা ক'রে নিমন্ত্রণ ক'র্ত্তো, তা হ'লে তখনি আমরা প্রাণ পরিত্যাগ কর্ত্তেম। চল চল আর বৃথা কাল ব্যয় কোরো না। যদি তুমি না যাও, আমি যাব, তোমার নিষেধ মানবো না, স্বামীর কথা না শুনলে স্ত্রীলোকের পাতক হয়, কৃষ্ণ দরশনে আমার সে পাপ মোচন হবে। মুনিপত্নীগণ তাঁদের স্বামীগণের কথা শুনে, যজ্ঞ অগ্রভাগ দিব্য সামগ্রী ল'য়ে যজ্ঞেশ্বরের নিকটে যজ্ঞমাঝে উপস্থিত হ'য়েছিল, আর তাঁদের সকলেরই সদ্গতি হ'য়েছিল, তাঁদের পুণ্যে তাঁদের স্বামীগণ মুক্তিলাভ করেছিল। হে স্বামিন্! আর আমি অবস্থান করতে পারবো না।

নন্দ। যশোমতি! প্রভাসে যেতে আমি তোমায় নিবারণ কচ্ছি না। আমিও সেথা যেতে মনন করেছি, কিন্তু—

যশোদা। কিন্তু কি?

নন্দ। যদি দ্বারীগণ প্রবেশ কর্ত্তে না দেয়, তা হ'লে সে অপমান আমার প্রাণে সহ্য হবে না, তখনি আমাদের প্রাণ পরিত্যাগ করতে হবে।

যশোদা। গোপরাজ! কৃষ্ণহারা প্রাণে কি প্রয়োজন? বরং কৃষ্ণদর্শন উদ্দেশে গমন ক'রে পতন শ্রেয়ঃ। (ঊর্দ্ধে দৃষ্টি) ওকি! ওকি! অ্যাঁ! এই যে আমার নীলমণি! আয় বাছা আয়, অনেক দিন তোর চাঁদবদনখানি দেখিনি, অনেক দিন তুই আমাকে মা বলে ডাকিস্‌নি, আহা গোপাল রে! তোর মুখখানি কেন শুকিয়ে গেছে? অ্যাঁ কি বল্‌ছ বাপ? অনেক দিন

তোমার খাওয়া হয়নি? আয় বাপ! আয় বাপ আমার কোলে আয়, একবার চাঁদ বদনে মা বলে ডাক্ আমি এখনি তোকে নবনী দিচ্ছি; বাপ! যে অবধি তুই ব্রজপুরী ছেড়ে গেছিলি, আর আমি মন্থন-গৃহে যাইনা! আর নবনী উঠাইনা, আর ক্ষীর সর করিনা! দাঁড়া বাপ দাঁড়া, আমি তোর জন্য নবনী আনি। [দ্রুত প্রস্থান।

নন্দ। কি বিষম বিভ্রাট! যশোমতী নিতান্তই উন্মত্তা হ'য়েছেন। এঁকে প্রভাসতীর্থে যজ্ঞ দর্শন ক'র্ত্তে যেতে নিষেধ কল্লে কোন ফলই দর্শাবে না। কিন্তু নিশ্চয় জানি সেখানে গেলে আমাদের অপমানিত, বিপদগ্রস্ত, বোধ হয় প্রাণান্তও হ'তে হবে। বাবা কৃষ্ণরে! একবার দেখে যারে তোর জননীর কি দুর্দ্দশা ঘটেছে।

(নবনী হস্তে যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। কৈ গোপাল! কৈ গোপাল কোথায়? গোপ-রাজ! আমার গোপাল কোথায়? এই যে নীলমণি হেথা এসেছিল, এই যে আমায় মা বলে ডাকলে, এই যে আমি তার জন্য নবনী আনতে গিয়েছিলেম; গোপরাজ! বল বল, আমার গোপালকে কোথা রেখেছ? আমায় এনে দাও, তা হ'লে আর আমি প্রভাসে যাবনা, আর আমি যজ্ঞ দেখব না, আমার যজ্ঞেশ্বরকে এনে দাও।

নন্দ। রাণি! ধৈর্য্য অবলম্বন কর, তোমার গোপাল এসেছে। আমাদের প্রভাসে নিয়ে যাবার জন্য আপনি এসেছে। আমিও এইবার ভেরী ঘোষণা ক'রে সমস্ত ব্রজবাসীকে একত্র ক'রে কল্যই আমরা প্রভাসে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'ব। যশোমতি! তুমি যাও, পৌরজনকে সংবাদ দাওগে, আমি নগরবাসীদের সংবাদ দিইগে। [উভয়দিকে উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উপবন।

(রাধিকার প্রবেশ, তৎপশ্চাৎ সখীগণের
গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

সখীগণ। (গীত)

এখনো দুখিনী কেন বল ওগো কমলিনী।
নীরদে হেরিতে কবে চাতকিনী বিষাদিনী॥
যজ্ঞ উপলক্ষ করি, প্রভাসে আসিবে হরি,
ব্রজপুরী পরিহরি, ত্বরা চল ওগো প্যারী,
হেরিতে সে বংশীধারী যার লাগি পাগলিনী॥

রাধিকা। (গীত)

কি সুখে সজনী আমি সুখসরে ভাসি বল।
শূন্য ব্রজে ব্রজমণি পুন ত লো না আইল॥
আশা ছিল শ্যাম সনে, মিলিব শ্রীবৃন্দাবনে,
প্রভাসের নাম শুনে, আশা বাসা ভেঙ্গে গেল ;—
বৃন্দাবন লীলা বুঝি এত দিনে ফুরাইল॥

সখি! নরহরির ইচ্ছা যে, অবনীলীলা পরিহার ক'রে, ত্বরা গোলোকে গমন করেন। কিন্তু এখন আমি আয়ান-গৃহিণী, স্বামীর অনুমতি বিনা কেমন করে যাই।

বৃন্দা। ব্রহ্মময়ি! তোমার মায়ায় ব্রহ্মাদি দেবগণ মুগ্ধ, আয়ানে ভুলাতে কি দায়ে ঠেকেছে? গৃহলক্ষ্মীরূপে তার ঘরে বিরাজ কচ্ছো, তাই বুঝি তাকে ছেড়ে যেতে মমতা হচ্ছে?

রাধিকা। সে সাতজন্ম ঘোর তপস্যা করে আমাকে লাভ করেছে, তার প্রতি মমতা কেন না হবে? আর তাকে মায়ায়

মোহিত ক'রে রাখা উচিত নয়, দিব্য জ্ঞান দিয়ে তারে মুক্তি করা উচিত। যাই সখি, আয়ানের অনুমতি লইগে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ক্রোধাগার।

বলরাম শায়িত—বসুদেবের প্রবেশ।

বসুদেব। কোথা রাম, কোথা রাম! কোথা বাছাধন!
একি! একি! কেন হেরি হেন অবিহিত,
ধূলি ধূসরিত মরি রজতের গিরি?
সাধেতে বিষাদ কেন সাধহে বিধাতা!
অমঙ্গল ঘটাইলে মঙ্গলের দিনে।
সরল অন্তর হায়! মম হলধর
কপটতা কারে বলে কভু তা না জানে;
সে কেনরে ক্রোধাগারে উৎসবের দিনে,
ধূলারাশি মাঝে লুটে বালকের মত?
তুঙ্গ শৃঙ্গ ঝঞ্জাবাত সহে অবিরত,
বিশাল বৃক্ষেতে সদা লাগে বড় ঝড়,
বংশধর জ্যেষ্ঠ তুমি, শ্রেষ্ঠ হলায়ুধ,
সংসারের গুরুভার তোমার উপর,
মহাতীরে দানযজ্ঞ আজি তব গৃহে,
তুষিতে হবে সকলে সহিষ্ণুতা গুণে;
এখন কি ক্রোধ করা উচিত তোমার?
অভ্যাগত জনগণ উপস্থিত হ'য়ে,
অগ্রেতে বারতা তব সুধাইছে মোরে,

বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধ আদি না হেরে তোমায়,
কাতরেতে চারিদিকে করে ছুটাছুটি ;
সম্বর দুর্জ্জয় ক্রোধ ক্ষম সব দোষ,
সন্তোষ সকলে বৎস ! প্রফুল্ল অন্তরে।

বলরাম : হে পিত ! কেন গো করহ আর বৃথা অনুরোধ ?
তব দানযজ্ঞ আমি না চাহি হেরিতে।
আত্মীয়তা, কুটুম্বিতা, বাধ্য বাধকতা,
মানীজন-মান, আর সম্ভ্রম সম্মান,
যথা নাই, তথা আমি না চাহি থাকিতে।
তব যজ্ঞে ত্রিভুবন হ'ল নিমন্ত্রিত,
বর্জ্জিত গো ব্রজবাসী বল কোন দোষে ?
বাল্যবন্ধু নন্দ তব চির অনুগত,
যার গৃহে কংস ভয়ে অতি শৈশবেতে
মোরে আর কৃষ্ণে রাখ অতি গোপনেতে,
যার গৃহে পালিত হে তব রামকৃষ্ণ,
বর্দ্ধিত তাদের তনু যার অন্ন জলে,
হেন গোপরাজ পিত ! তব দান যাগে
কেমনে ভুলিলে বল নিমন্ত্রিতে তুমি ?
আহা !
যে যশোদা কৃষ্ণ বই কিছু নাহি জানে,
যাঁর সম স্নেহ কভু পারেনি দেখাতে
কোন কালে কোন মায়ে আপন আত্মজে,
জননী জঠরে জন্মি অবনী মাঝারে
শুনিনি শ্রবণে কেহ হেরেনি নয়নে
তাঁর সম পুত্র স্নেহ ত্রিসংসারে আর ;
হেন যশোদায় পিত ! কোন অপরাধে

নিমন্ত্রণ নাহি হ'ল প্রভাসের যাগে ?
দয়াময় কহে সবে তোমার কৃষ্ণেরে,
হেন মাতার উদ্দেশ না লয় কখন।
কি বিচারে কৃষ্ণ করে এ অযথা কাজ
বুঝিতে নারিনু ; তাই মরমের দুখে
উপরোধ অনুরোধ ত্যজি সবাকার।
ক্রোধাগার করিনু গো আবাস আমার।

বসুদেব। জানিনা বাছনি! কৃষ্ণ করিল রে মানা
নিমন্ত্রিতে ব্রজবাসী মম দান যাগে।
অবশ্য নিগূঢ় তত্ত্ব আছেরে ইহার
শ্রীকৃষ্ণে ডাকাই বৎস! তোমার সাক্ষাতে,
জিজ্ঞাসিব কি ভাবি সে কৈল হেন কাজ।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। একি পিত! একি আজ! নিশ্চিন্তে নিভৃতে
রয়েছ কেমনে দোঁহে আজিকার দিনে ?
সমাগত তব গৃহে ত্রৈলোক্য নিবাসী,
একা আমি কি ক'রে গো সম্ভাষি সকলে ?
বিশেষত যাঁর কার্য্য তিনি তথা নাই,
সুধাইলে কি কহিব সবাকারে আমি ?
যদুকুল-চূড়ামণি আর্য্য বলভদ্র,
তিনিও নিশ্চিন্ত আজ, এ বড় কৌতুক।
এত যদি মনে ছিল তোমা দোঁহাকার,
প্রথমে উদ্যোগী কেন হইলে সকলে
নারদেরে বলে দান যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ?

বসুদেব। হায় কৃষ্ণ! কিবা কাজ করিয়াছ আজ ?
নারিনু বুঝিতে তোর হেন মনোভাব।

আদেশিলে নিমন্ত্রিতে নারদেরে সবে,
কি দোষে বঞ্চিলে বল ব্রজবাসীগণে ?
এ কর্ম্মেতে অপযশ ঘোষিবে সংসারে
নিন্দিবে সকলে মোরে অকৃতজ্ঞ বলি।
চক্রপাণি ! হলপাণি হের ক্রোধাগারে
কাঁদিতেছে নিরালয়ে বড় অভিমানে ;
বলভদ্র উপস্থিত না হ'লে তথায়
দান যাগে বল মোর কিবা প্রয়োজন ?

কৃষ্ণ। বিজ্ঞ তুমি সুপ্রধান আর্য্য মতিমান,
অজ্ঞান বালকসম কেন গো ব্যাভার ?
আত্মীয় স্বজনে দেব ! কেবা কোথা বল
আমন্ত্রণ করিয়াছে আপনার কাজে ?
কর্ম্ম কাজ উপস্থিত হ'লে নিজ ঘরে,
পরে পরে নিমন্ত্রণ করে গো সকলে ;
আত্মীয়, উদ্যোগী হ'য়ে আপনা হইতে
উপস্থিত হ'য়ে করে সাহায্য তাহার।
ব্রজবাসিগণ সম আমার আত্মীয়
কে আছে বল হে দেব ভুবন ভিতরে ?
নিবারিনু তাই আমি নারদ ঋষিরে
নিমন্ত্রিতে তা সবারে পিতার এ যাগে।
করিত হে ঋষি যদি ব্রজে নিমন্ত্রণ
বিষম অনর্থ আজ ঘটিত তা হ'লে,
আমাদের মনে আর আত্মীয়তা নাই
এই ভেবে ব্রজবাসী ত্যজিত জীবন।
ব্রজবাসিগণ হেতু সুন্দর আবাস
নির্ম্মাণ করেছি আমি তোরণ বাহিরে।

অবশ্য আসিবে তারা ওহে হলপাণি
চিন্তা দূর কর এবে তা সবার তরে।
উঠ আর্য্য! শীঘ্র আসি সম্ভাষ সকলে,
অপমান ভাবি নহে অভ্যাগত জন,
চলিয়া যাইবে প্রভু নিজ নিজ স্থানে।

বলরাম। বিচিত্র, বিচিত্র, ভাই! কৌশল তোমার।
কার সাধ্য এ চক্রান্ত বুঝিবারে পারে,
বড়ই সন্তুষ্ট এবে হ'য়েছি আমরা;
চল তবে দানযজ্ঞে প্রফুল্ল অন্তরে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রথম তোরণ—শ্রীদাম, সুবল, রাখালবালকগণ ও রক্ষকদ্বয়।

১ম রক্ষক। ভাই! খুব সাবধানে পাহারা দে, দেখিস্ যেন শ্রীকৃষ্ণের আদেশ বিনা কেউ পুরীতে প্রবেশ না করে।

২য় রক্ষক। ওরে ভাই, দেখ্ দেখ্! কেমন কতকগুলি সুন্দর বালক, বৎস কোলে ক'রে নেচে নেচে এখানে আস্‌ছে; ইস্, এরা যে দঙ্গল বেঁধে এখানে আস্‌তে লাগ্‌ল। ভাই সাম্‌লাও সাম্‌লাও, এদের আট্‌কাও, নইলে ফস্ ক'রে প্রবেশ করবে।

(গোবৎস ক্রোড়ে রাখালবালকগণের প্রবেশ)

১ম রক্ষক। আরে বালকগণ! হেথা এসে কি কর্‌বি? এ দান বাড়ী নয়; ঐ আগে যা, সেখানে বহুত ধন মিল্‌বে। এখানে সব দেবতা আছে, ব্রাহ্মণ আছে, ঋষি আছে, মুনি আছে,

রাজা আছে, আর বড় বড় লোক আছে; এখানে তোদের আস্‌বার যায়গা নয়, যা সরে যা!

১ম রাখাল। দ্বারি! ধন অভিলাষী নই, কৃষ্ণচন্দ্র দেখ্‌বার অভিলাষী।

২য় রক্ষক। আজ কি চাঁদ উঠ্‌বে যে দেখবি, আজ যে অমাবস্যা। যা যা গঙ্গা তীরে যা, সেখানে গ্রহণ দেখ্‌বি, স্নান দেখ্‌বি, লোকের ভিড় দেখ্‌বি, খুব মজা পাবি, সেইখানে যা।

রাখালবালকগণ। (গীত)

নিতি নেহারি মোরা দিনকর সুনীল গগনে।
(নিতি নেহারি মোরা দিনকর বসি বৃন্দাবনে।)
কি লাভ হেরেরে মোদের সুরব গ্রহণে॥
হৃদয় আঁধার ক'রে, কৃষ্ণচন্দ্র গেছে ছেড়ে,
হেরিতে সে বংশীধরে এসেছি এখানে॥

১ম রক্ষক। আরে তোরা এমন কি পুণ্য করেছিস্ যে কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখ্‌তে পাবি? কত মুনি, ঋষি, যোগী, তাঁর ধ্যান ক'রে পায়না, তোরা সামান্য বালক তাঁরে দেখ্‌বি কেমন করে, যা যা সরে যা, সরে যা।

(বালকগণের পুরী প্রবেশ করিতে উদ্যম)

২য় রক্ষক। মর লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়া! জোর জুলুম কর্‌ছিস্ কেন? কেটে ফেল্‌বো।

সুবল! এত অপমান তো আর সহ্য হয় না; এস আমরা এই দ্বারিদ্বয়ের প্রাণ বধ ক'রে কৃষ্ণচন্দ্র দেখিগে।

শ্রীদাম। না ভাই, এমন করো না, আমাদের প্রাণকৃষ্ণের মনে কষ্ট হবে, গোলযোগে দান যাগ এখনি ভেঙ্গে যাবে। অভিমান, অহঙ্কার, রাগ, দ্বেষ, তম, মোহ, দূরে পরিহার কর, তবেত তাঁর দেখা পাবে।

১ম দ্বারি। যা যা ছোঁড়ারা, কৃষ্ণচন্দ্র তোদের কে যে তোরা দেখ্‌তে পাবি ?

রাখালবালকগণ। (গীত)

তোদের যিনি রাজা দ্বারি। রাখালরাজ সেই বংশীধারি॥
বনে ধেনু চরাত রে,
আমাদের আমাদের আমাদের সনে।
সর্ সর্ সর্, ছাড়্ ছাড়্ দ্বার, হেরিরে প্রাণের হরি।
একবার শুধু দেখে যাব ;—
তারে ল'য়ে যাব না আর বৃন্দাবনে॥
কোথারে কানাই, আয়রে বলাই,
পড়েছি বিপদে, রাখ সবে ভাই,
তোরে স্মরি, সকল বিপদে তরি,
(এখন) দ্বারি করে বুঝি প্রাণ হারাই॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয় তোরণ দ্বার—দ্বারিদ্বয় আসীন।

১ম রক্ষক। আমরি মরি! দেখ ভাই! কেমন কতকগুলি স্ত্রীলোক এদিকে আস্‌ছে। আহা! যদিও এদের মলিন বেশ কিন্তু কি চমৎকার রূপমাধুরী, যেন পাঁশচাপা আগুণের মত।

২য় রক্ষক। দেখ ভাই, এদের মধ্যে ঐ মেয়েটীর কি চমৎকার রূপ! যেন বিভূতি মেখে কৈলাস থেকে মা ভগবতী আস্‌ছেন, আমার ইচ্ছা কচ্ছে যে ওঁর চরণে গিয়ে প্রণাম করি।

১ম রক্ষক। আরে ভাই শোন্ শোন্ ওরা কেমন গান গাচ্ছে।

(সখীগণসহ রাধিকার প্রবেশ)

রাধিকা। (গীত)

সখি, আর আমি পাবনা শ্যাম দরশন।
ঐ দেখগো তার নিদর্শন, হের ফেরে ঐ রাখালগণ ॥
শূলপাণি পদ্মযোনি, না পায় যাঁর অন্বেষণ ॥
(যুগ যুগান্তর ধ্যানে)
গিছে ব্রজ পরিহরি, এলেম হেরিতে হরি,
(আমি নয়ন সফল করব বলে)
পুরী প্রবেশিতে নারি, দ্বারী করে নিবারণ ॥
(রাখালগণ দাঁড়ায়ে আছে)

১ম রক্ষক। কে তোরা গো কে তোরা ? মেলা ঠেলে, দিন দুপুরে কি মনে ক'রে এসেছিস্, যা যা, এখানে গোল করিস্‌নে, গ্রহণ দেখ্‌গে যা, গঙ্গাস্নান দেখ্‌গে যা।

১ম সখী। দ্বারিরে! আমরা সামান্য সূর্য্যগ্রহণ দেখ্‌তে আসিনি, আমাদের হৃদয়ধন কালাচাঁদ রাহুগ্রস্ত হ'য়েছেন, তাই দেখ্‌তে এসেছি।

২য় রক্ষক। হাঁাগা! তোরা ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখ্‌ছিস না কি ? যা যা ঘরে ফিরে যা, নইলে পাগল বলে গায়ে ধূলো দেবে।

১ম সখী। দ্বারি! যে দিন থেকে ক্রূরমতি অক্রূর আমাদের বৃন্দাবনচন্দ্রকে হরণ ক'রে এনেছে, সেইদিন থেকে আর কি নিদ্রা আছে যে স্বপ্ন দেখ্‌ব ? সেই চিন্তাতেই তো আমরা পাগল হ'য়ে বৃন্দাবনে ধূলি-শয্যা সার ক'রেছি ; তুই আর অন্য ধূলোর কি ভয় দেখাস্।

১ম রক্ষক। তোরা কি বল্‌ছিস্ আমরা কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে ; তোদের বেশ ও আকৃতি দেখে বোধ হচ্ছে কোন

মায়াবিনী ছলনা করতে এসেছিস্; পরিচয় না দিলে যজ্ঞ দেখতে যেতে পাবিনি।

২য় সখী। বলি হ্যাঁরে ও হতচ্ছাড়া! ত্রিভুবনের লোক যে এখানে এসেছে, তাদের কি পরিচয় নিয়ে যজ্ঞ দেখতে ছেড়ে দিয়েছিস্ যে আমাদের পরিচয় নিবি? আমরা বনে বাস করি, দুখিনী রমণী, যজ্ঞ দেখতে এসেছি, দেখেই চলে যাব, এত ঝগড়া করিস্ কেন।

১ম সখী। ওলো জানিস্‌নে, ওরা বাঁকার চাকর কিনা, তাই ওদের কথাগুলোও অত বাঁকা।

২য় রক্ষক। মর মাগী! এদিকে বল্‌ছে দুখিনী, আবার জাঁক দেখ, মুখে যা ইচ্ছে তাই বল্‌ছে।

১ম রক্ষক। দূর ক'রে দে, দূর ক'রে দে, বেটারা চোর।

৩য় সখী। ড্যাক্‌রা, আমরা চোর না তোদের রাজাই চোরচূড়ামণি বৃন্দাবনে চিরকাল চুরি ক'রে বেড়িয়েছে, সেখানে ননী চুরি ক'রে খেতো বসন চুরি করতো, অবশেষে গোপিনী-গণের প্রাণমন চুরি ক'রে এখানে পালিয়ে এসেছে। আমরা চোর নই, চোর ধর্ত্তে এসেছি, শীঘ্র দ্বার ছেড়ে দে, এখন দেখ্‌ব তোদের সেই চোর রাজা কি যজ্ঞ ক'রে সাধু হয়।

২য় রক্ষক। কি! তোদের যত বড় মুখ তত বড় কথা; কৃষ্ণচন্দ্র চোর! যাঁর ইঙ্গিতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়!

বৃন্দা। ওরে ইঙ্গিতে যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় সে কার শক্তিতে রে? সে মাখনচোরা, মনোচোরার নিজ শক্তিতে বটে কিন্তু সে শক্তি কোথায়! সেও যে আমাদের ব্রহ্মসনাতনী, আদ্যাশক্তি শ্রীমতী রাধার শক্তিতে। চোরকে চোর বল্‌বো তা আর ভয় কি? একবার তারে দেখতে পেলে হয়, তখন দেখ্‌বি আমরা কি করি; আমাদের রাজা যদি হুকুম দেন, তখনি তোদের রাজাকে বেঁধে নিয়ে ঘরে চলে যাব।

১ম রক্ষক। এত বড় স্পর্দ্ধা! কিছুমাত্র ভয় নাই, যা ইচ্ছে তাই বল্‌চিস্‌, মার মার। (আক্রমণ করিতে উদ্যত)

২য় রক্ষক। আরে করিস্‌ কি, করিস্‌ কি? মুখেতে ভয় দেখা।

বৃন্দা। আরে রে ছন্নমতি! যিনি অস্ত্রে বিদ্ধ হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলেও নিমগ্ন হন না, তাঁরে তুই মাত্তে উদ্যত হচ্ছিস্‌? অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে মৃত্যুকে ভয় করিস্‌নে? অনায়াসে সর্পের বদনে হস্ত দিচ্ছিস্‌? অগ্নির মধ্যে ঝাঁপ দিচ্ছিস্‌? জানিস্‌ না যে এখনি ভস্ম হ'য়ে যমালয় যাবি। ব্রহ্মাদি দেবগণ শত শত যুগ তপস্যা ক'রে যাঁর চরণ দর্শন কর্ত্তে পায়না, আর তোদের রাজা শ্রীহরি আপনি যাঁর চরণ ধরেন, সেই আদ্যাশক্তি শ্রীরাধাকে অনায়াসে মার্‌তে উদ্যত হ'লি? (রাধিকা কর্ত্তৃক নিজ হস্ত দ্বারা উভয়ের চক্ষু আবৃত করণ।)

রাধিকা। বৃন্দে! কর কি, কর কি? ক্রোধের সময় নয়, তুমি আমি রাগ কল্লে ত্রিভুবন দগ্ধ হ'য়ে যাবে, দ্বারী কোন্‌ ছার। সখি! ক্রোধ সম্বরণ কর, নইলে কৃষ্ণের যজ্ঞ নষ্ট হবে; আমাদের কৃষ্ণ দর্শনের আশাও বিনাশ হবে। বরং এস, আমরা কায়মনোবাক্যে দীনভাবে সেই দীননাথকে ডাকি, দেখি তিনি দেখা দেন কি না।

বৃন্দা ও রাধিকা। (গীত)

দেখা দাও হে দীননাথ, মরি তব অদর্শনে।
প্রাণ মন সঁপিলাম, হরি তব শ্রীচরণে॥
এসেছিনু আশা করি, হেরিতে তোমারে হরি,
এবে প্রাণ পরিহরি, দ্বারির কুবাক্য-বাণে॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তৃতীয় তোরণ দ্বার—রক্ষকদ্বয়।

১ম রক্ষক। এ আবার কি! এরা আবার কে! কতকগুলো বুড়োবুড়ি কাঁদতে কাঁদ্‌তে এদিকে আস্‌ছে যে।

২য় রক্ষক। দেখ ভাই, দেখ! এদের সঙ্গে কেমন একটী ছেলে র'য়েছে দেখ্‌তে ঠিক আমাদের রাজার মত। চল ভাই আমরা একটু স'রে গিয়ে দেখি, এরা এসে কি করে।

(অন্তরালে অবস্থান)

(নন্দ, উপানন্দ যশোদা ও শ্রীদামের প্রবেশ)

উপানন্দ। মহারাজ। আর তো অপমান সহ্য হয় না; দ্বারিদের দুর্ব্বাক্য-বাণে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'য়েছে, বেত্রাঘাতে শরীর ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেছে। হায়! ব্রজদুলাল বোধ হয় আমাদের একেবারে ভুলে গেছে; নইলে এত ডাক্‌ছি, এত কাকুতি মিনতি কচ্ছি, তবু কেন দেখা দিলে না। হায়! যে হরি আমাদের ভিন্ন আর জান্‌ত না, কতবার কত বিষম সঙ্কট হ'তে আমাদের রক্ষা ক'রেছে, যার জন্য আমরা দিনরাত কেঁদে কেঁদে অন্ধ হ'য়ে গেছি; যাকে দেখ্‌বার জন্য বিনা নিমন্ত্রণে ব্রজপুরী পরিত্যাগ ক'রে দূর প্রভাসে এসে উপস্থিত হলেম; সে আমাদের চক্ষের দেখাও দেখ্‌লে না। এত ডাক্‌ছি একবার কাণেও শুন্‌লে না। হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল! হরি যে আমাদের প্রতি এত নিষ্ঠুর হবে, স্বপ্নেও তা জান্‌তেম না। আর তো মহারাজ ডাক্‌তে পারিনি; শরীর অবসন্ন হ'য়ে আস্‌ছে, প্রাণ কণ্ঠাগত হ'য়েছে; (মস্তকে হস্ত দিয়া উপবেশন) আপনি আর একবার ডাকুন দেখি, এবারে উত্তর দেয় কি না।

নন্দ। যশোমতি! আমি তখনি তোমায় নিবারণ করেছিলেম; তুমি কথা শুন্‌লে না, প্রভাসে আস্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'লে। হায়! আর কি তার আমাদের মনে আছে? যখন মথুরায় কংসের ধনুর্যজ্ঞে গোপালকে নিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্ত্তে গিয়েছিলেম; তখনি আমার প্রাণ চম্‌কে ছিল, তখনি জেনেছিলেম গোপালকে হারাতে হবে। হায়! যখন গোপাল দুর্বৃত্ত অসুরকে বধ করে আমাদের প্রবোধিত ক'রে বিদায় করে, তখন আমার যে কি দুর্দ্দশা ঘটেছিল, তা মনে কল্লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সেই সময় চারিদিক অন্ধকার দেখে, শূন্য প্রাণে শূন্য-মনে হাহাকার কর্‌তে কর্‌তে শূন্য-ব্রজে ফিরি। গোপাল যদি আমাদের হ'ত তা হ'লে কি সেই ভাবে তখনি বিদায় কর্ত্তো? তারপর যখন তোমাতে আমাতে দিনরাত অন্নজল ত্যাগ ক'রে তার জন্য ধূলায় প'ড়ে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হ'য়ে গেছি, তখনও যখন সে আমাদের দুঃখ জান্‌তে পারেনি, আমাদের মনে করেনি, আমাদের কাছেও একবার দেখ্‌তে আসেনি, আমাদের কোন তত্ত্ব নেয়নি, তখন নিশ্চয় জেনেছি যে, সে আমাদের ভুলে গেছে। ব্রজের ভাব তার মনে একবারো উদয় হয় না। প্রভাসের যজ্ঞে ত্রিভুবনের লোককে নিমন্ত্রণ কল্লে, কিন্তু আমাদের একবার কথার কথাও বলেনি। তোমার অনুরোধে গোপালকে দেখ্‌তে এসে, আজ দ্বারির হাতে সকলকে অপমানিত হ'তে হ'ল। আর কি যথেষ্ঠ হয়েছে! এখন আবার শূন্য-প্রাণ শূন্য-মন ল'য়ে ধীরে ধীরে গৃহে ফিরে যাই চল।

যশোদা। গোপরাজ! যদি এত করেও প্রাণগোপালকে না পাই, তা হ'লে কৃষ্ণচন্দ্র শূন্য আঁধার ব্রজে আর কি সুখে আমরা ফিরব? এই প্রভাসের ভাগীরথী জলে আমরা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব, তা হ'লে জগতে আর কেউ

তাকে দয়াময় বলে ডাক্‌বে না। মহারাজ! যখন চক্ষু বুজে ধ্যান কল্লেই আমরা গোপালকে দেখ্‌তে পাই, তখন সে কখনই আমাদের ভুলে নাই; আমাদের অদৃষ্টের দোষেই তার সাক্ষাৎ পাচ্ছিনা। তুমি আর একবার ভাল ক'রে তারে ডাক দেখি, এবার হয় তো আস্‌বে।

নন্দ। ভাল, ডাকি দেখি একবার শুনতে পায় কি না। কোথা কৃষ্ণরে নন্দদুলাল! আয় বাপ! একবার দেখা দিয়ে আমাদের মনের সন্তাপ দূর কর। তুই যে আমাদের সর্ব্বস্বধন, তো বিনে আমরা যে আর কিছুই জানিনে। তোরে পাব বলে বিনা নিমন্ত্রণে এই দূর প্রভাসে এসেছি। কৃষ্ণরে! এত কষ্ট করে, পথের দুর্গতি ভোগ করে, তোরে দেখ্‌তে এলেম, তবু কি তুই দেখা দিবিনে? প্রখর সূর্য্যকিরণে কলেবর দগ্ধ হচ্ছে, কণ্টক ফুটে চরণ ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেছে, পিপাসায় কণ্ঠ তালু শুষ্ক হ'য়ে গেছে, সে সব কষ্টকে আমরা কষ্ট বোধ করিনে; কিন্তু বাপ! দ্বারিরা যে তোরে দেখ্‌তে দিচ্ছে না, এই দুঃখে আমাদের প্রাণ বিদীর্ণ হচ্ছে। হায় তোর শ্রীমুখ না দেখে তোর মা যশোদার প্রাণ কণ্ঠাগত হ'য়েছে, সর্ব্বাঙ্গ অবশ হ'য়ে, এই দেখ বাপ ধূলায় ধূসরিত হ'য়ে র'য়েছে। যদি আমার দুঃখে তোর প্রাণ কাতর না হয়, তবে তো বিনে তোর মার যে কি দুর্দ্দশা হ'য়েছে একবার দেখে যা। রাখ বাপ্‌! কথা রাখ, দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ; আজ আমাদের সকলের মান রাখ। গিরিধারি! আমি বড়ই ক্লান্ত হ'য়েছি; আয় বাপ, বাধা নিয়ে, জলের ঝারি নিয়ে আর একবার পিতা বোলে সম্বোধন করে আমার কোলে আয়, তোর বিধুমুখের আধ আধ হাসি দেখে আমার দুঃখরাশি দূর হবে। চিন্তামণি! আয়রে বাপ! আমাদের চিন্তা-সাগর হ'তে পার কর। কৃষ্ণরে! আর তুই বিলম্ব

করিসনে, বিলম্ব কোল্লে, আর তোর মা যশোদাকে দেখ্‌তে পাবিনি। কৈ যশোদে! এত ক'রে ডাক্‌লেম, তবুত আমাদের কৃষ্ণ এলো না; নিশ্চয়ই সে আমাদের ভুলে গেছে।

শ্রীদাম। পিত! আমি একবার ভাই কানাইকে ডাকি। দেখি, আমার কথা শুন্‌তে পায় কি না। কানাই! কানাই! কোথারে ভাই! আয় রাখালরাজ! একবার দেখা দেরে, তোরে না দেখে আমাদের প্রাণ যে দেহে থাকে না। তুই যে আমাদের প্রাণধনজীবন সর্ব্বস্ব। ভাই রে! তুই কি ব্রজবাসীদের সকলকেই ভুলে গেলি? তুই প্রভাসে এসেছিস শুনে আমরা তোর সাধের ব্রজ পরিত্যাগ ক'রে তোরে দেখ্‌তে এসেছি; তুই কি দেখা দিবিনি? এত যদি তোর মনে ছিল, গিরিধারি! তবে ক্রোধিত ইন্দ্রের বজ্র হ'তে গোবর্দ্ধন ধারণ ক'রে, কালীয়দমন ক'রে, বৃন্দাবনবাসীদের কেন বাঁচিয়েছিলি? তোর পিতা নন্দের যদি এই দুর্দ্দশা করবি তবে কেন তারে সর্পের বদন হ'তে রক্ষা ক'রেছিলি? ভাইরে! ব্রহ্মমোহন ক'রে আমাদের মান বাড়িয়েছিলি, আজ আবার তোর দ্বারিদের দিয়ে, তোর দ্বারে কেন অপমান কর্‌ছিস? আমরা তোকে এঁটো ফল খেতে দিতেম বলে তার কি প্রতিশোধ নিচ্ছিস? ভাই, আমরা এঁটো ফল তোকে দিইনি; যে ফলটী খেতে মিঠে লাগ্‌ত, ভাল বোলে তোকে সেইটী খেতে দিতেম; আমাদের সে ভালবাসা তুই কি একেবারে ভুলে গেলি? আয় ভাই! আর আমাদের উপর রাগ করিসনে; এমন কাজ আর আমরা কখনও কর্ব্বো না; এখন দেখা দিয়ে আমাদের প্রাণ রাখ। মাগো যশোমতি! কানাইকে তো এত ডাক্‌লেম, তবুও তো ভাই কানাই এলো না। একবার তুই ডাক মা, তোর ডাক শুন্‌লে, গোপাল কখনই থাক্‌তে পার্‌বে না।

যশোদা। শ্রীদামরে! আমি যে রাতদিন তাকে ডাকছি,

তার জন্যে রাতদিন কাঁদছি, তবুও কি সে শুন্‌তে পাইনি? আচ্ছা বাপ! আবার ডাকি।

(গীত)

কোথারে বাপ নীলমণি।
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ, কাতরে ডাকে দুখিনী॥
(আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর রে।)
আয়রে চাঁদ কোলে আয়, আমি বড় অভাগিনী॥
তোরে চাঁদ দেখ্‌ব বলে, এসেছি রে আশায় ভুলে,
কারো নিষেধ শুনিনি;—
দেখা দে মাখনলাল, আয় রে ব্রজদুলাল,
দ্বারী করে, প্রাণে মরে, তোর দুখিনী জননী॥

(দ্বারিদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম দ্বারী। আরে সরে যা, সরে যা, কাঙ্গালিনী, দুঃখিনীর এ দরজা নয়, ঐখানে যা, ঐখানে যা। ওখানে ধন মিল্‌বে, কাপড় মিল্‌বে, খাবার মিল্‌বে, যা ঐ দান বাড়ীতে যা।

যশোদা। দ্বারিরে! আমি সামান্য ধনের কাঙ্গালিনী নই, আমার বুকের ধন নীলরতনকে হারিয়েছি, তাই তাকে দেখতে এসেছি। বাপ! তোকে মিনতি করি, একবার দ্বার ছেড়ে দে, আমার কৃষ্ণধনকে দেখে প্রাণমন শীতল করি।

১ম রক্ষক। হ্যাগা! তুই তোর রতন হারিয়েছিস কোথা, আর খুঁজতে এসেছিস কোথা? তোর রতনের কি হাত পা আছে যে, সে এখানে এসেছে। তুই বুঝি রতনের শোকে পাগল হয়েছিস? আমাদের এই যজ্ঞে অনেক ধন রত্ন দান হবে, তোর যত ইচ্ছা চেয়ে নিস্ আর মা তুই অমন ক'রে কাঁদিসনি।

যশোদা। দ্বারিরে! আমার সে রতন যে অমূল্য। সমস্ত সংসারেও তার তুল্য নাই তা, তুই প্রভাসের রত্নের কথা আর কি বলচিস? বাপরে, সে রতন পাবার জন্য ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি দেবগণও কত যুগ যুগান্তর তপস্যা করেন, মুনিগণ আমার সে রত্নকে ধ্যানেও ধারণা কর্ত্তে পারেন না। দ্বারিরে, আমি অনেক যত্নে, অনেক কষ্টে, অনেক তপস্যা ক'রে সেই অমূল্য ধন নীলরতনকে লাভ ক'রেছি।

১ম রক্ষক। মাগি! তোর রত্ন যদি অমূল্য, বল দেখি তার জ্যোতি কেমন? আমরা খুজে দেখি আমাদের ভাণ্ডারে সে রকম রত্ন আছে কি না।

যশোদা। আমার সে রত্নের কণামাত্র জ্যোতি নিয়ে, কোটী কোটী ভানু প্রকাশিত হ'য়ে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত কচ্ছে।

২য় রক্ষক। এ মাগী পাগল রে পাগল; এর সঙ্গে মিছে বকে আর কি হবে। যা মাগী ঐখানে যা, ঐখানে গিয়ে খুঁজগে যা; তোর যে কি রত্ন হারিয়েছে তা আমরা বুঝতে পাল্লেম না।

যশোদা। দ্বারিরে, তোদের করে ধরি, কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর আর একবার আমার মনোবেদনা তোদের রাজাকে জানাই।

(গীত)

দুখিনী মা বলে কিরে মোরে দেখা দিবিনি।
কাঙ্গালের ধন ব'লে তোরে, তাই ডাকি যাদুমণি॥
আয় বাপ কোলে আয়, পেলে তোরে প্রাণ জুড়ায়,
না হেরে জীবন যায়, অপমানে আর বাঁচিনি॥

দ্বারি। যা—যা—পালা, কান্নাকাটি এখানে চলবে না।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যজ্ঞাগার—সম্মুখে তোরণ।

(মঞ্চোপরি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, মুনি, ঋষিগণ, মহাদেব, ব্রহ্মা, রাজগণ ; নীচে—গর্গ, বসুদেব, কৃষ্ণ, বলরাম, যাদবগণ ও নারদ।)

গর্গ। দান-যজ্ঞের সময় উপস্থিত হ'য়েছে, আর বিলম্ব কর্‌বেন না, সকলের অনুমতি লয়ে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হ'ন।

বসুদেব। যে আজ্ঞে দেব ! (বলরামের প্রতি) রাম ! বাপরে, তুমি তবে সকলের অনুমতি লও, আমি দান-যজ্ঞে ব্রতী হই।

বলরাম। যে আজ্ঞে পিত ! হে সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর দেবাদিদেব দিগম্বর ! ভগবান কমলযোনি ! সুরপতি দেবগণ ! যক্ষ, রক্ষ, দানব সকল ! হে যোগী, ঋষি, মুনি প্রভৃতি সিদ্ধগণ ! হে লোকপালগণ ! হে ত্রিলোকবাসিগণ ! আপনারা সকলে অনুমতি দিন, পিতা আমার দান-যজ্ঞে ব্রতী হবেন।

সকলে। সূর্য্য-রাহুগ্রস্ত হ'য়েছেন, দানের এই উত্তম সময়, শীঘ্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন।

বসুদেব। কৃষ্ণরে ! বাপ, সত্বর তুমি জলপূর্ণ ঝারি আনয়ন কর।

কৃষ্ণ। যে আজ্ঞে পিত ! [প্রস্থান।

সকলে। ওরে গ্রহণ লেগেছে, ঐ ঈশান কোণ থেকে সুরু হ'ল।

(নেপথ্যে শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যবাদন)

(দ্বারিদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম দ্বারি ! ওরে ! আবার সেই পাগলের দল আস্‌ছে, আঃ ওরা যে হাড়ে নাড়ে জ্বালালে; দূর ক'রে দে, ওদের দূর ক'রে দে

২য় দ্বারি। আচ্ছা ভাই! যেখানে ত্রিলোকের লোক একত্রে মিলেছে সেখানে গোলের তো কিছু অভাব নাই? না হয় ওরাও কজনে গোলে হরিবোল দেবে তায় ক্ষতি কি? ওরা ঢুকতে না পেলেই হ'লো, চ ভাই একটু এগিয়ে আমরা যাগ দেখিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(যশোদা, ধনিষ্ঠা ও নন্দের প্রবেশ)

যশোদা। সখি ধনিষ্ঠে! এত কষ্ট করেও তো আমার কৃষ্ণ-ধনকে দেখতে পেলেম না, দ্বারিরাও তো কোন মতেই পুরী প্রবেশ কর্ত্তে দিলে না। হায় সখি! কি হবে? আমার প্রাণ যে ওষ্ঠাগত হ'লো, শরীর অবসন্ন হ'য়ে অসছে। হায়! আর বুঝি আমার গোপালকে দেখতে পেলেম না। সখি! তোমার করে ধরি, বল কি উপায়ে আমার হরিকে দেখতে পাই।

ধনিষ্ঠা। যশোমতি! আর তুমি রোদন করোনা, একবার প্রাণভরে তোমার গোপালকে ডাক দেখি, ব্রজে যেমন ক'রে ক্ষুধার সময় ব্যস্ত হ'য়ে তাঁকে ডাকতে, একবার সেইভাবে ডাক দেখি, এখনি তিনি এখানে এসে উপস্থিত হবেন। বাঞ্ছা-কল্পতরু, এখনি তোমার মনোবঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

যশোদা। ধনিষ্ঠা গো! ব্রজে যে গোপাল আমার নিকটে থাকত, ডাকলেই শুনতে পেয়ে আসতো। এখানে যে গোপাল অনেক দূরে আছে, তাতে আবার ত্রিলোকের লোক গোল করছে, আমার গোপাল কি ডাকলে এখন আর শুনতে পাবে যে আসবে?

ধনিষ্ঠা। মা গো! তোর গোপাল কি সামান্য ছেলে যে শুনতে পাবে না। আমি মুনিঋষির মুখে শুনেছি, যে তিনি বিরাট পুরুষ। আকাশ তাঁর মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য তাঁর চক্ষু, দিক্ সকল তাঁর কর্ণ, পাতাল তাঁর চরণ। মনের সহিত ভক্তি ক'রে যে যেখান থেকে তাঁকে ডাকুক না কেন, তিনি তখনি

তা শুন্‌তে পান। মা! তুমি আমার কথা শুনে একবার তাঁরে ক্ষীর সর নবনী হস্তে ক’রে, গোপাল গোপাল বলে ডাক দেখি, এখনি তিনি এসে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ কর্‌বেন।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

যশোদা। আচ্ছা, তবে আমি আমার গোপালকে সেই রকম ক’রে ডাকি।

(গীত)

গোপাল রে গোপাল রে ও বাপ ও নীলকান্তমণি।
আয় আয়রে বাপ একবার কোলে আয়,—
আমি অনেক দিন তোরে খাওয়াইনি ক্ষীরসর ননী ॥

(বসুদেবকে জল দিতে দিতে কৃষ্ণের হস্ত হইতে ঝারি পতন।)

কৃষ্ণ। (গীত)

মা মা কৈ মা, কেন মা, কোথায় মা।
এই যে মা আমায় ডাকিল, আবার কোথা চলে গেল,
ওগো তোমরা বল বল, আমার মা ডেকে কোথা গেল ॥

দৈবকী। কেন কৃষ্ণ! কেন কৃষ্ণ! এস বাপ, আমায় ডাক্‌ছ কেন? তোমার কি খিদে পেয়েছে?

(দৈবকীর প্রবেশ)

কৃষ্ণরে! আয় বাপ কোলে আয়! আহা, বাপরে! তোর কি ক্ষুধা পেয়েছে? ধর বাপ ক্ষীর নবনী ধর, চাঁদমুখে একবার আমায় মা বলে ডাক আমার প্রাণ জুড়াক।

কৃষ্ণ। (গীত)

ওগো বল বল কোথায় আমার দুখিনী।
আমি সে মা বিনে আর জানিনি,
তোমরা যদি দেখে থাক, দেখিয়ে দাও গো
কোথায় আমার মা কাঙ্গালিনী।

বসুদেব। বলাই রে! আয় বাপ শীঘ্র আয়, ধর ধর আমার কৃষ্ণকে ধর; দেখ দেখ বাপ, আমার কৃষ্ণের সহসা কি হ'লো? বাপ, কৃষ্ণ যে তোর কথা শোনে, তুই ওরে সান্ত্বনা কর, ওর মনের কথা কি জিজ্ঞাসা কর।

বলরাম। কৃষ্ণ রে, কৃষ্ণ রে! (ধরিতে যাইয়া বিফল হওন) ভাই! আজ তোর একি ভাব! আমি যে কিছু বুঝতে পাচ্ছি না, ভাই শান্ত হরে, আমায় বল বল তুই এমন হ'লি কেন?

কৃষ্ণ। (গীত)

করে ধরি দাদা বল বল, আমার দুখিনী মা কোথা গেল?
এই যে মা মোরে ডাকিল, যদি দেখে থাক মোরে নিয়ে চল।

(অগ্রসর)

মাকে ভেবে পাগলিনী কে তাড়ায়ে দিল॥

মহাদেব। আহা, হের বিধি হের হের, চক্রীর কি অনুপম মায়া! ভাবের ভোরে আপন হারা হ'য়ে সংসার মাতিয়ে তুল্লেন।

কৃষ্ণ। ওগো বল বল আমার মা কৈ?
হেথা সবাই আছে, কৈ মা নাই।

নারদ। (গীত)

আমি তোমায় দেখাব মায়,
দয়াময়. একবার এস হে হেথায়॥

কৃষ্ণ। ঋষিরাজ তুমি জান কি আমার মায়?

নারদ। হরি জেনেছি হে তোমার কৃপায়।

কৃষ্ণ। তবে ল'য়ে চল, ত্বরা করে,
যেথা মা ডাকিছে মোরে।

নারদ। দয়াময়! তোমার মা নন্দরাণী,
তব এ রাজবেশ কভু দেখিনি,
এ বেশে তুমি গেলে পরে,

রাণী চিন্‌বে তোমায় কেমন করে।
নিরাশ্রয় যাবে মরে,
তাই নিবারি যদুমণি!
বাঁধ দৃঢ় ক'রে পীতধড়া,
শিরে পর মোহনচূড়া,
মৃদুহাসি বাজাও বাঁশী,
তবে নীলমণি ব'লে চিন্‌বে রাণী।

কৃষ্ণ। নারদ! সে বেশ আর পাব কোথা,
মাত আমার নাইক হেথা,
আমায় যতন কোরে, তেমন করে,
সাজায় কে বিনা জননী।

নারদ। হরি! দয়া ক'রে যদি বল মোরে, (যোগবলে)
আজ আমি সাজাব তোমারে।

(নারদ কর্ত্তৃক বেশ পরিবর্ত্তন।)

দয়াময়! এস এস ঐ দ্বারে দেখ তোমার দুখিনী মাকে।

শ্রীকৃষ্ণ। (গীত)

কেন মা, কোথায় মা, কই মা কোথা মা নন্দরাণী।
এই এল গো তোর নীলমণি॥
(যশোদার নিকটে গিয়া)
একবার নে মা আমায় কোলে তুলে,
ডাক একবার গোপাল বলে,
দে মা খেতে ক্ষীরসর ননী॥

(বসুদেব ও দৈবকীর কৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহিরে গমন ও অপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

যশোদা। গোপাল—গোপাল! কেরে আমার গোপাল!

এতদিনের পর কি তোর দুখিনী মাকে মনে পড়্‌লো। না বাছা! আমি এখন তোরে কোলে নেব না; আগে তোরে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি বল, তারপর তোরে কোলে নেব।

কৃষ্ণ। কি মা, কি কথা?

যশোদা। আচ্ছা বল দেখি, গোপাল রে! মথুরা হ'তে তুই কি বলে গোপরাজকে বিদায় করেছিলি? তবে তোরে কোলে নেব।

কৃষ্ণ। মাগো! জঠর জ্বালায় প্রাণ যায়, অনেক দিন কিছু যে খেতে দিসনে মা; আগে কোলে নিয়ে ক্ষীরসর নবনী খেতে দে মা, ক্ষুধা শান্তি হ'লে তোর কোলে বসে বসে সব বলব: এখন নে মা আমায় কোলে নে, কিছু খেতে দে, ক্ষুধায় প্রাণ যায়।

যশোদা। কৃষ্ণরে আর তোর কপট রোদনে ভুলিনি; তুই না বলেছিলি যে যশোদা তোর জননী নয়, নন্দ তোর পিতা নয়; যে দিন ঐ কথা শুনেছিলেম, সেই দিনেই প্রাণ ত্যাগ কর্‌তেম, কেবল তোর মুখ থেকে একবার শোনবার জন্য প্রাণ রেখেছি। লোকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে দিব্য করে; এখানে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম উপস্থিত, বাপরে! ধর্ম্ম কথা বল। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি সকলেই আছেন; এঁদের সবার সাক্ষাতে সত্য করে বল দেখি তুই দেবকীর পুত্র কি আমার গোপাল?

কৃষ্ণ। (স্বগত) এইবার বড় দায়ে ঠেক্‌লেম যে, এখন কি করি! যদি বসুদেব পিতা আর দেবকী মাতা বলি তা হ'লে এখনি যশোমতী মূর্চ্ছিতা হ'য়ে ভূমে পড়ে প্রাণ হারাবেন, না হয় ভাগীরথী সলিলে আত্মবিসর্জ্জন দেবেন। আর যদি বলি, গোপরাজ নন্দ আমার পিতা যশোমতী মাতা তাহ'লে দেবকী দুঃখিত হ'বেন। কিন্তু তাঁদের দুঃখ মোচনের উপায় আছে, যেহেতু তাঁরা আমার জন্ম বিবরণ অবগত আছেন। এক্ষণে আমার পরম ভক্ত যশোমতীর মান প্রাণ রক্ষা করা উচিত, পরে বসুদেব দেবকীকে

সান্ত্বনা কোর্‌বো। (প্রকাশ্যে) জননি! স্থির হ'য়ে আমার নিবেদন শুনুন; আমি তোমার সম্মুখে, জগৎ সম্মুখে, ত্রিভুবন সম্মুখে সত্য ক'রে বল্‌ছি, তুমি আমার মাতা, গোপরাজ নন্দ আমার পিতা। মাগো! এখন আমায় কোলে নে, ক্ষীরসর নবনী খেতে দে।

দৈবকী। (জনান্তিকে) যশোমতী কে? হায় হায়! দেব, একি হ'লো! একি শুনি! মায়াবিনী যশোদা বুঝি আমার কৃষ্ণধনকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়, নাথ! বল বল এখন উপায় কি? কেমন ক'রে আমার প্রাণ-হরিকে ভুলিয়ে রাখি?

বসুদেব। (জনান্তিকে) দেবি! ভয় কি, কৃষ্ণ তোমারে পরিহার ক'রে কখনই যশোদার সঙ্গে যাবেন না। তোমার কৃষ্ণ যে তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, তাত তুমি অবগত আছ; তবে কেন মিছে ভয় কর্‌ছো? অনুরোধে পড়ে চক্ষু লজ্জায় যশোদারে মা বলে ডাক্‌ছেন।

যশোদা। গোপাল রে! তোর অমিয়বচনে আমার প্রাণ শীতল হ'ল বটে, কিন্তু লোকেতে তা প্রত্যয় কর্‌বে না। সকলে বল্‌বে তুই আমায় সন্তুষ্ট কর্‌বার জন্য মা ব'লে ডাক্‌লি এ বিষয়ে আমি নিজে কিছু পরীক্ষা কর্ত্তে চাই।

কৃষ্ণ। মাগো! তোর যে রকম ইচ্ছা পরীক্ষা কর, কিন্তু নিশ্চয় জানিস যে আমি তোরি সন্তান।

যশোদা। (দৈবকীর প্রতি) দেবি! তুমি সাধ্যাসতী পুণ্য-বতী, ত্রিভুবনে তোমার যশোমহিমা কীর্ত্তিত হয়; বিশেষতঃ এখন তুমি আমার কৃষ্ণ-ধনে ধনবতী; তুমি সত্য ক'রে বল দেখি কৃষ্ণধন কার?

দৈবকী। আমার।

যশোদা। মিথ্যা কথা, ছলনা ক'রে আমায় তুমি আর ভুলাতে পার না। যদি কৃষ্ণের কথায় তোমার বিশ্বাস না হয়, তবে এস

দেবি! আজ উভয়ে পরীক্ষা করে দেখি কৃষ্ণ কার সন্তান। এখানে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র আদি দেবগণ বর্ত্তমান আছেন, ত্রিভুবন-বাসীগণ উপস্থিত আছেন, এস আজ সবার সাক্ষাতে পরীক্ষা করি কৃষ্ণ কার সন্তান। কৃষ্ণ এই মধ্যস্থলে রইলো; তোমাতে আমাতে শত হস্ত অন্তরে থেকে ক্ষীরসর নবনী হাতে ক'রে এস, 'গোপাল' 'গোপাল' বলে ডাকি, দেখি কৃষ্ণ কার কোলে উঠে নবনী খায়। দেবি! আমি অনুরোধ করছি আগে তুমি কৃষ্ণকে ডাক।

দৈবকী। ভাল তাই হোক। কৃষ্ণ রে! এস, এস আমার কোলে এস! প্রাণ জুড়াও। বাপরে, তোমার যে ক্ষুধা হ'য়েছে বলে কাঁদছিলে, এস বাপ! এই ক্ষীরসর নবনী খাও।

যশোদা। কৈ দেবি! কৈ, কৃষ্ণত তোমার কাছে গেল না, তবে আমি একবার ডাকি, দেখি কৃষ্ণ আসে কি না।

(গীত)

একবার বামে হেলে,
নেচে নেচে আয়রে কাছে, আমার গোপাল—
চাঁদমুখে মোরে মা মা ব'লে, মাখন খাওরে মাখনলাল॥

কৃষ্ণ। কৈ দে মা দে মা দে মা ননী,
এই এলো গো তোর নীলমণি॥

(যশোদার কৃষ্ণকে কোলে লওন)

কৃষ্ণ। পিত! ব্রজ হ'তে দূর প্রভাসে আসতে বড় কষ্ট হ'য়েছে, আরো অনেক দিন আপনারা অনাহারী আছেন, আসুন আবাসে গিয়ে স্নান দান আহারাদি করবেন।

নন্দ। কৃষ্ণরে! বাপ আর আমার স্নান দান আহারাদি করবার প্রয়োজন নাই, হেথা থাকবারো আবশ্তক নাই; চল বাপ! তোমায় ল'য়ে একবারে ব্রজধামে যাই।

কৃষ্ণ। পিত! এখানে উত্তম স্থান আছে, আজি ক্লান্তি শান্তি কর্‌তে অবস্থান করুন, কাল সকলে মিলে একসঙ্গে বৃন্দাবনে যাব। এখন চলুন, বসুদেবের মহা দানযজ্ঞ দর্শন করিগে, যদি আপনার ইচ্ছে হয়, এখানে কোন কর্ম্ম করুন, আজ্ঞামাত্র সমস্ত দ্রব্য আয়োজন ক'রে দি, আপনি বসুদেব হ'তে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।

নন্দ। কৃষ্ণরে, আমার যজ্ঞে কাজ নাই, দানে কাজ নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ-পুণ্য যাগাদি কার্য্যের প্রয়োজন নাই। বাপরে! শুনেছি, কর্ম্মের বাসনা ক'রে কর্ম্মভোগিরা পুনঃ পুনঃ সংসারে এসে সুখ দুঃখ ভোগ করে। তাই বলি বাপ, আর আমার কর্ম্মে কাজ নাই, যেন জন্ম জন্মান্তরে তোরে পুত্র বলিতে পারি, তোমা বিনা আর আমার কিছুতেই প্রয়োজন নাই।

যশোদা। নীলরতন! হাঁরে, তোর দেহে কিছুমাত্র দয়া নাই? যারা তো বিনে আর কিছু জানে না, তাদের তুই বাপ আবার কর্ম্মে আবদ্ধ ক'র্ত্তে চাস কেন? কর্ম্ম, তোর দেবকী মাতার জন্য, আর বসুদেব পিতারে জ্ঞানশিক্ষা দিগে যা। আমরা গোপজাতি, কর্ম্মের ও জ্ঞানের মর্ম্ম জানি না। জ্ঞান চাই না আর কর্ম্ম করিতে চাই না, যেন জন্ম জন্ম তোমাধনে পাই বাপ।

কৃষ্ণ। (হাসিয়া) তবে চলুন, বসুদেবের যজ্ঞ দর্শন করি গে।

নন্দ। আচ্ছা বাছা, সেই ভাল, তবে চল আমরা সকলে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(প্রভাসতীর্থ, গঙ্গানদীতীরস্থ রাধাকুঞ্জ।)

অষ্টনায়িকাসহ শ্রীরাধা আসীনা।

রাধিকা। সখি! আমি শ্রীহরির কটাক্ষে, তাঁরই অনুপম রূপমাধুরী ল'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রেছি। চরাচরবাসীরা আমায় পরমা প্রকৃতি ব'লে ডাকে; আমার অংশেই লক্ষ্মী সরস্বতী জন্মগ্রহণ করেন। আজ অবনীতে তারা রুক্মিণী ও সত্যভামা বলে পরিচিতা। কি আশ্চর্য্য! মানব-দেহ পেয়ে তারা আত্ম-বিস্মৃত হ'ল। অহঙ্কার ক'রে আমাকে পরিহাস করে? তারা কখনই আমার পূর্ণ অবয়ব দেখ্‌তে সমর্থ হবে না।

(কুঞ্জের দ্বারে পিতাম্বর গলে দিয়ে যোড়করে নটবরবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। (গীত)

প্রাণের আধার কোথা রাধা বিনোদিনী।
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ বৃন্দাবন-বিলাসিনী॥
শ্রীদামের দুরন্ত শাপে, ভয়ে মোর প্রাণ কাঁপে,
জ্বলি সদা মনস্তাপে, বিচ্ছেদেতে বাঁচিনি॥
হ'ল শাপ বিমোচন, দাও প্রিয়ে দরশন,
জুড়াও তাপিত মন সন্তাপহারিণী॥

(রাধিকার কৃষ্ণকে দেখিয়া অধোবদনে উপবেশন ও অশ্রু বিসর্জ্জন)

রাধিকা। (স্বগত) প্রাণেশ্বরকে দেখ্‌ব বলে প্রাণপণ ক'রে প্রভাসে এসে কত কষ্টে দেখা পেলেম, কিন্তু হায়! অভাগিনী যে এখন বড় দায়ে ঠেক্‌ল? এমন সময় কোথা

হ'তে সহসা দারুণ মান এসে, আমার সুখ-সাধে বাধা দিতে লাগল? রে মান! তুই সর সর, একবার অবসর নে; আমার প্রাণেশ্বরের সহিত প্রেমালাপ করি। তোর জন্যই একবার শ্যাম হারা হ'য়ে, শতবর্ষ দুঃখভোগ কর্‌ছি, আবার কেন তুই বাদ সাধছিস্? এবার যদি প্রাণপতি আমায় ছেড়ে যান, তা হ'লে আমি আর তাঁর দর্শন পাব না, একেবারে অনাথিনী হ'ব। একি! একি!! তবুও যে পোড়া মান আমায় পরি-ত্যাগ কর্‌লে না; শতগুণে বৃদ্ধি হ'য়ে মন-প্রাণকে নিমজ্জন কর্‌তে উদ্যত হ'ল। তবে কি হবে?

(চিন্তায় নিমগ্ন)

কৃষ্ণ। প্রাণপ্রণয়িনীর নিকট অপরাধী হ'য়েছি বলে, তাই মানে আচ্ছন্না হ'য়েছেন। যাই হোক, এখন চরণে ধরে, অপরাধ স্বীকার ক'রে পরিহার মানি, তা হ'লে যদি ক্ষমা করেন।

(রাধার পদতলে পতন)

সখীগণ। (গীত)

দেখ দেখ সখি অপরূপ কিবা শোভিল।

শতদল পরে শতদল॥

শ্রীরাধা চরণ হেম শতদল, শ্রীহরির কর জিনি নীলোৎপল,

কমলে কমল কি শোভা হইল, মনমধুপ মোহিল॥

(বেগে বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। (গীত)

কি কর কি কর কি কর প্যারী, চরণতলে বংশীধারী।

ধর ধর ধর নীলকান্তে, রেখনা আর পদপ্রান্তে,

শিরোমণি তুলে লয়ে প্যারী, পর পর শিরোপরি॥

নহিলে গো কমলিনী, মান হ'য়ে ভুজঙ্গিনী,

দংশিবে তোমারে ধনি সরোষেতে ফিরি॥

রাধিকা। হরি! আমি তোমার কিঙ্করী, মরি তাতে ক্ষতি নাই, তোমার মহিষীরা কুশলে থাক। আমি প্রভাসে প্রাণ ত্যাগ ক'র্ত্তে এসেছি, আমার আর অভিমান নাই। দয়াময়! আর তোমার অধিনীকে সাধতে হবে না।

কৃষ্ণ। (পীতবাস দিয়ে রাধিকার অশ্রুজল মোচন করত) সেকি প্রিয়ে! এমন কথা বলো না, তোমার সম্মুখে অন্য রমণী কখনই আমার আদরিণী হবে না। তুমি আদ্যাশক্তি, ব্রহ্মস্বরূপিনী, রমণীমণি, সমস্ত অঙ্গনাকুল তোমার বিভূতি, আমি তাই ভেবে সবাকার মান রক্ষে করে থাকি। এস প্রিয়ে একবার হৃদয়ে এস, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হোক্।

(রাধিকাকে হৃদয়ে ধারণ)

(শ্রীরাধা আপন ঐশ্বর্য্য ও প্রভাব বিকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাম-অঙ্গ আকর্ষণ করণ।)

(রাধাকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান।)

বৃন্দা। সখি! যে যুগলরূপ দেখবার জন্য এত যত্ন ক'রে শ্রীমতীকে চেতনা কর্‌লি, আয় আজ সকলে মিলে সেই বিশ্বারাধ্য নিত্যধনের যুগলচরণ পূজা ক'রে জীবন সার্থক করি।

(পট পরিবর্ত্তন যুগলরূপ।)

সখীগণ। (গীত)

চাঁদে চাঁদে আজ মিলিল ভাল।
যুগলচাঁদের রূপে ভুবন আলো,
আলো সই ভুবন আলো॥
কালাচাঁদের পাশে আসি, দাঁড়াল রাধাশশী,
হাসি-চপলা যেন জলদে মিশিল॥

যবনিকা পতন।

জন্মাষ্টমী

(পৌরাণিক গীতিনাট্য।)

(রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত।)

১৭ নং তারক চট্টোপাধ্যায়ের লেন হইতে
শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।
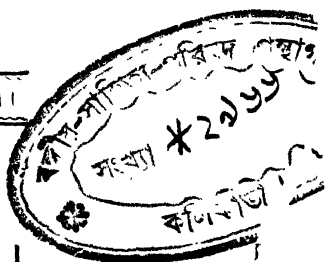
২নং হরিমোহন বসুর লেন, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"
শ্রীবিহারীলাল দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০১ সাল।

জন্মাষ্টমী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—oo—

মথুরা বনপথ।

(নিষ্কোষিত অসি হস্তে দেবকীর কেশাকর্ষণ করতঃ কংস
ও তৎপশ্চাৎ বসুদেবের প্রবেশ।)

বসু। মহারাজ! আপনি করেন কি? আপনি করেন কি? রাজন্! আপনি ভোজবংশের যশস্কর, শূরব্যক্তিমাত্রেই আপনার সুযশ কীর্ত্তন করে; পরিণয় মহোৎসবে নারী-হত্যা করা আপনার স্থায় বীর ব্যক্তির কখনই উচিত নয়। বিবেচনা ক'রে দেখুন, দেহ ধারণ কল্লেই মৃত্যু নিশ্চিত। দেহীমাত্রেই আজই হোক আর শত বৎসর পরেই হোক্, অবশ্য দেহত্যাগ কর্ব্বে। জীব কর্ম্মবশে, এক দেহের বিনাশ হ'লে, অপর দেহের আশ্রয় গ্রহণ করে; এ জগতে সমস্তই নশ্বর—কেবল একমাত্র যশ অবিনাশী। পণ্ডিতেরা কলঙ্ক ও অপযশকে যেরূপ ভয় করেন, অকিঞ্চিৎকর দেহনাশে তাদৃশ ক্ষুব্ধ হন্ না।

কংস। বসুদেব! তুমি যা বল্‌চো, তা সকলি সত্য। কিন্তু সেই দৈববাণী—সেই বজ্রকঠোর দৈববাণী আমাকে অস্থির ও প্রকম্পিত ক'রে তুলেছে। তোমার এ সকল কথা আমার হৃদয়ে যে স্থান পাচ্চে না, উপকথা ব'লে বোধ হ'চ্চে। স্বার্থশূন্য হ'য়ে জগতে কে কোথা কোন্ কাজ ক'রে থাকে? এই পাপীয়সীর গর্ভজাত সন্তান হ'তে আমার প্রাণে আশঙ্কা—একে বধ কল্লে সকল আপদ বিদূরিত হ'বে।

বসু। রাজন্! মহাত্মা ব্যক্তিরা স্বার্থ ত্যাগ ক'রে পরার্থের দিকেই সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন এবং সেই কারণেই ইতর ব্যক্তির ও মহাত্মার চরিত্রগত বিষম প্রভেদ লক্ষিত হয়। মহাত্মন্! বিপৎকালে ধৈর্য্য, অভ্যুদয়ে ক্ষমা, সভাতে বাক্‌পটুতা, যুদ্ধে বিক্রম, যশে অভিরুচি ও শাস্ত্রে ব্যসন, মহাত্মাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ। ভবিষ্যতে কোনকালে কি ঘটনার সম্ভাবনা এই ভয়ে যদি আপনি আপনার কনিষ্ঠা ভগ্নীর প্রাণসংহার করেন, তবে জগতে আপনার কাপুরুষ অপযশ রট্‌বে।

কংস। অ্যাঁ কি ব'ল্লে! অপযশ রট্‌বে, লোকে কাপুরুষ বল্‌বে—সেটা অসহ্য! কিন্তু শত্রুহস্ত থেকে আপনাকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে উচিত।

বসু। নরনাথ! যদি আমার কথায় বিশ্বাস করেন, তবে আমি একটী উপায় উদ্ভাবন করেছি, শুনুন।

কংস। বসুদেব! তুমি প্রিয়বাদী, বিশ্বাসী এবং আমার হিতার্থী বন্ধু জেনে তোমার হস্তেই আমার স্নেহপরায়ণা ভগ্নীকে

সমর্পণ ক'রেছি। কিন্তু সেই ভয়ানক দৈববাণীতে আমাকে উন্মাদ ক'রে তুলেছে ব'লে তাই নৃশংসের ন্যায় ব্যবহার কচ্চি। যদি এর প্রতিকারের কোন উপায় থাকে, বল, আমি এখনি তা ক'র্ত্তে প্রস্তুত আছি।

বসু। রাজন্! আমি প্রতিজ্ঞা ক'চ্চি, যে দেবকীর গর্ভে যত সন্তান জন্মাবে, ভূমিষ্ঠ হ'বামাত্রেই আপনাকে অর্পণ কর্ব্বো।

কংস। তুমি জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী। আমি তোমার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। তোমার অনুরোধেই এই হতভাগিনীর জীবননাশ ক'ল্লেম না। এক্ষণে স্বচ্ছন্দে আনন্দ কর্ত্তে কর্ত্তে আপন আবাসে গমন কর।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

কংস, অঘ ও বক।

কংস। আমি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর! ত্রিলোকমধ্যে ভুজ-বিক্রমে কেহ আমার সমকক্ষ আছে কি না সন্দেহ; দেবতারা আমার ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত; আমি মনে ক'ল্লে মুহূর্ত্ত মধ্যে বিশ্বসংসারকে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে অতি সূক্ষ্ম পরমাণুতে পরিণত ক'র্ত্তে পারি। আমার নির্ভীক-হৃদয়ে ভয় উৎপাদন কর্‌বার জন্য দেবতারা ষড়যন্ত্র ক'রে

একটা অলীক দৈববাণী সৃজন ক'রেছে। হায়! আমি সেই বৃথা দৈববাণী শুনে স্নেহ-পুত্তলিকা ভগ্নী দেবকীকে কতই লাঞ্ছনা দিয়েছিলেম। প্রাজ্ঞ বসুদেব, দেবকীর প্রাণরক্ষার জন্য আমার নিকট প্রতিশ্রুত হ'য়েছিল যে, দেবকীর গর্ভজাত সন্তানগুলি ভূমিষ্ট হবামাত্র আমায় অর্পণ ক'র্ব্বে; তাই আজ তার প্রথম সন্তানটী জাতমাত্র বসুদেব আমাকে দি'তে এসেছিল। আমি বসুদেবকে সেই সন্তানটী প্রত্যর্পণ ক'রে তার শোক সন্তপ্ত হৃদয়কে শান্ত ক'রেছি আচ্ছা, মন্ত্রি! তুমি কি বিবেচনা কর দেবকীর গর্ভজাত সন্তান আমার কোন অনিষ্ট ক'র্ত্তে পারে?

অঘ। আজ্ঞে, মহারাজ! এও কি কখন সম্ভব হয়! কৃতঘ্নী দেবতা বেটারা ষড়যন্ত্র ক'রে আপনার সংসার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা ঘটাবার জন্য এই দৈববাণী ক'রেছে। আপনি মনোমধ্যে আর এরূপ কুচিন্তাকে প্রশ্রয় দিয়ে বৃথা সন্ত্রাসিত হবেন না।

(নেপথ্যে নারদের গীত।)

শঙ্কর হর হর যাতনানিকর।
ভূতভাবন দয়ার আকর॥
বাম ভাগে শোভে বামা, জগতজননী উমা,
আদিপ্রকৃতি পরমা, তুমি দেব পরাৎপর।
পাপপূর্ণ এ সংসার, হেরিতে না পারি আর,
হরিতে ধরার ভার, পাপীরে সংহার কর॥

কংস। দেবর্ষি নারদ আস্‌ছেন, উনি আমার বড় হিতাকাঙ্ক্ষী, দেখি এ বিষয়ে উনি আমাকে কি পরামর্শ দেন।

বক। মহারাজ! উনি বড় কম পাত্র নন্‌, উনি দেবতাদের একটি চর—ঘর ঘর চর্চ্চে বেড়িয়ে গুপ্ত সমাচার নিয়ে যান।

কংস। সে যাহোক, কিন্তু আমাকে বড় ভালবাসেন।

(নারদের প্রবেশ।)

আসুন দেবর্ষে! অর্ঘ্যমাল্য গ্রহণ ক'রে এই আসনে উপবেশন করুন। আজ আচম্বিতে হেথা কি জন্য আগমন করা হয়েছে?

(নারদের ইঙ্গিত দ্বারা রাজাকে মনোভাব জ্ঞাপন।)

তোমরা সকলে একটু অবসর লও, দেবর্ষির সহিত আমার কিছু বিশেষ কথা আছে।

[অঘ ও বকের প্রস্থান।

নারদ। মহারাজ! এখানে ত কেউ নাই? আড়াল থেকে ত কেউ কোন কথা শুন্‌বে না? আপনাকে একটী বিশেষ কথা বল্‌বার জন্য আমি ব্রহ্মলোক হ'তে তাড়াতাড়ি আপনার নিকট আস্‌ছি।

কংস। দেবর্ষে! যা বল্‌তে মনন করেছেন স্বচ্ছন্দে বলুন, আমাদের এ গোপনীয় কথা আর কেউ জান্‌তে পার্ব্বে না।

নারদ। বড় সর্ব্বনেশে ব্যাপার ঘটেছে! আপনাকে নিয়ে দেবতাদের মধ্যে একটা হুলুস্থুল প'ড়ে গেছে। আমার

প্রাণে বড় আঘাত লেগেছে ব'লে তাই তাড়াতাড়ি আপনাকে বল্‌তে এলেম্।

কংস। কেন দেবর্ষে! কি হয়েছে? আমায় সত্বর বলুন বিষম সংশয় হ'তে উদ্ধার করুন।

নারদ। দেবকীর বিবাহ-উৎসবের পরে বরবধূ লয়ে যখন আপনি আনন্দ কর্ত্তে কর্ত্তে গমন করেন তখন কি কোন দৈববাণী শুনেছিলেন?

কংস। হাঁ দেবর্ষে সেই বজ্রকঠোরধ্বনি এখনও আমার কর্ণ-কুহর আলোড়িত কচ্চে। যখন বসুদেব-দেবকীকে নিয়ে গমন করি তখন জলদগম্ভীরস্বরে কে যেন আমাকে বল্লে—"ওরে মূঢ় কংস! যে ভগ্নীর পরিণয়ে তুই এত আনন্দ ক'চ্ছিস্ তার অষ্টম গর্ভজাত সন্তানের হাতেই তোর মৃত্যু হবে।"

নারদ। এ কথা স্মরণ থেকেও আপনি নিশ্চিন্ত রয়েছেন?

কংস। দেবর্ষে! এ যে প্রথম গর্ভ!

নারদ। তবে সেই বালকটীর জীবন রক্ষা বুঝি আপনার মন্ত্রি-দ্বয়ের পরামর্শে হয়েছে?

কংস। ঋষি! সে যে অষ্টম গর্ভের সন্তান! আপনার এত ভ্রম হচ্চে কেন?

নারদ। মহারাজ! আমার ভ্রম নয় অষ্টম গর্ভই বটে! আপনি এই গর্ভটীকে প্রথম গণনা ক'চ্চেন কিন্তু যদি শেষ হতে গণনা করা যায় তবে এই গর্ভও ত অষ্টম গণ্য হতে পারে। দৈববাণীতে আদ্য হ'তে অষ্টম কিম্বা অন্ত হ'তে অষ্টম তা'তো কিছুই প্রকাশ নাই।

কংস। (স্বগতঃ) তাও ত বটে! (প্রকাশ্যে) না—আমি দেবকীর কোন সন্তানেরই প্রাণরক্ষা কচ্চি না।

নারদ। (স্বগতঃ) আমিও তাই চাই—তা না হ'লে কালনেমির পুত্রেরা দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে জগতের ভার বাড়াত এবং ভগবানেরও অবতীর্ণ হ'বার বিলম্ব হ'ত। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! আপনি আত্মবিস্মৃত হয়েছেন ব'লে দেবতাদের চক্রান্ত বুঝ্‌তে পাচ্চেন না। পূর্ব্বজন্মে আপনি কালনেমি নামে দৈত্য ছিলেন; দেবতারা আপনার বাহুবলে পরাস্ত হ'য়ে চক্রধারী হরির সহায়তায় পরিশেষে আপনাকে বধ করে। আপনি সেই কালনেমি, এখন কংসরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই দেবতারা ছলচক্র ক'রে আপনাকে বধ কর্‌বার জন্য এত প্রয়াস পাচ্ছেন। এমন কি তারা যদুকূলে ও আভীরপল্লীমধ্যে কেহ কেহ জন্মগ্রহণ করেছে। অপনি নিশ্চয় জানবেন যে, আপনার গৃহমধ্যেও আপনি শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত; অতএব সাবধান হ'য়ে কাজ করুন। আমি এক্ষণে বিদায় হই।

[নারদের প্রস্থান।

কংস। অঘ, বক! তোমারা সত্বর এখানে আগমন কর।

(অঘ, বক প্রভৃতি অসুরগণের প্রবেশ।)

কংস। আজ আমি কুতন্ত্রী দেবতাদের দুরভিসন্ধি সমস্তই জান্‌তে পেরেছি; যাও, দ্রুতগমনে দেবকীর সেই সদ্যোজাত শিশুকে পাষাণে চূর্ণীকৃত করগে। বসুদেব-দেবকীকে লৌহনিগড়ে আবদ্ধ করগে; আমার পিতা উগ্রসেনেরও

মুখাপেক্ষা ক'র না, সত্বর তাঁকে অন্ধতম কারাগারে আবদ্ধ করগে। আমি জান্‌তে পেরেছি যে, এ পুরী-মধ্যে কেহ আমার আত্মীয় নাই। এখন হ'তে সাবধান পূর্ব্বক কার্য্য না ক'ল্লে বিপদে পড়তে হবে। না না,—আমিও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি; আমি স্বহস্তে দেবকীর সেই পাপসন্তানকে বিনাশ কর্ব্বো।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কারাগার।

দেবকী ও বসুদেব।

দেবকী। (উঠিয়া) হায়! কি দেখলেম রে—কি দেখলেম রে! কোথায় গেল—কোথায় গেল? আর কি এ অভাগিনী সে রূপ দেখতে পাবে না?

বসু। (উঠিয়া) দেবি! কি দেখেছ—কি—দেখেছ (স্বগতঃ) একি উন্মাদিনী হলো নাকি? (প্রকাশ্যে) বল কি দেখেছ?

দেবকী। দেব! আমি যে অনুপ মূরতি স্বপ্নে দেখেছি, আর তাঁর যে অমিয় বচন শুনিছি, তা ব্যক্ত ক'রে বল্‌তে পাচ্চি না।

বসু। দেবি! তুমি কাকে স্বপ্নে দর্শন করেছ? তিনি কি বলেছেন?

দেবকী। দেব! দুরাত্মা কংস আমার সদ্যোজাত যে কয়েকটী সন্তানকে নষ্ট ক'রেছে, আমি দিনরাত সেই সকল সুকুমার শিশুদের জন্য কাঁদি আর গোপনে নিয়ত মধুসূদনকে মনোবেদনা জানাই; নাথ—নাথ! আজ নিশি শেষে—

গীত।

আহা নবঘনশ্যাম, শ্যামল বরণ,
পূর্ণচন্দ্র জিনি ফুল্ল বদন,
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম মূরতি মোহন,
কিরিটী কুণ্ডল মৃদু মৃদু দোলে॥
কিবা চারু চতুর্ভুজে, আয়ুধ শোভন,
(একি হেরিলাম, হেরিলাম অপরূপ রূপ একি
হেরিলাম হেরিলাম)
বিশাল উরসে শ্রীবৎস লাঞ্ছন,
অঙ্গ আভরণ মণি অগণন,
চমকে চপলা পীতবাস খেলে।
কিবা কোমল কমল শ্রীপদযুগল,
তাহে রুণু ঝুনু রুণু ঝুনু নূপুর রোল,
ডাকে অভাগীরে মা মা ব'লে॥
(প্রাণ জুড়াল জুড়াল, মা মা রবে প্রাণ জুড়াল জুড়াল)

হায় দেব! আমি অমনি চমকে উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখলেম,—সম্মুখে সেই মোহনমূর্ত্তি! আমায় মধুর

আশ্বাসে সান্ত্বনা ক'রে বল্লেন, "মাগো! আর তুই কাঁদিস্‌ নে! আর তোকে পুত্রশোক পেতে হবে না! আমি স্বয়ং তোর গর্ভে এসে জন্মগ্রহণ কল্লেম।" আমি অবাক্‌ হ'য়ে তাঁর শ্রীচরণে পতিত হলেম; মনে মনে কেঁদে তাঁর কত স্তব কল্লেম; কিন্তু হায়! উঠে আর তাঁকে দেখতে পেলেম না আবার কাতরে মধুসূদনকে কত ডাকলেম, আবার ঘুমাবার কত চেষ্টা কল্লেম, কিন্তু হায়! আর ঘুম এল না, তাঁকে ও দেখতে পেলেম না।

বসু। প্রিয়ে! এতদিনে দীননাথ আমাদের প্রতি কৃপা কল্লেন, আমাদের দুঃখভার মোচন কর্‌বার জন্য ভবভয়হারী গোলকবিহারী মদমত্ত কংসকুঞ্জরকে নিধন ক'র্ত্তে, তোমার গর্ভে স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেছেন। এস দেবি! উভয়ে ভক্তিসহকারে মানসে এই বিশ্বরূপের চরণযুগল পূজা করি।

(উভয়ের ধ্যানে মগ্ন।)

চতুর্থ দৃশ্য।

কারাগার সন্নিকটস্থ রাজপথ।

প্রহরিদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম প্রহ। ভাই হে! গত রাত্রিতে ঠিক এই সময়ে এই জায়গায় সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখেছিলেম।

২য় প্র। সে তোমার চোখের ভ্রম! এও কি কখন সম্ভব হয়?

১ম প্র। ঐ শোন ঐ শোন! আবার সেই মধুর বাদ্য শোনা যাচ্চে আহা! আবার সেই অপূর্ব্ব সৌরভে চারিদিক আমোদিত ক’রে তুল্লে; ওহো! দেখ দেখ! পূর্ব্বদিক হঠাৎ কেমন আলোকিত হয়ে উঠল!

২য় প্র। হাঁ তাইত তাইত! একি একি! কে ঐ সিংহবাহিনী অপরূপ নারীমূর্ত্তি পার্শ্বে বৃষবাহনে পঞ্চানন, হংসবাহনে চতুরানন, ষড়ানন, গজানন, সহস্রলোচন, প্রভৃতি অযুত দেবগণ সমস্বরে ঐক্যতানে মিলিত করে বন্দীর ন্যায় কার স্তবগান করছে? আহা, কি মধুর ধ্বনি! কর্ণ পরিতৃপ্ত হ’ল।

(অন্তরীক্ষে দৈবগীত।)

হে নারায়ন, বিপদভঞ্জন, কলুষনাশন, মধুসূদন।
লছ্‌মী-বিলাস, ভকতহৃদয় করত নিবাস,
পরমেশ পীতবাস, জগত-জন-জীবন॥
কোটী সূরয সম পরকাশ, মুর নরক বিনাশ,
পরম পুরুষ ভব-যাতনা-খণ্ডন।
জয় জগপতি জগ বন্দন, অখিল-মঙ্গল-নিকেতন।

১ম প্র। ভাই! আমি তোমাকে মিছে কথা বলেছিলেম আমিও কাল ঐ অপরূপ মূর্ত্তিসকল দেখে, ঐ মধুর গান শুনে তোমাকে ব’লেছিলেম, তুমি বিশ্বাস কর নাই; কিন্তু স্বচক্ষে দেখলে, স্বকর্ণে শুন্‌লে?

২য় প্র। ভাই! খুব সতর্কের সহিত পাহারা দিতে হবে।

ব্যাপার বড় সহজ নয়—অলৌকিক দৈবী মায়া—দেবকীর অষ্টম গর্ভ! এ গর্ভসম্ভূত সন্তানে মহারাজের প্রাণ নষ্ট হবে? আমাদের আর চুপ ক'রে থাকা উচিত নয়; মহারাজকে সত্বর সংবাদ দিতে হবে।

১ম প্র। ওকি ওকি! পশ্চিম দিক হ'তে সাক্ষাৎ কালান্তক যমের মত বিভীষিকা প্রদর্শন ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে কে ঐ ভীষণমূর্ত্তি অগ্রসর হ'চ্চে।

২য় প্র। কে আসছে? (উচ্চৈঃস্বরে) অবস্থান কর, অবস্থান কর; একপদ অগ্রসর হলেই প্রাণ হা'রাবে।

(বকাসুরের প্রবেশ।)

বক। দৈত্যাধিপতি কংসমহারাজ বিজয়ী হউন!

১ম প্র। ও বকাসুর মহাশয়! আমরা আপনাকে চিন্তে পারিনি।

বক। বীরবর! তোমাদের সংবাদ শুভ?

২য় প্র। আজ্ঞে হাঁ! তবে—তবে—

বক। তবে কি? বল।

১ম প্র। আজ্ঞে, কাল থেকে একটা ভয়ানক বিভীষিকা রাত্রিকালে দেখা যাচ্চে।

বক। কি, ভয়ানক! কি, ভয়ানক! সংসারে এমন কি আছে যা দেখে নির্ভীক দানব-হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়?

২য় প্র। আজ্ঞে, কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করুন, আপনিও দেখবেন, আপনিও শুন্‌বেন এখন।

বক। দিব্য ফুলের গন্ধ বেরুচ্চে যে হে!

১ম প্র। আজ্ঞে, আমরাও ত তাই বল্‌চি; একটু অপেক্ষা করুন।

(অন্তরীক্ষে দৈবগীত।)

কোটী সূরষ সম পরকাশ, মুর-নরক-বিনাশ,
পরমপুরুষ ভব-যাতনা-খণ্ডন।
জয় জগপতি জগবন্দন, অখিল-মঙ্গল-নিকেতন।
হে নারায়ণ, বিপদভঞ্জন, কলুষনাশন, মধুসূদন॥

বক। তাইত তাইত! এ কোন শত্রুর কার্য্য ব'লে বোধ হচ্চে! তোমরা খুব সাবধানে অবস্থান কর। আমি সত্বর মহারাজকে এ সংবাদ দিইগে।

[প্রস্থান।

২য় প্র। বকাসুর ভায়াত দেখে শুনে ভ্যাবা গঙ্গারামের মত মহারাজের কাছে ছুট্‌লেন; আমাদের ত আর নড়বার যো নাই, হাড়কাটে মাথা দেওয়া।

১ম প্র। কাজে কাজেই পাথরের মুরদের মত স্থির হ'য়ে সব দেখতে হবে, সব শুনতে হবে।

২য় প্র। সে যা হ'ক, দেবকী দেবীর ত এই অষ্টম গর্ভ! তাতে পুত্রশোকে জীর্ণ! কিন্তু আজকালের চেহারাটা দেখছ কি হয়েছে? যেন অনুপম পরমসুন্দরী দেবকন্যা!

১ম প্র। হাঁ ভাই! গতবারের গর্ভের সময়, ঠিক এত রূপসী না হ'ক, কিন্তু দেখ্‌তে দিব্যটী হয়েছিল।

২য় প্র। তবে এবারেও কি আরবারের মত গর্ভটা হজম ক'রে ফেল্‌বে নাকি?

১ম প্র। কি জানি, যে রকম উপদেবতার যুক্তি! দেবতার গমনাগমন হচ্ছে, তা হওয়া বড় বিচিত্র নয়।

২য় প্র। কিন্তু ভাই, সময়টা উতরে গেছে।

১ম প্র। তুই যেমন ছেলেমানুষ; যখন সাত মাসে একবার হজম করেছে, তখন আট মাসে হজম করবে তার আর আশ্চর্য্য কি?

২য় প্র। যা বল আর যা কও, ভাই! রাজার বড় দৌরাত্ম্য!

১ম প্র। চুপ চুপ! ও রাজ রাজড়ার কথা তোর আমার কথায় কাজ নাই; ঐরে—ঐ বুঝি রাজা আসছে।

(কংস ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

কংস। মন্ত্রি! মন্ত্রি! দেখ দেখ আমার পশ্চাৎ হ'তে কে ঐ নবজলধরের ন্যায় কিরিটী-কুণ্ডলধারী বালক দিব্য আভরণে বিভূষিত হয়ে মৃদুহাস্য কর্ত্তে কর্ত্তে গমন কল্লে? একি একি! সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে, ঊর্দ্ধে, চতুর্দ্দিকে—ওঃ! ওর অমিত তেজ, অদ্ভুত জ্যোতি আর দেখতে পারিনে।

মন্ত্রী। কৈ মহারাজ! আমি ত কিছুই দেখতে পাচ্চি না।

কংস। সে কি! ঐযে ঐযে, অরুণআভা পদ্মপলাশলোচন ঈষৎ বক্রভাবে আমার প্রতি দৃষ্টি কচ্চে, আহা! আবার—আবার মধুরস্ফুরৎ অধরে মৃদুল হাস্য।

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনি নিদ্রোত্থিত হয়ে আস্‌ছেন, বোধ হয় কোন স্বপ্ন দেখে আপনার চক্ষের এইরূপ ভ্রম হয়েছে।

কংস। (নেত্র মর্দ্দন) তাইত, আরত কিছুই দেখা যাচ্চে না! তবে ভ্রমই হয়ে থাকবে। (অগ্রসর) একি! নন্দন

কাননের সুরভি-সৌরভে এ স্থানটী যে পরিপূরিত হ'য়ে রয়েছে; কোথা থেকে এই স্নিগ্ধকর সুগন্ধ আসছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, অদূরে দুর্গরক্ষকের পুষ্পবাটিকা, বোধ হয় এ সুগন্ধ সেইখান থেকে আসছে।

১ম প্র। আজ্ঞে, না মহারাজ! আজ সাত আটমাস ধরে প্রতি-নিয়তই এইরূপ সুগন্ধ কোথা হতে যে আসছে তা ব'লতে পারিনে।

(অন্তরীক্ষে দৈবগীত)

কোটী সূরযসম পরকাশ, মুর-নরক-বিনাশ,
পরমপুরুষ ভব-যাতনা-খণ্ডন।
জয় জগপতি জগবন্দন অখিল-মঙ্গল-নিকেতন॥
হে নারায়ণ, বিপদভঞ্জন, কলুষনাশন, মধুসূদন।

কংস। এমন সময় কে গান গায়? কৈ কাকেও ত দেখতে পাচ্চি না? দেখ মন্ত্রি! এই গর্ভই দেবকীর অষ্টম গর্ভ! দেবর্ষি বলেছিলেন যে দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান আমাকে বিনাশ কর্ব্বে। তুমি সৈনিকদিগকে বলগে যেন তা'রা সতর্কের সহিত কারাগার রক্ষা করে। আর আমি দেবকীর কারাগারে প্রবিষ্ট হ'য়ে পাপিষ্ঠ বাসুদেব ভূমিষ্ঠ হ'তে না হ'তে জরায়ু অবস্থাতেই তাকে বিনষ্ট করিগে। না না, তা করা হবে না, স্ত্রীবধ—ভগ্নীবধ—গর্ভিনীবধ—ওহো! মহাপাপ! মহাপাপ! আমি ছার প্রাণ রাখ্বার জন্য এমন পাপাচার ক'রে সংসারে আবহমান কাল কলঙ্ক ভার বহন কর্ত্তে পার্ব্বো না। যাক্, আর কিছুদিন যাক্,

পাপিষ্ঠ বাসুদেব ভূমিষ্ঠ হ'ক, তারপর তা'কে বধ কর্ব্বো। চল চল, এখন দেবকীর কারাগারে গিয়ে দেখিগে প্রহরীরা কেমন সতর্কে আছে।

পঞ্চম দৃশ্য।

কারাগার।

বসুদেব।

বসু। ওহো! কি কষ্ট—কি কষ্ট! দুর্জ্জনের হাতে প'ড়ে আমি অকারণে এই দুঃসহ ক্লেশ সহ্য ক'রছি; পাপিষ্ঠ কংস দৈববাণী শুনেই অভাগিনী দেবকীকে বিনষ্ট ক'ল্লে আমাদের আর এত কষ্টভোগ ক'র্ত্তে হ'ত না; কেন আমি সে সময় সেই পাপিষ্ঠের মতি ফেরাবার জন্য জ্ঞানগর্ভ হিতকর বাক্যসকল বলেছিলেম! কেনই বা দেবকীর গর্ভজাত সন্তানগুলিকে তা'কে প্রদান করবার কথা বলেছিলেম; তাইতেই ত পাপিষ্ঠ তখন ক্ষান্ত হ'য়ে শেষ যাবজ্জীবন অপার যাতনা দেবার জন্য আমাদের জীবন রাখলে! আমারই বা দোষ কি, দেবকীর অথবা সেই মূঢ় কংসেরই বা দোষ কি? অবশ্যম্ভাবী নিয়তি-নিয়ম খণ্ডন ক'র্ত্তে কেহই সক্ষম নয়। মধুসূদন! বিপদভঞ্জন! তুমিই সংসার-বন্ধন মোচনের একমাত্র কারণ; তোমাতে চিত্ত সংস্থাপন ক'ল্লে জীবের আর কোন যাতনা দুর্গতি থাকে না। দয়াময়! বল দাও, বল দাও! যাতে হৃদয়ে সর্ব্বদা

তোমাকে বিরাজিত দেখতে পারি, এ প্রকার বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি প্রদান কর। তোমাকে স্থিরভাবে যখন যে ডাকে তখনি তার সকল কষ্ট বিদূরিত হয়। হায়! অভাগিনী দেবকীকে তুমি যে মা বলে ডেকেছ, দয়াময়! তবুও তাকে কেন এত কষ্টভোগ কর্ত্তে হচ্চে? হরি! হরি! বুঝলেম—বুঝলেম, ভববন্ধন মোচন কর্ব্বে ব'লে সংসারে আমাদের এই যাতনা দিচ্চ। কিন্তু করুণাময়! আর যে সহ্য হয় না, পুত্রশোকে যে হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্চে। তাতে আবার এই নিগড়বন্ধনে প্রাণ যে বহির্গত হয়! হরি! হরি! পরিত্রাণ কর—পরিত্রাণ কর; এ যাতনা হতে মুক্ত কর।

গীত।

ত্বামেব দীননাথমনাথবান্ধবং।
পুরুষং পরমং ত্বাংহি পরমঞ্চ দৈবতং॥
বজ্ররূপং মহদ্ভয়ং হি পরেশং,
শান্তের্নিকেতনং পতিতজনপাবনং॥
অগতের্গতিং ত্বাংহি নির্ব্বাকবাচম্
ভবাম্বুধি-পোতং শরণং ব্রজাম॥

(ধ্যানে মগ্ন)

একি—সহসা আমার হস্তপদের বন্ধন মোচন ক'রে দিলে কে? কে আমার বক্ষ হ'তে দুর্ভর পাষাণ অপনয়ন ক'র্লে? কৈ, কাকেও ত দেখতে পাচ্চি না! সকলেই

স্থির, গম্ভীর, নিস্তব্ধ, নীরব! সংসার যেন জনশূন্য ব'লে বোধ হ'চ্চে। ওকি ওঁকি! হঠাৎ ঐ অলোকসামান্য আলোকে অন্ধকারময় কারাগৃহ যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। হায় হায়! বুঝি খল কংস শত্রুহস্ত হ'তে পরিত্রাণ পাব ব'লে, ছল ক'রে অভাগিনী দেবকীরে গর্ভিনী অবস্থায় বিনষ্ট কর্‌বার জন্য কারাগৃহে অগ্নিপ্রদান ক'রেছে। যাই দেখিগে—দেখিগে—যদি কোন রকমে অভাগিনীকে রক্ষা কর্ত্তে পারি।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠদৃশ্য।

—০০—

কারাগারের অপর কক্ষ।

শিশুক্রোড়ে দেবকী।

গীত।

দেবকী। নবীন-নীরদ শ্যাম মুরতিমোহন রে।
চতুর্ভুজে শঙ্খচক্রগদাব্জ-ধারণ রে॥
শ্রীবৎসলাঞ্ছিত উরঃ, পরিধান পীতাম্বর,
কৌস্তুভ শোভিছে গলে নলিন-নয়ন রে॥
অভাগীর সুকৃতি-ফলে, গর্ভে যদি জন্ম নিলে,
একবার ডাক মা মা ব'লে,
আমি চুমি ও চাঁদমুখ রে॥

(বসুদেবের প্রবেশ)

বসু। আমরি মরি! একি অপরূপ জ্যোতি! এতো কারাগারে আগুন লাগার আলো নয়, এযে কোটি শশধরের স্নিগ্ধ জ্যোতি? আহা! দেবকি, দেবকি! আমি তোমায় হত-ভাগিনী বলেছিলেম, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর; তুমি অখিল-আত্মা-কৃষ্ণ-জননী, তোমার মত ভাগ্যবতী আর কে আছে? দেবি! আমি তোমার পতি হয়েছিলেম ব'লে আজ বিশ্বরূপের ভুবনমোহন রূপ দর্শন ক'রে জীবন সার্থক ক'ল্লেম।

দেবকী। কেও, কেও, কে তুমি? তোমার চরণে ধরি ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও! এ বালকটীকে আর অসুররাজের কাছে নিয়ে যেওনা; আমায় বধ কর, আমায় বধ কর, আগে আমায় বধ কর, তারপর একে নিয়ে যেও।

বসু। প্রিয়ে! ভয় নাই, ভয় নাই; আমি কংস-অনুচর নই, তোমার হতভাগ্য পতি বসুদেব।

দেবকী। সে কি! সে কি নাথ! তুমি কেমন ক'রে এমন সময় এখানে এলে? কে তোমার বন্ধন মোচন ক'রে দিলে?

বসু। দেবি! যাঁর নাম স্মরণ ক'ল্লে ভববন্ধন মোচন হয়, সেই মধুসূদন যখন তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, তখন কি আর এই সামান্য কারাগার-বন্ধন থাকতে পারে?

দেবকী। তবে নাথ! আর বিলম্ব ক'র' না; শীঘ্র এই বালকটীকে রক্ষা কর, শীঘ্র একে নিয়ে পলায়ন কর।

বসু। কোথা যাব? কেমন ক'রে যাব? কারাগারের দ্বারসকল

লৌহ অর্গলে রুদ্ধ, ভীষণাকৃতি প্রহরীগণ দ্বারা সংরক্ষিত, মক্ষিকা-নির্গমনের উপায় নাই ; তবে আমি কেমন ক’রে এই বালকটীকে নি’য়ে এখান থেকে বেরুবো ?

দেবকী। নাথ ! তুমি না এই বল্লে যে, মধুসূদনের নাম স্মরণ ক’ল্লে ভববন্ধন মোচন হয়, তোমারো কারাবন্ধন মোচন হ’য়েছে—তবে আবার ভাবছ কেন ? যাও, দ্বিধা না ক’রে সত্বর এই বালকটীকে নিয়ে পালিয়ে যাও।

বসু। দেবি ! তোমার কথা শুনে আমার হৃদয়ে সাহস হ’ল বটে, কিন্তু কোথা যাই বল দেখি ?

দেবকী। কেন তুমি ত ব’লেছ যে, আমার সপ্তমগর্ভের সন্তান গোকুলে রোহিণীর নিকট আছে ; এটীকেও তার কাছে রেখে এস।

বসু। উত্তম পরামর্শ বটে ; তবে আমি চল্লেম। (কৃষ্ণকে কোলে লইয়া) আমরি মরি ! দেবকি ! আমার হৃদয় যে জুড়িয়ে গেল !

দেবকী। নাথ নাথ ! আমার ইচ্ছা হচ্চে যে ওকে কোলে নিই ; না, তা’হলে বিলম্ব হ’বে ; খল কংসের চরেরা সংবাদ পাবে ; যাও যাও, আর বিলম্ব ক’র না ; যদি জীবিত থাকে কখনও না কখন দেখতে পাব। আমরি মরি ! দেখি দেখি—একবার দেখি ! নাথ ! দাঁড়াও দাঁড়াও—না না ; নিয়ে যাও, নিয়ে যাও—প্রহরীদের উঠবার সময় হয়েছে।

[কৃষ্ণকে লইয়া বসুদেবের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

—oo—

যমুনা নদী।

মূর্ত্তিমতী যমুনা ও তরঙ্গিনীচয়।

যমুনা। কেন সখি,
তরল শরীর মোর কাঁপে থর থর,
কেন বা নাচিছে বল আমার বাম নয়ন।
মনে হয়,
পাব যেন দুর্ল্ভ রতন কোন।
হের সখি!
মণিময় গৃহচূড় দুলিছে মৃদুল!
কে আসিবে? কি পাইবে অভাগিনী হেন অসময়ে?
বুঝেছি বুঝেছি সখি!
দানব-দলন-তরে মুকুন্দ-মুরারি
জনমিল মধুপুরে দেবকী-উদরে।
মায়ায় আকুল মা'র প্রাণ,
বাঁচাতে বালকে, দুরন্ত দানব হ'তে,
সঁপিল পতির করে,
রাখিবারে তারে গোকুল নগরে।
ধীরে ধীরে হের ঐ
আসিতেছে বসুদেব কৃষ্ণে লয়ে কোলে।

সজনি লো!
ধরাতলে আশা মোর
সফল হইল এতদিনে.
পূরিল লো মনো-আশা;
পিয়াসী চাতকী পাবে নবঘন দরশন।
নাচি নাচি চল ওলো তরঙ্গিনীচয়,
মিলায়ে সুকণ্ঠস্বরে লো সুকণ্ঠিগণ!
গাও—সুতান ধরিয়া গাও হরিগুণ গান।

তরঙ্গিনীগণ। গীত।

পা'বলো সজনি সবে হরি দরশন।
গোলকবিহারী হেরি জুড়াবে জীবন॥
হরিপদ শিরে ধরি, হরিগুণ গান করি,
হরি হরি বলি করি হরি সঙ্কীর্ত্তন॥

(তরঙ্গিনীচয়ের লয় হওন।)

যমুনা। হায়! আমার চিরদিনের আশা কি পূর্ণ হ'বে না? আমি আজীবন আশা ক'রে আছি যে হরি জন্মগ্রহণ ক'ল্লেই, আমি তাঁর রাতুল চরণযুগল ধৌত কর্ব্বো। কিন্তু হায়! আমার কি সে আশা পূর্ণ হ'বে না? বাঞ্ছাকল্পতরু কি আমার চিরদিনের বাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্ব্বেন না? আচ্ছা! দেখিদিকি, হরি কেমন ক'রে এ অভাগিনীকে নিরাশ ক'রে, বসুদেবের কক্ষাশ্রয়ে আমায় শ্রীচরণস্পর্শনে বঞ্চিত ক'রে চলে যান?

গীত।

হরি তব চরণে ধরি।
তরাও এ পাতকীরে দিয়ে তব পদ-তরী॥
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি, বড় অভাগী পাতকী আমি,
বাঞ্ছা পূর্ণ কর অন্তরযামি, আমি কৃপা-ভিখারী॥
পাতকী নারকী নরে, দেখ কলুষিত করিল মোরে,
কলুষরাশি নাশি' চরণে পরশি'
পুণ্যতোয়া কর দয়া বিতরি'॥

(লয় হওন)

(যোগমায়ার আবির্ভাব)

যোগ। ভগবান্ বাসুদেবের ইচ্ছায় কংসালয়ে ও নন্দালয়ে সককেই নিদ্রাভিভূত ক'রে রেখেছি; তাতেই বসুদেব নির্ব্বিঘ্নে তাঁকে ল'য়ে নন্দালয়ে যেতে সক্ষম হচ্চেন। কিন্তু আজ ত কৃষ্ণাষ্টমীর যামিনী, তাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ঝড়বৃষ্টিও আরম্ভ হ'ল; যমুনাসলিল তরঙ্গমালায় সমাচ্ছন্ন! পরপারে যাবার তরণীও নাই! ভয়-ভীত বসুদেবকে আশ্বস্ত করা উচিত হচ্চে। কিন্তু কিরূপেই বা করি—(চিন্তা) হাঁ ঠিক হয়েছে; আমি শিবারূপ ধারণ ক'রে বসুদেবের অগ্রে অগ্রে গমন করি, তা'হলে বসুদেব যমুনায় অল্প সলিল মনে ক'রে নিশ্চিন্তে পরপারে যেতে পার্ব্বেন।

(তিরোভাব)

পট পরিবর্ত্তন।

বেগবতী যমুনার নৈশদৃশ্য—পরপারে মথুরা সুশোভিত।

বাসুদেবকে কক্ষে লইয়া বসুদেব।

বসু। ভগবানের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে কারাগার হতে বহির্গত হ'য়েছি। প্রহরীরা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকায় কেহই আমার বহির্গমন অবগত হয় নি ; ওঃ—কি ভয়ানক অন্ধকার! একে কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রি, তাতে গগনমণ্ডল নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন! মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতালোকে অন্ধকারকে যেন দ্বিগুণিত কর্‌ছে; বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাতও হ'চ্চে; রাজপথ জনশূন্য, নগর নিস্তব্ধ—মৃতবৎ নিস্তব্ধ। এই ত যমুনাতীরে উপস্থিত হলেম। ওঃ—কি দুর্য্যোগ! নদীতীরে আবার বাতাস বইচে। কৈ?—একখানিও ত নৌকা যমুনাতে দেখেতে পাচ্চি না; একটী নাবিকও নাই। এখন কি করি? গোকুলে উপস্থিত না হতে পাল্লে আর নিস্তার নাই। সম্মুখে আবর্ত্তশত-সঙ্কুলা, ফেনিলা, গম্ভীর-তোয়া, বেগবতী যমুনা! কিরূপে এ স্রোতস্বতী উত্তীর্ণ হই? কোথা যাই? কিসে বালকের প্রাণ রক্ষা হয়? প্রহরীরা হয় ত এতক্ষণে জাগ্রত হ'য়েছে; হয়ত এতক্ষণে শিশুর অনুসন্ধান আরম্ভ হ'য়েছে; হয়ত দাসীরা অভাগিনী দেবকীকে পীড়ন কচ্চে! এখন আমি করি কি? কিসে এ বিপদ হ'তে উদ্ধার পাই? হে মধুসূদন বিপদতারণ! রক্ষা কর!—একি! পদশব্দ শুন্‌তে পাচ্চি যে এ আর কিছু নয়, প্রহরীরা জাগ্রত হ'য়ে আমার অনুসরণ করেছে; কি সর্ব্বনাশ! আমারও প্রাণ গেল, বালকেরও

প্রাণ গেল! যদি কেউ আমার বালকটীর প্রাণরক্ষা করে তা হ'লে আমার জীবনত্যাগ কর্ত্তে আমি কুণ্ঠিত নই। পদশব্দ যে ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হচ্ছে! যে রকম শব্দ শুন্‌চি, তাতে নিশ্চয়ই প্রহরীরা আস্‌চে। হে ভগবান্ বিপদভঞ্জন মধুস্থদন!—একি শৃগাল! এরি পদশব্দ শুনে-ছিলেম? কৈ!—আরত কোন শব্দ শুনতে পাচ্চি না? একি! শৃগালটা জলে নামলো কেন? ক্রমশঃ চল্লো যে, তাহ'লেত যমুনার এ অংশে অধিক জল নয়। আমিওত তবে পদব্রজে উত্তীর্ণ হতে পারি। হরি! তোমার চরণ ভরসা।

(জলে অবতরণ; বসুদেবের শিরোপরি বাসুকীর ফণাধারণ)

একি! বৃষ্টির শব্দ না বায়ুর শব্দ? কৈ? আমার গায়ে ত এক বিন্দুও বৃষ্টি পড়ছে না; তবে এ যমুনাতীরস্থ বৃক্ষ-সমূহ-লগ্ন বায়ুরই শব্দ! কিন্তু স্পষ্ট বোধ হচ্চে যেন প্রবল বেগে বারি বর্ষণ হচ্চে।

(সহসা কৃষ্ণের জলে পতন)

অ্যাঁ!—কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! একি হ'ল; সর্ব্বনাশ কল্লেম! তাইত তাইত! কোথা গেল?—এই যে এখানে প'ড়ল! কৈ কৈ! আর যে খুঁজে পাচ্চিনে! হা ভগ-বান্! কি কল্লে? হায়!—দুরাত্মা কংস আমার সদ্যো-জাত শিশুগুলিকে নষ্ট ক'রে আমাকে মর্ম্মাহত করেছে। আমি হৃদয়-জ্বালায় অস্থির হ'য়ে এই সন্তানটীকে রক্ষা করবার জন্য গোপনে সেই ভয়ঙ্কর কারাগার হতে

পালিয়ে, নন্দালয়ে রক্ষা করবার মানস করেছিলেম! হা বিধাতঃ! তোমার মঁনে কি এই ছিল? এ অভাগাকে সে আশা হতেও বঞ্চিত কল্লে?

(অন্বেষণ ও কৃষ্ণকে পুনঃ প্রাপ্তি।)

গীত।

এই পেয়েছি পেয়েছি আমার হারান রতন।
জুড়াইল মন জুড়াল জীবন॥
আরে রে অষ্টমী শশি,মেঘের আড়ে কি দেখ বসি,
কোলে হের মোর কাল শশি;
যার পদ-নখে কোটি শশি সুশোভন
(চেয়ে দেখ্ দেখ্ দেখ্)
(যাঁর জ্যোতিকণা ল'য়ে কর এত অভিমান)
তাই লাজে ঢাকিয়ে বয়ান হলি অন্তর্দ্ধান,
রাখ লুকায়ে মান করি মেঘে বপু আবরণ॥
দেখি কোথায় লুকাবে,
(এখন দেখি মেঘে কোথায় লুকাবে)
(এই আমার নবঘন-রূপ হেরে কোথায় লুকাবে)
(আহা), এমন কোথা বা দেখেছ,
(একাধারে মেঘ-শশি কোথা বা দেখেছ)
এখন গোপনে গোপনে, হৃদয়-রতনে,
নন্দভবনে লয়ে যাই;

হায়! আবার ছাড়তে হ'ল,
(যতনের রতনে ছাড়তে হ'ল)
(কংস ভয়ে আবার ছাড়তে হ'ল)
অন্তর কোরোনা কোরোনা
(তোমার অন্তর হতে অন্তর কোরোনা কোরোনা)
যেন ভুলোনা ভুলোনা, (দেখো দেখো)
পিতা মাতার ব্যথা যেন ভুলোনা ভুলোনা ;
যেন দেখা পাই—
(সময়ে যেন দেখা পাই)—
এই ভব-কারা-বন্ধন-মোচন সময়ে
যেন দেখা পাই ॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—০০—

গোকুল—নন্দালয়।

(নিদ্রিতা যশোদার ক্রোড়ে কৃষ্ণ ও যোগমায়া, বাসুদেবকে, ক্রোড়ে লইয়া বসুদেবের প্রবেশ।)

বসু। কি আশ্চর্য্য! এরূপ অদ্ভুত ঘটনাত কখন নয়নগোচর হয়নি। এমন নন্দালয়ে জনপ্রাণীর সহিত সাক্ষাৎ নাই! সাতমহল বাটী পার হ'য়ে এলেম, প্রিয়বন্ধু নন্দের একটি ভৃত্যেরও দেখা পেলেম না। তা বেশ হয়েছে; ভগবান্ আমার মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন। ওখানে কে না শয়নে রয়েছে? (নিরীক্ষণ) এই যে নন্দরাণী যশোদাকেই যে নিদ্রিতা দেখছি। আহা! পার্শ্বে যে দুটী সদ্যোপ্রসূত শিশুসন্তান দেখছি। আমরি মরি! এ বালকটী যে ঠিক আমার বালকের মত, দেখি দেখি;— (একত্র করণ) ঐ যা! একি হল! দুটী মিশে যে একটী হল! এমন ত কখন শুনিনি, এমন ত কখন দেখিনি! তাই ত এখন কি করি? আমরি মরি! এমন সুন্দর বালিকাও ত কখন দেখিনি। এই বালিকাটীকে কি আমি কংস-কারাগারে নিয়ে যাব? হাঁ,—তাহ'লেই সব দিক রক্ষা হবে। দেবকী পূর্ণগর্ভা, দুরাত্মা কংস কারাগারের

চতুর্দ্দিকে প্রহরী নিযুক্ত ক'রে রেখেছে; একে সেইখানে নিয়ে গেলে, দেবকী বালিকা প্রসব করেছে মনে ক'রে, প্রহরীরা কংসকে সংবাদ দেবে। দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত পুত্রসন্তানই কংসকে নিহত করবে এই দৈববাণী আছে; অতএব কন্যা দর্শন কল্লে কংসের আর সে ভয় থাকবে না, আর এ বালিকাটীরও প্রাণ সংহার কর্ব্বে না। তবে সত্বর যাই, একে নিয়ে এই বেলা কারাগারে রক্ষা করিগে।

[কন্যাকে লইয়া প্রস্থান।

(রোহিণী ও গোপিনীগণের প্রবেশ ও গীত।)

এত দিনে মনোসাধ পূরিল।
আমরি আমরি নয়ন জুড়াল॥
হইয়ে সদয় বিধি, মিলালে অমূল্য নিধি,
কাত্যায়নী পূজা বুঝি এতদিনে ফলিল॥
হের হের নন্দরাণী, কোলে নীলকান্তমণি,
প্রভাতে নিশীথ-দীপ প্রভাহীন করিল॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনপথ।

(ভারস্কন্ধে গোপগণের প্রবেশ।)

১ম গোপ। হ্যাদে ও মোড়ল দাদা! বলি দ'য়ের ভার নিয়ে কোন বাগে চলেছ?

২য় গোপ। আরে বাস, তুইত বড় আবোর দেখছি ; তুই কি শুনিস্ নি ; মোদের নন্দ মহারাজের যে শিশিরে জালি হয়েছে।

১ম গোপ। অঁ্যা কি বল্লি ভাই! শিশিরে জালি কি? এ ভাদ্র-মাস, এ সময় পালাশশা হয়, চালকুমড়ো হয়, এ সময় আবার শিশিরে জালি কোথা হতে পেলি?

২য় গোপ। মর ভেড়ো! সাধে কি তোরে আবোর বলেছি; এই বুড়ো বয়সে নন্দ মহারাজের একটী চাঁদের পারা ছেলে হয়েছে, আমরা তাই তাঁকে ভেট দিতে যাচ্চি।

১ম গোপ। ও ভাই, র র; আমিও বাতান হতে কিছু আনি।

[প্রস্থান।

৩য় গোপ। আজ আমাদের বড় সুদিল লারে? চ ভাই, আমরা লেচে গেয়ে নন্দ মহারাজকে খুসী করি গে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নন্দালয়।

(গৃহাভ্যন্তরে শিশুক্রোড়ে যশোদা ও সম্মুখে নন্দ, উপানন্দ ও পুরবাসিনীগণ আসীন। ভারস্কন্ধে গোপগণের প্রবেশ)

নন্দ। এস্ গোপগণ! আজ আমার আনন্দের সীমা নাই! পূর্ব্বপুণ্যফলে যশোমতীর কোলে অমূল্যধন নীলরতন শোভা পাচ্চে। আজ এস সকলে মিলে এই বালকের শুভ উদ্দেশে উৎসব করি।

গীত।

পুরুষগণ। আয় আয় আয় নাচরে সবাই,
আনন্দেতে আপনা ভুলে।
নবীন সুঠাম, নয়নাভিরাম,
দেখ যশোদার কোলে খেলে॥

স্ত্রীগণ। সবে করে করে কোরে ঘেরাঘেরি,
তোল আমোদে নূতন তানের লহরী;
(ওরে এমন দিনত পাবি না,আয় আয় ত্বরা করি)
যেমন চাঁদে ঘেরে গায় চকোর চকোরী,
(সুধা আশে)
আজ কালাচাঁদে ঘেরি গাই গোকুলে॥
(প্রেম সুধা পাব বলে)

পুরুষগণ। বিমান বেড়িয়ে গাও দেবগণ,
ভুবন ভরিয়ে গাও জনগণ;
(মুখে বল জয় জয় জয় জয়)
(বল আনন্দময়ের জয়)
হের ব্রজবাসীগণ, সবে আনন্দে মগন,
পেয়ে যশোদা-জীবন, নাচে কুতূহলে॥

সকলে। (কি আনন্দরে) (আজ কি আনন্দরে)
(নন্দালয়ে কি আনন্দরে)
(আনন্দময়ের আগমনে কি আনন্দরে!)

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—oo—

মথুরা—বধ্য-শীলা।

(কংস, অঘ ও কন্যা হস্তে বকের প্রবেশ)

কংস। কি আশ্চর্য্য! দেবতাদের চক্রান্ত আমিত কিছুই বুঝতে পাল্লেম না; দৈববাণী হয়েছিল যে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্রসন্তান আমার বধকর্ত্তা! কিন্তু এতো একটী মেয়ে দেখছি; এ হ'তে আমার কি অনিষ্ট হতে পারে? কি বল হে মন্ত্রি! এটাকে এই সম্মুখস্থ শিলায় চূর্ণ কর্ব্বো না রাখবো?

অঘ। মহারাজ! দেবতা বেটাদের কথাগুলো হিঁয়ালি পোরা, মানে বোঝা ভার;—বল্লে অষ্টমগর্ভে হবে ছেলে, হ'ল কিনা মেয়ে; তা সে যাই হোক, ঋণীর শেষ, আগুণের শেষ আর শত্রুর শেষ রাখতে নাই।

বক। আজ্ঞে, আমারো তাই মত; ও যা বরাবর হয়ে আসছে তাই হওয়াই ভাল, আছড়ে মেরে ফেলুন, আপদ চুকে যাক! কার হতে কি হয় কে বলতে পারে? শেষে এই মেয়েটা হতে আপনার একটা বিষম বিভ্রাট ঘটতে পারে। আপনি না পারেন বলুন, আমি আছড়ে, কাজ শেষ ক'রে দিই।

কংস। ঠিক কথা; দাও, আমাকে দাও।

(বকের হস্ত হইতে কন্যাকে লইয়া শিলাতলে আঘাত চেষ্টা ও কন্যা কংসের হস্তচ্যুত হইয়া শূন্যপথে গমন; অষ্টভুজার আবির্ভাব।)

পট পরিবর্ত্তন।

বিন্ধ্যাচল।

অষ্ট। রে রে মূঢ়! বৃথা কেন বধ শিশুগণ!
দৈববাণী কভু মিথ্যা নয়;
বধকর্ত্তা তোর
জনম লভিয়া ভূমণ্ডলে,
বর্দ্ধিতেছে গোকুল নগরে।

[তিরোভাব।]

কংস। একি! আমি কি শুনলেম? যার হস্তে আমার বিনাশ সে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে! দেবতা বেটারা কি মিথ্যাবাদী—কি প্রতারক! আমি বৃথা দেবকীর এতগুলি সন্তান নষ্ট ক'রে তাকে অনর্থক ক্লেশ দিলেম। আমি সেই দৈববাণী বিশ্বাস ক'রে কি অন্যায় কাজই করেছি!

অঘ। মহারাজ! আমিত গোড়াগুড়ি থেকেই বল্‌চি যে দেবতা বেটারা মজা দেখবার জন্য মহারাজকে এই রকম ভয় দেখাচ্চে। তা না হলে, মহারাজ! পৃথিবীতে কার সাধ্য আছে যে, আপনার ছায়া স্পর্শ কর্ত্তে পারে?

বক। মহারাজ! দেবতা বেটারা মহারাজের ভয়েই মরে। তাদের সাধ্য কি যে আপনার কাছে ঘেঁসে? কেবল আপনাকে জব্দ করবার জন্য বাইরে বাইরে এই রকম চালাকি খেলছে।

কংস। দেখ অঘ! দেবকীর গর্ভজাত কন্যা আমার হস্ত হ'তে আকাশে উঠে অষ্টভুজা মূর্ত্তিধারণ কল্লে! আমি অষ্টভুজার

কথায় অবিশ্বাস কর্ত্তে পারি না। দেবকীর গর্ভে কোন বালক জন্মে নাই; কিন্তু যে বালক হতে আমার অনিষ্ট আশঙ্কা আছে, সে বালক নিশ্চয়ই গোকুল নগরে জন্মগ্রহণ করেছে।

অঘ। সম্ভব বটে!

কংস। তাহ'লে অনুসন্ধান কর, কোথায় কার সদ্যোজাত শিশু ভূমিষ্ট হয়েছে।

বক। কেন মহারাজ?

কংস। সেই সকল শিশুর প্রাণনাশ কর্ত্তে হবে।

অঘ। শত্রু হীনবল থাকতে থাকতেই তার বিনাশ যুক্তিসঙ্গত বটে; ভুজঙ্গ-শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হবার অপেক্ষায় কেহ তার বিনাশে ক্ষান্ত থাকে না।

কংস। কি উপায়ে সেই সকল শিশুর প্রাণনাশ করা যায়?

বক। মহারাজ সসাগরা ধরার অধীশ্বর! মহারাজের আজ্ঞা পেলেই শিশুসন্তান কি ব'লছেন, বুড়োধাড়ী পর্য্যন্ত যমের বাড়ী পাঠাতে পারি।

কংস। ইচ্ছা কল্লে আমি অসংখ্য জীবের প্রাণনাশ কর্ত্তে পারি তা আমি জানি; কিন্তু তা হ'লে লোকে আমায় ভীত মনে কর্ব্বে; সে বড় অপমানের কথা! আমি গোপনে কার্য্যসিদ্ধি চাই।

অঘ। মহারাজ! তা যদি বল্লেন, তবে এ বিষয়ে পূতনাকে ডেকে পরামর্শ কর্ত্তে হয়। কারণ, ছেলের ঘাড় মটকাতে তার তুল্য পটু আর দুটী নাই।

কংস। অঘ! তুমি স্বয়ং গিয়ে পূতনাকে ডেকে আমার বিশ্রাম

ভবনে এস ; আমি সেইখানে তোমাদের জন্য অপেক্ষা কর্ব্বো ।

অঘ । যে আজ্ঞে ।

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

নন্দালয় ।

যশোদা, রোহিণী ও পুরবাসিনীগণ ।

যশোদা । রোহিণী দিদি ! আমার নীলমণির কল্যাণে গোকুলের সকল দেবতার মন্দিরে পূজা পাঠিয়ে দাও ।

রোহিণী । তাও কি এখন বাকী আছে দিদি ! প্রত্যুষেই সে সকল পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ।

যশোদা । যে সকল দরিদ্র লোক আহ্লাদ ক'রে আমার গোপালকে দেখতে আসছে, তারা পরিতুষ্ট হয়ে যাচ্চে ত ?

রোহিণী । ওমা ! তা আর বলতে ? আজ তোমার বাড়ীতে মহামহোৎসব ; যারা আসছে সকলেই সন্তুষ্ট হয়ে গোপালকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে কর্ত্তে যাচ্চে ।

যশোদা । দেখ রোহিণি ! একটী মেয়ে এ দিকে আস্‌ছে । বোধ হয় আমার গোপালকেই দেখতে আসছে, কে ওটী চেন ?

রোহিণী । কৈ ওঁকেত কখন দেখিনি ; না আমিত চিন্তে পাল্লেম না ।

(মোহিনীবেশে পূতনা রাক্ষসীর প্রবেশ ।)

পূতনা । (স্বগতঃ) বেটা গোয়ালার আস্পর্দ্ধাও ত কম নয় ! দিচ্চি ক'স বেটার নপরচপর ভেঙ্গে ! বেটার কোন

পুরুষে ছেলে হয়নি, একটা ছেলে হয়েছে ত আর চোখে কাণে দেখতে পায় না। (প্রকাশ্যে) ওমা! যশোদাদিদির খোকা হয়েছে? ধূমধাম ঘটাঘটি, নহবত বসেছে, গান বাজনা; তাই শুনে মনটায় বড় আহ্লাদ হ'ল, তাই তাড়াতাড়ি দেখতে এলেম।

যশোদা। আর বোন্, আমার কি এমন ভাগ্যি হবে যে আমার খোকা হবে। কৈ আমার ত খোকা হয়নি; ও মিছে কথা!

(গৃহাভ্যন্তরে শিশুর ক্রন্দনধ্বনি।)

পূতনা। অঁ্যা আমায় ভাঁড়াচ্চ? ঐ যে খোকা, ঐ যে কাঁদচে —দেখি দেখি?

গৃহমধ্যে পূতনার প্রবেশ ও বিকটমূর্ত্তি ধারণ করতঃ চীৎকার
(করিতে করিতে বালককে বক্ষে লইয়া পতন।)

পূতনা। ওরে বাবারে!—গেলুম রে—মলুম রে! পোড়া ছেলে ছাড়্ ছাড়্! ওরে ছাড়ে না যেরে! বাবারে গেলুম রে!
(মৃত্যু)

সকলে। ওগো! কি হ'ল,—কি হ'ল—এমন হ'ল কেন?

যশোদা। ওগো! তোমরা দেখ আমার গোপালের কি হ'ল?

রোহিণী। (পূতনার বক্ষ হইতে কৃষ্ণকে লইয়া) ভয় নাই দিদি, ভয় নাই; এই যে তোমার গোপাল।

(নন্দ ও গোপগণের প্রবেশ)

নন্দ। অন্তঃপুরে কি হয়েছে? এত চীৎকার কল্লে কে?

যশোদা। কে তা জানি না, গোপরাজ, আমার গোপালকে কোলে নিয়ে বিকট চীৎকার ক'রে পড়ে গেল, এই দেখুন।

১ম গোপ। ও বাবারে এ যে একটা রাক্ষসীর মত দেখছি।

২য় গোপ। ও বড় রাক্ষসীর মতন নয়, ও সেই পূতনা রাক্ষসী।

নন্দ। অ্যাঁ! বল কি বল কি? কি সর্ব্বনাশ! দেখ দেখ! আমার গোপালের কি অমঙ্গল হ'ল!

রোহিণী। না গোপরাজ! কোন শঙ্কা নাই।

১ম গোপ। মাগী সটান লম্বা হয়ে পড়েছে।

২য় গোপ। পড়েছে কি বলচো? মাগী যে অক্কা পেয়েছে।

নন্দ। অ্যাঁ! সত্য—সত্য!

১ম গোপ। ও বেটার জাত বড় মায়াবী! সাবধানে কাছে যাবেন, যেন হাত বাড়ায় না।

সমবেত গীত।

নন্দ— রক্ষা কর গদাধর, আমার গোপাল ধনে।

যশোদা— গোবিন্দ পদারবিন্দে রাখ যশোদা-জীবনে॥

পুরুষগণ—শিরোদেশ রাখ হরি, কণ্ঠ বৈকুণ্ঠবিহারী,

রমণীগণ—হৃদয় রাখ হে মুরারি, নারায়ণ বদনে।

যশোদা— কৃপা কর কৃপাময়, অভাগী যাচে চরণে॥

নন্দ— হৃষিকেশ রাখ কেশ, কর্ণ নেত্র পরমেশ।

রমণীগণ—ব্যাপিয়া দেহ অশেষ, বিষ্ণু ধরি সুদর্শনে।

সকলে— নিরাপদে রাখ হরি! নন্দ-গোপ-নন্দনে॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—oo—

নন্দালয়—কক্ষ।

যশোদা আসীন—সভয়ে কৃষ্ণের প্রবেশ ও যশোদার অঞ্চলমধ্যে লুক্কায়িত হওন।

যশোদা। কি হয়েছে গোপাল, কি হয়েছে? এত ভয়ে দৌড়ে এলি কেন বাপ্?

(ভগ্ন ভাণ্ডাদি লইয়া গোপিনীগণের প্রবেশ।)

১ম গোপিনী। কৈ গোপাল কোথা গেল? গোপাল কোথা গেল?

২য় গোপিনী। সেই ননীচোর কোথায় লুকাল? তাকে একবার দেখতে পেলে হয়! (ইতস্ততঃ অনুসন্ধান।)

যশোদা। গোপিনীগণ! কি হয়েছে? গোপাল তোমাদের কি করেছে?

১ম গোপিনী। গোপাল কি করেছে? এই দেখ দেখিনি মা তোর গোপালের কাণ্ড!

২য় গোপিনী। শুধু ওর নয়, এই দেখ মা আমাদেরও এই সমস্ত ভাঁড় ভেঙে তোর গোপাল ননী খেয়ে এসেছে।

৩য় গোপিনী। ওমা, এমন দুষ্ট ছেলেও ত কোথাও দেখিনি! যদি ননী খেতে তোর সাধই হয়েছিল, তবে আমাদের

কাছে চেয়ে খেলিনে কেন? ওমা! তা না করে চুরি কল্লি, ভাল তাই যেন কল্লি, আমরা ব্রজবাসিনী সকলেই জানি তোর নাম ননীচোর। তা বেশ যেন চুরি করেই খেলি, কিন্তু আমরা দুখিনী আহিরিণী, সিকে ছিঁড়ে, ভাঁড় ভেঙে আমাদের ক্ষতি ক'রে পালিয়ে এলি কেন? (কৃষ্ণকে দেখিয়া) ঐ যে গোপাল, ঐ গোপাল! দাও নন্দরাণী, তোমার গোপালকে একবার আমাদের কাছে ছেড়ে দেওত একবার দেখি।

কৃষ্ণ। মা মা! তোর পায়ে পড়ি মা; গোপিনীদের হাতে আমায় ছেড়ে দিস্‌নে।

যশোদা। গোপিনীগণ! তোমরা এত ব্যস্ত হয়োনা। গোপাল আমার তোমাদের যা কিছু ক্ষতি করেছে, গোপ-রাজকে বলে আমি তোমাদের সে সমস্তই দেব; তার জন্য তোমরা অত উতলা হয়োনা; আর আমার গোপালকেও তোমরা কিছু বলোনা, গোপাল আমার দুধের ছেলে। (কৃষ্ণের প্রতি) হাঁরে গোপাল! তুই যে গোপিনীদের রোজ রোজ ননী চুরি করিস, ভাণ্ড ভাঙিস, কেন বল দেখি বাপ? ওরা দুখিনী প্রতি-বেশিনী, ওদের কি এমন ক'রে ক্ষতি কর্ত্তে আছে বাপ্‌?

কৃষ্ণ। মা! তুই ওদের জিজ্ঞাসা করনা, তবে আর আমি ওদের ভাঁড় ভেঙে ননী চুরি ক'রে খাবনা?

(গোপিনীগণের নীরবে অবস্থান।)

যশোদা। হাঁরে গোপিনীগণ! এখন যে তোরা বড় কথা

কচ্চিসনে? এই একটু আগে সাহস ক'রে বুকে জোর বেঁধে আমার গোপালকে তেড়ে ধর্ত্তে এয়েছিলি, কত কথা ব'ল্‌ছিলি, আর এখন গোপাল যে তোদের জিজ্ঞাসা করাতে তার কোন উত্তর দিচ্চিসনে? উল্টে চোক ছল ছল কচ্চে, কারু কারু মুখ মলিন হ'য়ে গেছে, কেউ কেউ কাঁদছিস্! ওমা! এ আবার তোদের কি ভাব!

১ম গোপিনী। মাগো! গোপালের কথা শুনে আমাদের প্রাণ বড় বিকল হ'ল। তোর গোপাল যে আমাদের হৃদয়ের ধন, মনের মন, ওরে না দেখলে যে আমরা তিলার্দ্ধ থাকতে পারিনি! আমরা কেমন ক'রে ছার নবনীর তরে, গোপালকে এমন নিঠুর কথা বলবো? গোপাল রে! আমাদের ভাগ্যে যাই থাক, তুই তেমনি ক'রে নেচে নেচে রোজ রোজ আমাদের ননী চুরি করিস। তবে মা! আমরা এখন আসি।

যশোদা। চল মা, আমিও মাখনগৃহে যাব। গোপাল! বাছা, তুই ঐ উঠনে খেলা কর, এখন আর কোথাও যাস্‌নি।

[যশোদা ও গোপিনীগণের প্রস্থান।

গীত।

কৃষ্ণ। 'মাগো, সাধে কি ওদের মলিন বদন,
ঝর ঝর আহা ঝরিছে নয়ন,
কেমনে জানিবে কারণ তার।

হৃদি-ভাণ্ড ওদের কর্ম্ম-সূত্রে ঝোলে,
মন-রূপ ননী সতত উথলে,
এ সময়ে আমি সে ননী না নিলে,
নারিবে যাইতে ভবার্ণব-পার ;
ভয়ে বিষাদেতে তাই নিমগন ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—০০—

বন।

(কৃষ্ণ, বলরাম ও ব্রজবালকগণের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। দাদা, দাদা! দেখ দেখ, এই সকল গাছগুলি কেমন শান্ত ভাবে সকলের উপকার কচ্ছে।

বলরাম। কৃষ্ণ! গাছেরা কি উপকার কচ্চে ভাই?

কৃষ্ণ। ছায়াদানে তাপিত কায়া আমাদের শীতল কচ্ছে, সুগন্ধ পুষ্পে আমাদিগকে আমোদিত কচ্ছে, সুস্বাদু ফলে আমাদের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ কচ্ছে। আপনাকে দিয়ে পরের উপকার কর্ত্তে এদের মত আর কেউ পারে না।

বলরাম। ভাই! বোধ হয় এদের অনুকরণ ক'রেই সাধুরা সিদ্ধ হয়েছেন।

শ্রীদাম। কানাই কানাই! দেখ, দেখ ভাই একটী ফলওয়ালী ফল নিয়ে এদিগে আসছে।

সুবল। আমলো বানরগুলো ফলওয়ালীকে যে ব্যতিব্যস্ত কল্লে।

কৃষ্ণ। সুবল! যাও ভাই শীগ্‌গির যাও;—বানরগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে ফলওয়ালীকে এখানে নিয়ে এস।

(সুবলের প্রস্থান ও ফলওয়ালীর সহিত পুনঃ প্রবেশ।)

ফলওয়ালী। (রাম কৃষ্ণকে দেখিয়া স্বগতঃ) আমরি মরি! কি দুটী সুন্দর ছেলে! দেখে চক্ষু সার্থক হ'ল! এরা চাঁদমুখে যাদের মা ব'লে ডাকে, তাদের ধন্যি কপাল, ধন্যি পুণ্যি! আমি অতি দুঃখিনী, এই ফলগুলিই আমার জীবনের সম্বল; এরা যদি চাঁদমুখে একবার আমায় 'মা' ব'লে ডাকে, আমি এখনি এই ফলগুলি ওদের হাতে দিই।

কৃষ্ণ। মা গো! তুই কি ভাবচিস? আপনাআপনি কি বকছিস্?

ফলওয়ালী। বাবা! তোদের দুজনকে দেখে আমার মনে হচ্চে যেন আগে কোথাও দেখেছি, কিন্তু ঠাওরাতে পাচ্চিনি! আহা! তোর মধুমাখা এই 'মা' বুলিটী, আমার প্রাণ শীতল কর্‌লে। আয় বাছা, এই ফল খা, তোর মধুর মা বুলি শুনে, আমার সংসারে আর কোন ফল কামনা থাকবে না।

(ফলওয়ালীর কোলে কৃষ্ণের উত্থান ও ফল ভক্ষণ।)

গীত।

কৃষ্ণ। মাগো চিন্‌তে কি পারনি মোরে।
আমায় দেখেছিলি আগে রাম অবতারে॥
ছিল মনের বাসনা, ফল দিতে মোরে,
(মনে পড়ে কি? মনে পড়ে কি?)

(ত্রেতার কথা মনে পড়ে কি ? মনে পড়ে কি ?)
সেই নবদুর্ব্বাদল রামরূপ মনে পড়ে কি মনে পড়ে কি·
তাই পূরিল কামনা দ্বাপরে ॥
ভক্তি ভরে দিলি মুখে তুলি ফল,
হাতে হাতে মা গো ! পাবি মোক্ষফল,
চতুর্ব্বর্গ ফল আমারি সম্বল,
যে যা যাচে তাহা তখনি দিই তারে ॥

গীত।

ফলওয়ালী। তাপিত তনুয়া, শীতল হ'ল।
মনোআশা, হরি, আজি পূরিল ॥
সংসার বাসনা, বিদূরিত হ'ল ;
পরেশ, তোমারে করিয়ে কোলে ॥
(আমি পরশমণি আজি পেয়েছি রে,)
(পরশমণি আজি পেয়েছি রে,)
(গেল সংসার-বাসনা দূরে ॥)
জনমে জনমে, গোলক বিহারী, (আমি যেন)
তব মুখে যেন ফল দিতে পারি ;
অন্য কিছু ফল আর কামনা না করি,
শুধু ডেকো নরহরি মা মা ব'লে ॥

(দেখ ভুলনা দুখিনী মা ব'লে ভুলনা,)
আর কামনা অন্য কিছু করিনা॥

বলরাম। কানাই কানাই! দেখ ভাই, আমাদের এখানে দেরি হয়েছে বলে মা রোহিণী ব্যস্ত হয়ে এদিকে আসছেন।

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী। হাঁরে গোপাল! রাম! তোরা ত বড় দুরন্ত ছেলে; খেল্‌তে খেল্‌তে এতদূর এসেছিস্? আমরা খুঁজে খুঁজে যে সারা হয়ে গেলুম! ওমা একি! কৃষ্ণরে! বাপ, এ তুই কার কোলে উঠেছিস্?

কৃষ্ণ। মা গো! ইনি আমার ফলওয়ালী মা!

রোহিণী। কৃষ্ণ! বাবা, তোর এ কি বিবেচনা? যার তার কোলে মা ব'লে উঠিস?

কৃষ্ণ। মা গো! যে আমায় আদর ক'রে ডাকে, স্নেহ করে, আমি তারেই মা বলে ডাকি। মায়ার সংসারে মায়ের মায়ার মতন আর কি আছে মা? মা বলার মতন মধুর বোলও আর নাই। ফলওয়ালী মা আদর ক'রে আমায় ফল দিয়েছেন, আমিও তাই আবদার করে ওঁর কোলে উঠেছি।

রোহিণী। বাছা! আজ যে তোর জন্মদিন, এমন কোরে কি ধূলো মেখে বেড়াতে হয়? দেখ দেখি, তোর সঙ্গের ছেলে-গুলি কেমন সেজে গুজে রয়েছে। আয় বাবা, শীঘ্র আয়; যশোমতী পাগলিনীর মত তোর জন্য ফুল্কোমুখী হয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কৃষ্ণ। ফলওয়ালী মা! তবে এখন আমি আসি। তুমি রোজ রোজ আমাকে ফল দিও।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—oo—

গৃহ।

(যশোদা নবনী মন্থনে নিযুক্তা—অন্তরালে কৃষ্ণের প্রবেশ।)

গীত।

কৃষ্ণ। (আহা) আদর ক'রে, ডাকছে মোরে,
ভক্তিভরে নন্দরাণী।
(আমি ভক্তবাঞ্ছা পূরাইব।)
সাধনা সাধিব, বাসনা পূরাব,
যতনে খাইব নিবেদিত ননী॥

(অলক্ষ্যে নবনী ভক্ষণ।)

গীত।

যশোদা। একবার এস এস এস হরি।
নবনী দাও প্রসাদ করি॥
তোমার মহাপ্রসাদ হ'লে,
দিবে যে আমার মাখনলালে ;

ক্ষুধায় আকুল বড় নীলমণি,
তাই ডাকে তোমায় এ দুখিনী,
ত্বরায় এস চিন্তামণি।
আমি ভুবন পাসরি গোপালে না হেরি ॥

তাইত! এতক্ষণ ধরে মন্থন কচ্চি, একটুও ত নবনী উঠছে না! হোল কি? গোপালের ক্ষিধে পেয়েছে ব'লে তাড়াতাড়ি ননী তুলতে এলেম, এখন কি দিয়ে বাছাকে সান্ত্বনা করি? (নবনীপাত্র নিরীক্ষণ) একি! একি! অলক্ষ্যে কে নবনী গ্রহণ কচ্চে? গোপালের মত হাত দেখছি যে, দেখি দিকি! (কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া) ওমা—তাইত! মাখনচোরা যে চুরি ক'রে সব ননী খাচ্চে। হাঁরে অবোধ ছেলে! বলি একটু কি তোর দেরি সইল না? হরিকে নিবেদন ক'রে তোকে দেব ব'লে মনে কচ্চি, তা তুই কিনা আগে ভাগে খেয়ে বস্‌লি! হরি হরি! আমার গোপাল বালক, এর অপরাধ মার্জ্জনা কর!

কৃষ্ণ। মা গো! হরিকে নিবেদন ক'রে দিলে ত আর হরি খাবেন না, তুমি হরিকে ডাকছ, আমি ননী খাচ্ছি।

যশোদা। আয়, বাবা আয়, একবার কোলে আয়; অনেকক্ষণ তোরে দেখিনি; একবার চাঁদমুখে মা ব'লে ডাক। (কোলে লইবার উদ্যোগ) দাঁড়া বাবা, একটু দাঁড়া, ও ঘরে দুধ উতলে পড়ছে, গন্ধ বেরিয়েছে; আমি দুধটা নামিয়ে রেখে আসি।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। ম'র আমার দ্বৈতভাব এখনও দূর হয়নি,—তাই আমায় ছেড়ে দুধ দেখতে গমন কল্লেন। সামান্য ক্ষীর-সর-নবনী নিয়ে যদি জননী এরূপ ব্যস্ত থাকেন, তাহ'লেত মায়ের আমার সংসার-বন্ধন মোচন হবে না! আমি এখনি তার প্রতিকার কচ্চি।

[প্রস্থান।

(যশোদার পুনঃ প্রবেশ)

যশোদা। গোপাল কৈ? গোপাল কৈ? কোথা গেল? আহা! বাছা আমার আবদার ক'রে কোলে উঠছিল, আমি ছার দুধের তরে বাছাকে ছেড়ে গেছলেম, তাই বুঝি বাছা অভিমানে চলে গেল? ওকি! ও ঘরে শব্দ হচ্ছে কিসের? দেখি দেখি—

(প্রস্থান ও কৃষ্ণের হস্ত ধরিয়া পুনঃপ্রবেশ)

দুষ্টু ছেলে! তুমি নিত্যি নিত্যি এমনি ক'রে ক্ষতি করবে? কাল গোপিনীদের অপচয় ক'রেছ, ভাঁড় ভেঙে লণ্ডভণ্ড করেছ, আজ আবার ঘরেও তাই কল্লি? বড় যে চোরের মত কোনে লুকিয়েছিলি,—এখন কি হয়?—আজ তোরে অমনি ছাড়বো না, ভাল ক'রে শেখাব,—যাতে পুনরায় আর এমন কাজ না করিস। (বেত্র উত্তোলন।)

কৃষ্ণ। মা মা, তোর পায়ে পড়ি মা, আমায় মারিস নে! আর এমন কাজ কর্ব্বো না। (ক্রন্দন)

যশোদা। না মারবো না; তোরে বেঁধে রাখব; (মন্থন রজ্জুদ্বারা

বন্ধন চেষ্টা।) না, এতে হ'ল না, কিছু কম পড়ছে; বড় দড়ি আনি।

[প্রস্থান।

গীত।

কৃষ্ণ। মাগো ! তোর ভববন্ধন-মোচন তরে,
এলেম গোকুলে গোলক ছেড়ে।
(মা মা মা গো !)
মা গো ! আমি বাঁধা যে তোর স্নেহ ডোরে,
আবার কিসে বাঁধবি মোরে ॥

(যশোদার পুনঃ প্রবেশ।)

যশোদা। এইবার দেখছি, এই বড় দড়ি এনেছি; এইবার তোরে বাঁধছি। (বন্ধন চেষ্টা ও বিফলযত্ন হইয়া) তাইত, এবারেও যে কম পড়লো ! রসো রসো, আরো একটু দড়ি এনে যোগ দি, দেখি দুষ্টু ছেলে, এবার বাঁধা পড় কি না।

[প্রস্থান।

গীত।

কৃষ্ণ। অধীর হয়ে, দড়ি দিয়ে,
মিছে বাঁধিতে প্রয়াস পাও জননী।
(কেন কেন ক্রোধে,)
তমোগুণ হৃদে ধরে, বাঁধিতে মোরে কেউ পারেনি ॥
(আজ অবধি)

ছাড় তমোরজ দুটী গুণ,
(জননি ! আমার কথা রাখ মা)
শুধু হৃদে ধর সত্ত্ব গুণ ;
আমি নির্গুণ সগুণ হয়ে,
বাঁধা রব মা নন্দরাণী ॥
তব পাশে, চিরদিন তরে, বাঁধা রব মা নন্দরাণী ॥

(যশোদার পুনঃ প্রবেশ।)

যশোদা। দেখি, এবার পারি কি না ; (বন্ধনচেষ্টা ও বিফল হইয়া) একি হ'ল—একি হ'ল ! এত দড়িতে তবুও কুলোয় না কেন ? গোপাল আমার ননীর পুতলী ; এত লম্বা দড়ি আনলেম, তবুও বাঁধা যাচ্চে না কেন ? দূর হোক, আর বাঁধবো না। ওমা ! এই যে—এই যে—দড়ি যে বেশ এঁটেছে ! তবে এখন এইখানে বাঁধা থাক ; আমি দোর বন্ধ ক'রে জল আনিগে।

[যশোদার প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

যমুনা-পুলিন।

কৃষ্ণ ও গোপিনীগণ।

গীত।

গোপিনীগণ।

একবার নাচ নাচ নাচ ওরে যশোদা-দুলাল।
দিব মনের সাধে ক্ষীর নবনী,
তোর চাঁদবদনে মাখনলাল॥
একবার নেচে নেচে নেচে নেচে কাছে আয়;
তোরে দরশি' পরশি' প্রাণ জুড়ায়;
ধেয়ে আয় আয় আয় কোলে আয়
ঈষৎ বামে হেলে কোলে আয়;
তোর রাঙাপায়,
আহা দেখ দেখ দেখ তোর রাঙা পায়,
কত ভ্রমর ভ্রমরী নাচিয়ে বেড়ায়
গুণ গুণ রবে তোর গুণ গায়,
শুনে বিষয়বাসনা দূরে যায়,
দেখে শুনে বিষয়বাসনা দূরে যায়;
আজি পেয়েছি;

সাধনের ধনে আজি পেয়েছি
যতনের রতনে পেয়েছি ;
শুধু যশোদার ধন তুমি নও,
যে মনরূপ ননী দেয় তাহারি হও,
আজি ছাড়িব না তোরে নন্দলাল ॥

(কৃষ্ণের নৃত্য)

গীত।

কৃষ্ণ। দে ননী, দে ননী, বরজ-রমণী।
মনরূপ নবনী দে মোরে এখনি ॥
জীবের জীবন আমি এই সংসারে,
জনার্দ্দন রূপে ভ্রমি চরাচরে,
(তা কি জাননা, তা কি জাননা)
(তোমরা তা কি জাননা, তা কি জাননা)
নাচি' নাচি' যাচি সবারে নবনী।
মনরূপ নবনী দে মোরে এখনি ॥

(যশোদার প্রবেশ।)

যশোদা। অ্যাঁ একি! একি! নীলমণি! তুই এখানে এলি কেমন কোরে? হাঁ রে ব্রজগোপীগণ! তোদের এ কি ব্যাভার? তোরা রঙ্গ ক'রে, কাল আমাকে গোপাল দৌরাত্ম্য করেছে ব'লে বলতে গেছ্‌লি, আমি তাই ওকে ঘরে বেধে রেখে জল আনতে এসেছি ; এরি মধ্যে তোরা

খুলে দিয়ে ননী দেব বলে ভুলিয়ে এনে এখানে নাচাচ্ছিস ? ভ্যালা কল্লা মেয়ে যা হোক !

১ম গোপিনী। যশোমতি ! তোমার বুঝি চোখের ভ্রম হয়েছে, তাই এমন কথা বলছো ! আমরা তোমার গোপালকে নিয়ে নাচাব কেন ? এযে আমাদের হৃদয়ের ধন, জীবনের জীবন—কেনা কৃষ্ণ ! তাই নির্জ্জনে পেয়ে, হৃদয়ের মাঝে নাচাব ব'লে যতন কচ্চি ; এ তোমার কৃষ্ণ নয়, এ আমাদের সাধের কৃষ্ণ !

যশোদা। আচ্ছা, আমি ঘরে গিয়ে দেখি, যদি গোপালকে না পাই, তোদের জব্দ কর্ব্বো।

[যশোদার প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

মাখন-গৃহ।

(বন্ধনাবস্থায় কৃষ্ণ ; যশোদার প্রবেশ।)

যশোদা। অ্যাঁ ! এই যে আমার নীলমণি ? আহা ! বাছার কোমল করে বেঁধেছি, কতই কষ্ট পেয়েছে ! হায় ! আমি কি অভাগিনী ! সামান্য নবনীর তরে আমার নীলমণিকে বেঁধেছি ! (বন্ধন মোচন) আয় আয়, আয়রে বাপ দুখিনীর ধন, আমার কোলে আয় ; একবার চাঁদমুখে মা ব'লে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর। আহা ! আমি কত কঠোর ব্রত ক'রে তবে তোমাধনে কোলে

পেয়েছি! ষাট্ ষাট্ ষেটের বাছা! আমি অভাগিনী, তোরে অযতন করে বেঁধে রেখেছিলেম! (কোলে লইয়া) মা গো মঙ্গলচণ্ডি! মা কাত্যায়নি! আমার গোপালকে রক্ষা কর; আর যেন আমার এমন দুর্ম্মতি না হয়।

[কৃষ্ণকে লইয়া প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

যমুনা-পুলিন।

(কৃষ্ণ ও গোপিনীগণ—গোপালকে কোলে করিয়া যশোদার প্রবেশ।)

যশোদা। একি একি, তাইত! আশ্চর্য্য হলেম যে, এইত গোপাল আমার কোলে রয়েছে, তবে আবার এরা নাচাচ্চে কাকে? গোকুলে কি আমার গোপলের মত আর একটী গোপাল আছে? আমিত পূর্ব্বে এমন কথা শুনিনি, জানিনি, দেখিওনি! একি! একি কোন দেবতার মায়া! আমরি মরি! ব্রজগোপিনীরা যারে নাচাচ্চে, ঠিক যে আমার গোপালের মত। যাই যাই, একবার দুটিকে এক সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেখি।

(তথাকরণ ও কৃষ্ণদ্বয়ের এক হইয়া যাওন।)

ঐ ঐ! একি হ'ল! কৈ গোপিনি! তোদের গোপাল কোথা গেল? এ যে আমার গোপাল রয়েছে দেখছি!

১ম গোপিনী। বা, বা, এ তোমার গোপাল বৈকি? এ যে আমাদের মাখনলাল!

যশোদা। তাইত! আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্চিনি!

৩য় গোপিনী। মা গো! তোর গোপাল ত একস্থানে স্থির হয়ে থাকে না; যখন যে প্রেম ও ভক্তিভরে ডাকে তথনি তার কাছে উপস্থিত হয়। তোর গোপাল এক হয়ে নানারূপে সংসারে লীলা করে।

গীত।

যশোদা। রাখ হে মুরারি রাখ রাখ হরি।
যশোদা-জীবন, ওহে নরহরি॥
হেরি দ্বি-গোপালরূপ, ওহে বিশ্বরূপ।
ভয়ে হৃদয় ব্যাকুল পরাণে মরি॥
গোপালে লইয়ে কত পরমাদ,
ঘটে নিতি নিতি দারুণ বিষাদ;
মিনতি হে বিধি সেধনা হে বাদ,
রাখ গোপালেরে, চরণে ধরি॥

[সকলের প্রস্থান।

—————

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—oo—

বন।

(রাখালবালকগণ ও কৃষ্ণ।)

বালকগণ। গীত।

দারুণ নিদাঘে রাগে তপন তাপিত হ'ল।
অরুণ নয়ন মেলি হুতাশন বরষিল॥
দহিল নগর বন, গ্রাম আর উপবন,
বাপী কুপ তাড়াগের নীর করিল শোষণ ;
জীবের বিনা জীবন, কেমনে রহে জীবন,
পিয়াসেতে নারায়ণ কণ্ঠতালু শুকাইল॥
মায়া-মরীচিকা হেরি, মৃগ যথা ধায় হরি,
সারাবন ঢুঁড়ি ঢুঁড়ি, বেড়াইনু ঘুরি ফিরি,
কোথাও না পেয়ে বারি রাখাল নিরাশ হ'ল॥

কৃষ্ণ। ওঃ বিষম রৌদ্রেরতেজে গা পুড়ে গেল, তৃষ্ণায় প্রাণ যায় ; তাইত কোথায় জল পাব ভাই !—র'স, আমি এই গাছের উপর উঠে দেখি কোন দিকে জল আছে। (বৃক্ষে আরোহণ করিয়া) ভাই! দেখতে পেয়েচি—দেখতে

পেয়েছি ; তোমরা উত্তরদিকে একটু এগিয়ে যাও দেখি, দিব্য জল পাবে। যতপার বৎসতরিদের জলপান করাওগে, আর আপনারাও পান করগে। আমি ভাই আর চলতে পারিনে' ততক্ষণ এই গাছতলায় একটু বসি. কিন্তু দেখো ভাই ফিরে আসবার সময় আমার জন্য জল আনতে যেন ভুলোনা ; তৃষ্ণায় আমি বড়ই কাতর হয়েছি।

শ্রীদাম। ভাই কানাই! তোরে পিপাসায় কাতর দেখে আমাদের প্রাণ যে আকুল হয়ে উঠলো। না ভাই তোরে এমন অবস্থায় রেখে আমরা কখনই জল পান কর্ত্তে যাবনা, তোরে আগে জল পান না করিয়ে আমরা কেমন কোরে জল পান কর্ব্বো! আমরা যখনি যা পান করি ভাল লাগলে তোর শ্রীমুখে আগে দিই ; তুই তৃষ্ণায় কাতর হয়ে এখানে বসে থাকবি, আর আমরা কেমন ক'রে জল পান কর্ব্বো বল দেখি ভাই ? তুই যদি এতই কাতর হয়ে থাকিস্, চলে যেতে না পারিস, আয় আমার কাঁধে ওঠ, আমি কাঁধে কোরে তোকে নিয়ে যাব, কিন্তু তোরে ফেলে কখন যেতে পার্ব্বো না।

গীত

বালকগণ। নেচে নেচে কুতূহলে।
জল আনিতে চ' সকলে॥
পিয়াসে বড় কাতর কানাই,
আহা চলিতে শকতি নাই,

তোরা ক্ষণেকতরে দাঁড়া সবাই,
লই ভাই কানায়ে কাঁধে তুলে ॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নন্দালয়।

যশোদা ও রোহিণী।

যশোদা। দিদি! আমার মন কেন আজ এমন চঞ্চল হ'ল? প্রাণ কেন থেকে থেকে চমকে কেঁদে উঠছে, চারিদিক হ'তে যেন হাহাকারধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ কচ্চে; আমার মনে হচ্চে যেন কোন বহুমূল্য রতন হারিয়ে গেছে। একি! একি! আমার গা কেঁপে উঠলো কেন? তাইত! এ আবার কি? ঘন ঘন ভূকম্পন হ'তে লাগল যে! ঐ শোন! ঐ শোন! দিনদুপুরে শিবাগণ হাহারবে রোদন কচ্চে! আকাশ হ'তে ধারাপাতের ন্যায় অবিরল ও কি প'ড়ছে? ওকি পুষ্পবৃষ্টি? না না—রক্ত-বৃষ্টি! ও আবার কি? বিদ্যুৎশিখার ন্যায় জ্বলতে জ্বলতে ও কি প'ড়ছে? উল্কাপাত? অ্যাঁ—দিনের বেলায় উল্কাপাত! আজ একেবারে এত অমঙ্গল দর্শন হচ্চে কেন? দিদি! কি হবে, কি হবে? হায়! আজ বুঝি আমি আমার নীলমণিকে হারালেম! (পতন)

রোহিণী। তাইত তাইত! এত দুর্লক্ষণ পূর্ব্বেত কখন একেবারে দেখিনি? এমন কেন হ'ল? আমারও প্রাণ যে আজ কেঁদে কেঁদে উঠছে; হায়! আজ আবার আমার রামও যে গোপালের সঙ্গে যায়নি, তবে কি আমার গোপ.লের যথার্থ কোন অমঙ্গল ঘটলো! কৈ যশোমতী কোথায়? একি একি! এখানে পড়ে রয়েছে যে! আমি অন্যমনস্ক হয়ে এতক্ষণ দেখিনি! যশোমতি! ওঠ ওঠ! (যশোদাকে তুলিতে চেষ্টা)

(নন্দ ও উপানন্দের প্রবেশ।)

নন্দ। যশোমতি! যশোমতি! আমার গোপাল কোথায়? আমি গোরক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেম, পথে নানা দুর্লক্ষণ নিরীক্ষণ ক'রে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি গোপালকে এখানে দেখতে এলেম। একি একি! যশোমতী যে অচৈতন্য হয়ে ভূমে পড়ে রয়েছে, কারণ কি? (রোহিণীর প্রতি) দেবি! আমার গোপাল কোথায়? রাম কোথায়? বল বল, আমার প্রাণ বড় বিকল হয়েছে।

রোহিণী। গোপরাজ! রাম গৃহে আছে, কিন্তু—

নন্দ। কিন্তু কি? বল বল গোপাল কোথায়?

যশোদা। (উত্থিত হইয়া) কৈ গোপাল! কোথা গোপাল? দিদি! দিদি! গোপাল ব'লে কে না ডাকছিল? একি —একি! গোপরাজ! তুমি এখানে? এর মধ্যে এসেছ? কৈ? আমার গোপাল যে গোষ্ঠে গেছে, সেত এখন আসেনি! বল বল, তুমি কি গোপালকে দেখেছ?

নন্দ। যশোমতি! চারিদিকে নানা দুর্লক্ষণ দেখে প্রাণ আকুল

হয়েছিল বলে তাড়াতাড়ি গোপালকে দেখতে এয়েছি? হায়! আজ তুমি কি সর্ব্বনাশ করেছ! কেন গোপালকে গোষ্ঠে পাঠিয়ে দিয়েছ? শুন্‌চি রাম নাকি গৃহে আছে, তবে কার হাতে প্রাণ-গোপালকে সঁপে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছ?

যশোদা। গোপরাজ! নিশিশেষে আমি যে দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেম, তাতে কোন মতে আজ গোপালকে গোষ্ঠে পাঠাতেম না; কিন্তু কি কর্ব্বো, ব্রজবালকেরা এসে বিস্তর কান্নাকাটী করতে লাগল, আমি অভাগিনী তাদের কথায় ভুলে গিয়ে নীলমণিকে তাদের সঙ্গে গোচারণে পাঠিয়ে দিয়েছি। হায়! আমি স্বপ্ন দেখেছিলেম, যেন নীলমণি আমার পাপ কালীদহে ঝাঁপ দিয়েছে! আমরা সকলে অস্থির হয়ে হাহাকার ক'রে ভূমে পড়ে কাঁদছি! হায় গোপরাজ! স্বপ্নের কথা বুঝি এ হতভাগিনীর অদৃষ্ট-দোষে সত্য হ'ল, এবার বুঝি আমার নীলমণিকে জন্মের মতন হারালেম!

নন্দ। তাইত! কানাই কোন্ বনে যে গোচারণ কর্ত্তে গেল কেমন ক'রে জানবো? হায় হায়! গম্ভীরস্বভাব স্থির-বুদ্ধি হলধর তার সঙ্গে যায়নি; বুঝি বা অবসর পেয়ে খল কংসের দুষ্ট দূতগণ প্রমাদ পেড়েছে! যাই হোক, আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। সকলে মিলে বৃন্দবনের বনে বনে অন্বেষণ করিগে চল। ভাই উপানন্দ! পাছে ব্রজ-দুলালের কোন অমঙ্গল ঘটে, এই ভয়ে আমারা সাধের গোকুল পরিত্যাগ কোরে বৃন্দবনে এসে বাস কল্লেম;

কিন্তু হতবিধি বুঝি এইখানে আমার কৃষ্ণনিধিকে হরে নেয়।

উপানন্দ। মহারাজ! চিন্তিত হবেন না, আপনার গোপাল সামান্য বালক নয়;—পূতনাবধ, তৃণাবর্ত্তবধ, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন ও শকট-ভঙ্গ প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য সকল অতি-শৈশবে সম্পাদন করেছে; দেবগণ সততই গোপালকে রক্ষা করিয়াছেন। চলুন, গোপালের সেই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্নিত পদচিহ্ন লক্ষ্য ক'রে তার অনুসরণ করিগে।

নন্দ। তবে সকলে এস; যাশামতি, তুমি এস, পুরবাসিনী, দেরও সঙ্গে লও; রোহিণী দেবি! যাও, সত্বর রামকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস; হলধর গোপালের সন্ধান বলে দিতে পার্ব্বে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—oo—

কালীদহ।

ব্রজবালকগণ।

১ম বালক। হায়! কি হ'ল কি হ'ল? ভাই! কানাই কোথায় গেল? কানাই! কানাই! আমরা এই পাপ বিষজল পান ক'রে মরে গেছলেম, তুই ভাই কেন আমাদের বাঁচিয়ে আপনার প্রাণ নষ্ট কল্লি! হায়, আমরা এতনিষেধ কল্লেম,

তবুও শুন্‌লিনি, পাপ কালীয় নাগকে দমন কর্ত্তে বিষ-জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ হারালি।

২য় বালক। ভাইরে! তুই যে আমাদের আশা ভরসা, তুই যে আমাদের বুদ্ধি বল, তুই যে আমাদের মন প্রাণ, তো-বিনে যে আমরা এক মুহূর্ত্ত বাঁচতে পার্ব্বো না।

৩য় বালক। আমরা মা বাপ ভাই ভগ্নীর চেয়েও যে তোরে ভালবাসি, তোরে সঙ্গী পেলে আমরা সংসার ভুলে যাই, যতক্ষণ তোরে না দেখতে পাই, অস্থির হয়ে চারিদিকে ছুটে বেড়াই।

১ম বালক। কানাইরে! মা যশোদা আজ যে তোরে পাঠাতে চায়নি ভাই; আমরা কত কেঁদে কেটে তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁর পায়ে পড়ে তোরে নিয়ে আমোদ কর্ত্তে কর্ত্তে গোচারণে এলেম; হায়, তোরে হারিয়ে, তোরে ছেড়ে, কেমন ক'রে ঘরে ফিরে যাব? কেমন ক'রে তাঁরে মুখ দেখাব?

৩য় বালক। রাখালরাজ! আয় ভাই, আয়, আয়, আর ছল-চাতুরী করিসনি; লুকোচুরি ছেড়ে শীগ্‌গীর জল থেকে ওঠ; তোর চাঁদমুখ দেখে সকলের প্রাণ জুড়াক! তুই যদি ভাই এখনি না উঠিস, তা হলে আমরা তোর নাম স্মরণ কোরে তোর গুণ গাইতে গাইতে এই পাপ কালী-দহে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ পরিত্যাগ কর্ব্বো।

(নন্দ, যশোদা, বলরাম প্রভৃতির প্রবেশ)

যশোদা। কৈ গোপরাজ কৈ গোপরাজ! কৈ! হেথাত

আমার গোপাল নাই? অঁ্যা একি! ব্রজবালকেরা সব রোদন কচ্চে কেন?

১ম বালক। (অন্য বালকের প্রতি) কৈ ভাই, আমরা প্রাণ কানাইকেত এত ডাকলেম, তবুওত আমাদের কানাই জল থেকে উঠলো না; তবে আর আমাদের প্রাণে প্রয়োজন কি? এস আমরা এই পাপ কালীদহে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করি।

(সকলে কালীদহে ঝাঁপ দিতে উদ্যত)

যশোদা। ওকি! বালকগণ সব জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্চে যে! যাও গোপরাজ! শীগ্‌গির যাও; ওদের ধর, নিবারণ কর; কি হয়েছে জিজ্ঞাসা কর।

(নন্দ, বলরাম প্রভৃতি কর্তৃক বালকগণকে নিবারণ)

নন্দ। বৎসগণ! কি হয়েছে? কি হয়েছে? তোরা জলে ঝাঁপ দিচ্চিস কেন? তোদের সঙ্গে আমার প্রাণ-গোপাল এসেছিল সে কোথা গেল? বল বল, তারে না দেখে আমার প্রাণ ধড় বিকল হয়েছে।

শ্রীদাম। বলাইরে! ভাই, আজ আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে। ভাই কানাই আমাদের সকলের প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়ে, দুরন্ত কালীয় নাগকে দমন করবার জন্য পাপ কালীদহে ঝাঁপ দিয়েছে।

যশোদা। হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল? (মূর্চ্ছা)

(মূর্চ্ছাভঙ্গে গীত।)

নিদারুণ কথা শুনে হৃদয় বিদার হ'ল।
অভাগিনী অবশেষে নীলমণি হারাইল॥

কুস্বপন দরশনে, স্থির করেছিনু মনে,
কৃষ্ণে পাঠাবনা বনে, সে কথা কোথা রহিল ॥
কৃষ্ণ প্রাণের আধার, সে বিনে সব আঁধার,
সবাকার শবাকার, হাহাকার শুনি রোল ;
থেকনা আর বিষজলে, আয়রে ত্বরা মায়ের কোলে,
চাঁদমুখে মা মা বলে তাপিত প্রাণ কর শীতল ॥

গীত

বলরাম। সখা সর সর সর, ব্রজরাজে ধর ধর
চিতে ধৈরয ধর গোপ-গোপিনী !
গোপালের তরে মাগো কেঁদোনা কেঁদোনা,
শোকের সাগরে আর ডুবোনা ডুবোনা
প্রাণ পরিহার আর কোরোনা কোরোনা
ক্ষণতরে দাঁড়াও মা নন্দরাণী ;
আমি গভীর শিঙ্গার সনে, রাখি চরাচরে সচেতনে,
একবার ডেকে দেখি তোর কৃষ্ণধনে—
(শৃঙ্গধ্বনি ও নাগশিরে কৃষ্ণের আবির্ভাব।)
হের নাগশিরে দোলে নীলমণি ॥

নাগপত্নীদ্বয়ের উত্থান ও গীত।

নবীন-মেঘ-সন্নিভং সুনীল-কোমলচ্ছবিং
সুহাস-রঞ্জিতাধরং নমামি কৃষ্ণসুন্দরং ॥

যশোদা-নন্দ-নন্দনং, সুরেন্দ্র-পাদ-বন্দনং
সুবর্ণ-রত্ন-মণ্ডনং নমামি কৃষ্ণসুন্দরং,
ভবাব্ধি-কর্ণ-ধারকং, ভবার্ত্তি-নাশ-কারকং,
মুমুক্ষু-মুক্তি-দায়কং নমামি কৃষ্ণসুন্দরং ॥

গীত।

ব্রজবালকগণ। এস এসরে কানাই।
সবে মিলে হেসে হেসে নেচে নেচে ঘরে যাই ॥
ঐ দেখ সব গরুগুলি তোমার পানে চেয়ে,
বাজাও বেণু, চলুক ধেনু, ঘরের দিকে ধেয়ে ;
ডুবলো রবি, রাঙা ছবি, বেলা ত আর নাই ॥
চাঁদের আলো, হাসলো ভাল, পূরব গগন,
কালশশি হেরে খুসী, হ'ল মোদের মন ;
একবার দাঁড়াও হেরি নয়ন ভরি,
কানাই বলাই দুটি ভাই।
শাদায় কালো মিশবে ভাল, হেরে প্রাণ জুড়াই ॥

যবনিকা পতন।

হরি-অন্বেষণ।

[পৌরাণিক নাট্যগীতি]

রয়েল বেঙ্গল থিয়াটারে অভিনীত

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
২নং হরিমোহন বসুর লেন, নূতন কলিকাতা যন্ত্রে
শ্রীবিহারীলাল দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০১।

[মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

উপহার।

পরম কল্যাণীয়

শ্রীযুক্ত কুমার কার্ত্তিকচরণ রায়।

কল্যাণবর!

আপনার বংশ পরম্পরায়কে পরমভাগবত ও সঙ্গীতানুরাগী জানিয়া **হরি-অন্বেষণ** নামক ভক্তিরসাত্মক এই নাট্য-গীতিখানি আপনার কর-কমলে অর্পণ করিলাম। প্রার্থনা, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণের প্রীতি উপহার সাদরে গ্রহণ করেন।

১৩০১ সাল
১৫ই শ্রাবণ।

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীবিহারীলাল দেবশর্ম্মা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

শ্রীকৃষ্ণ।

নারদ।

শাণ্ডিল্য	...	জনৈক ঋষি।
কাল্‌কা	...	ঐ ব্যাধ।
শমীক	...	ঐ ঋষিপুত্র।
গুরুমহাশয়	...	পাঠশালার শিক্ষক।
রামা, সদা, মাধা, নিধে	...	ঐ ছাত্রগণ।
মস্তারাম	...	জনৈক বাবাজী।
শের আলি খাঁ	...	ঐ পাঠান।
বিল্বমঙ্গল	...	ঐ বনবাসী।
জয়পুরাধিপতি	...	জয়পুরের মহারাজ।
মন্ত্রী	...	ঐ মন্ত্রী।

ব্যাধগণ, বৃদ্ধ ঋষি, পুরোহিত, কাঁকনি বেদিনীর পুত্রগণ, রাখালগণ, দ্বারবানগণ, ভৃত্যগণ, রক্ষিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

রাধিকা।

কাঁকনি বেদিনী	...	কাল্‌কা ব্যাধের পত্নী।
সুমতি	...	ঋষিপত্নী বা শমীকের মাতা।

বেদিনীগণ, মায়া, অপ্সরাগণ, বৃদ্ধা ব্রজবাসিনী, বৃদ্ধা ব্রজবাসিনীর পুত্রবধূ, ব্রজবালাগণ, গোপিনীগণ ইত্যাদি।

হরি-অন্বেষণ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নিষাদ-পল্লী।

(তীর কান্‌টা লইয়া চতুর্দ্দিক হইতে ব্যাধগণের গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

গীত।

আব্রুটে সব আখেট্ খেলে,
রোপটে বেড়াই বাদাড় পানে ;
ছাঁটার জোরে বাগাই বাগা,
বাঁশীর শরে বন্ হরিণে॥
তীর কান্‌টায় মারি হাতী,
খোঁচায় ভঁইস বরা'গাঁথি।
(ধ'রি) সাত্‌নলায় পাখ্ গহন বনে॥

[ব্যাধগণের গাইতে গাইতে ও নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান।

(মস্তকে পুঁটলি ও কক্ষে ঝুলি লইয়া বেদিনীগণের গাইতে গাইতে প্রবেশ)

গীত।

সকলে। ওলো আয়্ লো আয়,
হেঁসে চ'লে কাঁকনি বেদিনি।
রসের ব্যাসাদ শিকুস্ যদি,
সুখ পা'বি ধনি॥

প্র-বে। মুই মুচ্ কে হেসে মাত্ করি,
দ্বি-বে। মুই আঁখের ঠারে দেল্ হরি,
তৃ-বে। খপ্ ক'রে ফিক্ আরাম করি,
দিয়ে বুকে হাত বুলুনি॥

প্র-বে। মোগার রায়ে সারে বা,
দ্বি-বে। মুই ঘুর্ য়ে দিই ঘুর্ ঘুরে ঘা,
তৃ-বে। মারি রগ্ ঘেঁসে সব চোশি পোকা
লাগি'য়ে চাপুনি।

প্র-বে। মুই হুড়কোরে ঝট্ ঢিট্ করি,
দ্বি-বে। মুই বার্ টান্ রোগ সা'ত্তে পারি,
তৃ-বে। মুই দুয়োরে দেই সুয়ো ক'রে,
লাগি'য়ে মন্ সা রসের ছিটুনি॥

(কাঁকুনি বেদিনীর প্রবেশ।)

কাঁ-বে। না বহিন্, হামি যাবার লারব্যাক্; মরদ্‌ডা বড়ি খোপিস্! তেনারে না বোলে গ্যালেক্ মোগারে মারব্যাক্।

প্র-বে। আচ্ছা তুই থাক্। তোর নিকর্ম্ম মরদ্ ঘরে বোস্থা গিল্‌বেক্, কুথাক্যে যাবেক্-নি, আঁর বোস্থা বোস্থা তোদের চল্‌ব্যাক্ ক্যামনে? চল্‌লো—চল্! হামরা চাল্ লুন্ ত্যালের জোগাড় করকে আসি।

[কাঁকুনি বেদিনী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(কাঁকুনি বেদিনীর পুত্রগণের প্রবেশ ও কাঁকুনির আঁচল ধরিয়া গীত।)

পু-গণ। মাগো খেবিয়ে দেনা,
নুন্-টাক্ নায়্ কেলের ভিজেন্ ভাত্ ক'টা।

কাঁ-বে। (র'সনা) শিজ্‌ছে চুলোয়
ডাগর তোলোয় ক'টা মেটো চাল্ মোটা॥

পু-গণ। ভুকোয় শুকোয় আঁত্‌ড়ি মোগার,
নেংচে পোড়্‌চে ল্যাং গোটা।

কাঁ-বে। ঝট্ ক'র্য্যা বাপ্‌ঝোড়্ ঝুড়্যা আন্,
তাজা শালের পাত্ কাটা,

পু-গণ। জিব্যে রস্ লেইকো মোট্যা,
মুখের কসে মাগো ফেকো বা'টে।
লাকের গাড়ায় আগুন ছো'টে,
দিশে হারা চোক্ দুটা॥

কাঁ-বে। বেনিয়েছি আজ্ নাটি শাগে জাটি ব্যাং,
পগার শোলের ঝোল।
কেয়োর ছাঁয়ের চচ্চড়ি,
দুই গির্গিট্যার অম্বল,
তোরা সাপ্টে সুপ্টে সাঁট্বি সবে,
করুস্ কেণে গোণ্ডগোল।
(ওই) এস্চে মরদ নেহাল হুতু,
হাতে ওয়ার কি ওটা॥

(একটা বৃহৎ সর্প-হস্তে কাল্কা ব্যাধের প্রবেশ)

কা-ব্যাধ। লে লে মাকৃড়ি! তোহার হাঁড়ার মদ্দি এই মুণ্ডু ছেঁড়া ডাঁড়া সাপটা গুঁজড়্যা ধর্। ঝুরোর গাদায় লৌ মিস্যা মজাদার চিজ্ বোন্ব্যাক্।

কাঁ-বে। হামার মাথা বোনব্যাক্! চুলা মুয়া! ওলাউটি! তুই গ্যাছলি কুথাক্কে বোল্? ছাবাল্ গুলা—আঁতের জলনিতে ঝে ছট্ ফট্টাইবের্ লাগ্ছে! মাগ্রেঁড়ো! কেবল্ বাকুল্কে বুস্যা বুস্যা কুড়্যাপাথ্যর লুস্-ব্যাক, আর রংয়ের চিপ্টানিতে হামার হাড়িড

জালাইব্যাক্। পুড়োঁ গতর নাড়ে বাদাড়কে যাবেক্‌নি। বলি, বুস্যা বুস্যা চল্‌ব্যাক্ ক্যাম্‌নেরে পারা ?

কা-ব্যাধ। মেইরি ব'ল্‌ছি কাঁক্‌নি! তোগারে হামি বড্ডি ভালবাসি! তুই চখের আব্‌ডাল্ হ'লে পরাণডা হিকৎ ফিকৎ কুর্‌যা, তেই হামি তোহারে ফ্যালা'যে বাদাড়্‌কে যাইনে। তু হামায় বিষ লয়ানে দেখুস্—খালি খালি বোকুস্! যেখোন্ গোসা কোরয়া তু হামার্ পর্ ঝাঁকরাণি ঝাড়ুস্ তোহার্ বড্ডি লাজ্জত্ বাড়ে! চেহারা দেখ্‌বের্ বেস্ লাগে! তেই হামি তোহারে রাগায়ে দেই।

কাঁ-বে। নিব্বুংশ্যা! হামি তোগার যুগ্যি লই বটি? তেঁই ঠাট্টা করবের্ লাগ্‌চুস্? র—র! এখুনি ছ্যাঁচান্ দিচ্চি! (কাল্‌কাকে মারিতে অগ্রসর)

কা-ব্যাধ। হারে—র—র—র—র! থাম্ থাম্! হুই, ও বাগ্‌কে সা'জে গু'জে কারা এস্‌চে দ্যাখ্! থুড়ি মাক্কাল! কাঁক্‌নি! তু ঝদি সাজুস্, তোগার্ কাছে বন্‌বিবি ঝকুমার্‌ব্যাক্।

কাঁ-বে। হাঁ, তু হামায়্ জে হালে রাখ্‌চুস্ হামি সাজ্‌বোক্ বইকিরে বিদ্‌খুট্যা! (সরোদনে) কুট্যার হাতে প'ড়্যা প্যাটের ভাতে আজির্, হামি সাজবেক্ কিস্‌কে হে পারা?

কা-ব্যাধ। হামি কাল্ বেহাণে শিকার খেল্‌তে যাবো, তোহার লেগে রং বেরংয়ের পাখ্ মেরে আন্‌বোক্।

এখন চল্ চল্! তেনারা—ইথান্‌কে এস্‌চে! আগ্-
বাড়ায়্যা খাতির্ ক'র্য়া লিয়াস্‌বি চল্!

[সকলের প্রস্থান।

(কাল্‌কা ব্যাধ ও কাঁকুনি বেদিনীর সহিত মাদোল্ বাজাইয়া
ব্যাধগণ ও বেদিনীগণের প্রবেশ।)

গীত।

হো হো হো ফুর্‌তি ক'র্য়া,
ফি'র্য়া ঘু'র্য়া করনা ভামা ডোল্
গুড়্ গুড়্ গুড়্ দড়াম্ দড়াম্,
বাজানা মাদোল্॥
টেবো গালি উচ কপালি,
ধে'য়ে আয়্ লো খেঁদি শালি।
ঠ্যাং তুল্যা লাচ্ খুদি বিদি,
করিস্ ল্যাকো গোণ্ডগোল্।
(গুড়্ গুড়্ গুড়্ দড়াম্ দড়াম্
বাজানা মাদোল্)
ঠসক্ ঠমক্ কু'র্য়া থাকি,
চিতিয়ে পড়না পুড়ার মুখি।
পাবি রং বেরংয়ের ভাল পাখি,
ঝট্ পালখ্ ছিঁড়্যা খোঁপায় তোল্॥
(আরে ঝট্ ক'রে লে, আরে ঝট্ ক'রে লে!)
গুড়্ গুড়্ গুড়্ দড়াম্ দড়াম্ বাজনা মাদোল্॥

[নৃত্য গীত করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আশ্রম প্রদেশ।

(দূরে বটবৃক্ষ মূলে ধ্যানস্থ শাণ্ডিল্য ঋষি উপবিষ্ট।)

কাল্‌কা। (স্বগতঃ) উ-হু-হু-হু ! জান্ হায়রান হ'য়্যা গ্যাচ্ছ্যা। জান্ হায়রান্ হ'য়্যা গ্যাচ্ছ্যা ! সূয্যি মামারি তাপের চোটে পরাণ ছট্‌ফটায়্যা গ্যাছে। পিয়াসে টাক্‌রায় জিব্যেটা লাগি গ্যাছে, ঠোঁট্ দুটায় ধুলা বাট্‌চ্যেক্, ভোর্ দিন্ বাদাড়্ রপ্‌টালাম, একডাও শীকার মিল্‌লেক্‌নি, এখন কি কু'র্য্যা বাকুল্‌কা মাক্‌ড়ির সেমনে মু দেখাই ! মুই বড়াই ধু'র্য্যা বল্‌ছ্যালাম, ঝে তেনারে হর্-কিছামের পাখের পালখে সাজাইবোক্। তা কুই ? একৃডাও পাখ্‌তো মিল্‌লেক্ নি ! (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) হুই, বড় গাছের মগ্‌ডালে এক্‌ডা ময়ূর রইছেক্ নি ! সাতনলাড়া বাগায়ে তল্‌কে গ্যায়ে ওডারে ধর্‌বের পারি কি না ছ্যাখি ! তাঁ হোলেও জান্‌বোক্ যাবার বেরে খাবার মাচ মিল্‌ক্কেক্ ; নইলে কাঁকনি শালী মোগায় আর এস্তো রেখ্‌বেক্ নি। কাল্‌টি কালিপারা মাথাডা কড়্‌মড়িয়্যা চিবায়্যা মারি দিব্যাক্। ঝাই, আর গহরি কর্‌বোক্ নি।

(একাগ্রচিত্তে পক্ষীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শনৈঃ শনৈঃ গমন ও এক পার্শ্ব হইতে একটী ব্যাঘ্র ও অপরপার্শ্ব হইতে একটী অজাগর-সর্প ব্যাধকে লক্ষ্য করিয়া প্রবেশ ও কাল্‌কা ব্যাধকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর ; কালকা ব্যাধ ভয়ে পদ স্খলিত হইয়া শাণ্ডিল্য ঋষির গাত্রে পতন ও পুনরুত্থান।)

শা-ঋষি। (সক্রোধে) রে রে! অস্পর্শীয় চণ্ডাল! তুই পদস্পর্শে আমার ধ্যান ভঙ্গ ক'রেও ভ্রূক্ষেপ ক'চ্চিস্ না? আজ্ আমার কোপানল্ হ'তে তোর আর কোন ক্রমেই নিস্তার নাই! একি! তাই তো! তবুও যে পাপাত্মা নিশ্চিন্ত চিত্তে দণ্ডায়মান্ র'ইলো? (সর্প ও ব্যাঘ্রের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া) অহো অহো! একি ভয়ানক্ বিভীষিকা! একপার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড শার্দ্দুল্ করাল্ বদন ব্যাদান ক'রে দুরাত্মাকে লক্ষ্য ক'চ্চে! অপর পার্শ্বে একটি সুদীর্ঘ অজগর লেলিহমান্ জিহ্বা লক্ লক্ ক'রে মূর্খকে আক্রমণের উদ্যোগ্ ক'চ্চে, তথাপি এ কিছুতে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে অটল্ ভাবে—এক দৃষ্টে আপন্ লক্ষ্য দ্রব্য দর্শন ক'চ্চে। কি আশ্চর্য্য! এই ক্রূর-কর্ম্মা নিষ্ঠুর ব্যাধ তমোগুণাবলম্বী হ'য়েও চিত্ত-সংযমে অতীতেন্দ্রিয় যতিদিগকেও পরাজিত ক'রেছে। চিত্ত সংযমই মহাযোগ্। অব্যবস্থচিত্ত যোগিগণ কোটিকল্প কাল তপস্যা ক'রে যা না ক'রতে পারে, নিবিষ্টচিত্ত সংযমী পুরুষ তা অনায়াসে অল্পকালে সাধন ক'ত্তে ক্ষমবান হয়। নিষাদ! তোর একাগ্রচিত্ততা আজ আমায় মহান্

শিক্ষা প্রদান ক'ল্লে। আজ্ জানলেম্ যে, তোর্ মত মনকে স্থির না ক'র্ত্তে পা'ল্লে ভগবান শ্রীহরির দর্শন পাওয়া যায় না। হরি! দীনবন্ধু! দয়াময়! তোমার অপরিসীম দয়ার ইয়ত্তা ক'র্ত্তে কে পারে! তুমি বিহগ-কুলের কণ্ঠে মধুর হরিনাম দি'য়ে—সংসারকে মাতাও, কিন্তু অবোধ বিহঙ্গম সে হরিনামের মর্ম্ম বুঝ্তে পারে না। এই নির্ব্বোধ্ কিরাতও সেইরূপ অনবগত হ'য়েও আজ্ সাধুজনোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত। সু-উচ্চ গগন-বিহারি শকুনিরও স্থির লক্ষ্য। কিন্তু পূতিগন্ধযুক্ত মাংসরাশিতে তাহার লক্ষ্য পরিচালিত ব'লে, লোকে তারে আদর করে না। ক্ষুদ্র চাতকের নবজলধরের প্রতি স্থিরদৃষ্টি দেখে, লোকে তাহারি অনুকরণ ক'রে থাকে। যাই হ'ক্, যখন, এই কিরাত আমায় মনোযোগ শিক্ষা দিলে, তখন আমিও একে জ্ঞান-যোগ প্রদান ক'রবো। (শার্দ্দূল ও সর্পের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) দূরম্ অপসর বৃক গচ্ছ গচ্ছ মহান্ অহিন্।

[ব্যাঘ্র ও সর্পের প্রস্থান।

শাণ্ডিল্য। (কাল্কা ব্যাধকে স্পর্শ করিয়া) রে—রে—পাষণ্ড নিষাদ! তোর্ এতদূর স্পর্দ্ধা! আশ্রমবাসীকে পীড়া দিতে প্রবৃত্ত হ'স্? অশুচি দেহে ধ্যান-নিরত ব্রাহ্মণকে পদ প্রহার করিস্? তুই কি জানিস্না—যে ব্রহ্ম-কোপানলে ষাট হাজার সগর-সন্তান ভস্মীভূত হ'য়েছে?—ছাপান্নকোটী যদুবংশ ধ্বংশ হ'য়েছে?

কা-ব্যাধ। অ্যাঁ! বাস! কি কুর্‌চিরে! কি কুর্‌চি! এইবের্‌ গেলাম! মলাম্‌! আর বাঁচ্‌বোক্‌নি! নিগ্‌ঘাৎ নিব্বংশ হ'লাম। না জেনে গোখুরা সাপের ল্যাজ মাড়াইছি। ওঃ—ওঃ—বিষ্যার জ্বালায় জ্বোল্যা মলাম্‌! ঠাকুর! ক্ষ্যামা দাও ক্ষ্যামা দাও! মোগারে বেঁচিয়ে কেনা লফর কু'র্‌্যা রাখ। (শাণ্ডিল্য ঋষির পদে পতন)।

শা-ঋষি। নরাধম! আশ্রমবাসীদের প্রতি অত্যাচার ক'র্ত্তে তোরে কে প্রবৃত্তি দিয়েছিল?

কা-ব্যাধ। আর কে দিবেক্‌ গুসৃঁই! যম্‌রা—যম্‌রা! মগারে নিকেশ্‌ ক'র্‌বের্‌ ল্যা'গে এই মৎলব্‌ দ্যা'ছে। দই গুসৃঁই! মুই তোহার লফর আছি, মোয় একেবারে খাক্‌ কুরুস্‌নি! হেই তোহার গোড় পাখ্‌ড়ালাম, আর ছাড়্‌বোক্‌নি! তু মোয় মারি ফ্যাল্‌ স্যাও কবুল্‌! গুসৃঁই! তু ঋদি না গুষা ক'রুস মুই ঠিক কথা বুলি।

শা-ঋষি। হতভাগ্য! কি ব'ল্‌বি বল্‌!

কা-ব্যাধ। গুসৃঁই! মোগার এইহাল হুই হুর্‌জাল্‌ মাগিনের পাল্লায় পুড়্যা হইছ্যাক্‌, কাল আন্তিরা স্যা সাজবের ল্যাগে বড্ডি কাঁদা কাটি কর্‌ছ্যালো! তেনারে পাখের পাল্যোকে সাজাইবোক্‌ বুল্যা ভর্‌ক্যা পাক্‌ মারবার বারাইছ্যালাম। বারা'লে হোবিক কি! গোয়াডার বরাততোকেউ ঘুচাইবের লারবোক্‌; সাতে কু'র্‌্যা বরাৎ হামাগরে যম্‌রার্‌ মুয়ে লিয়ে ফ্যাল্‌লেক্‌।

শা-ঋষি। (স্বগতঃ) মায়িক জীব নিঃসঙ্গ হ'য়েও আসঙ্গ-লিপ্সার বশবর্ত্তী হেতু নিয়ত এ প্রকার প্রমাদে পতিত হ'য়ে

জীবনকে শঙ্কটে নিপাতিত করে। (প্রকাশ্যে) মূর্খ, তুই তোর স্ত্রীকে সন্তুষ্ট ক'র্ত্তে গিয়ে এখুনি যে আপনার প্রাণ হারিয়েছিলি! এই ময়ূরের প্রতি তোর এমনি মনঃসংযোগ হ'য়েছিল যে একদিক হ'তে একটা ভয়ানক ব্যাঘ্র ও অপর দিক হ'তে একটা অজগর সর্প তোকে বিনাশ করবার উদ্যোগ ক'চ্ছিল তা তুই লক্ষ্য করিস্‌নি। ভাগ্যক্রমে যাই তুই আমার ক্রোড়ে পোড়ে গেছলি, তাই আমার ধ্যান ভঙ্গ হওয়ায় তোর প্রাণ রক্ষা হ'ল। ওই দ্যাখ্‌, নির্ব্বোধ! যদিও আমি তাদের নিবারণ ক'রে দূরে তাড়ি'য়ে দিয়ে'ছি, তবুও তারা লালসা হেতু এখনো তোর প্রতি লক্ষ্য ক'চ্চে।

কা-ব্যাধ। ইস্‌! উর‍্যাব্বাস্‌! মুশুই! এ যে কেঁদো বাঘ! অ্যাকৃই থাবায় মোগায় নিকেস্‌ কুরতোক্‌! আর হুই সাপ্‌ডার ঝ্যো গতন্ন! এক নিশ্বাসে একডা হাতী গিলবের পারেক্‌। তু ঠাকুর তো মোগার পারণডা বড্ডি বেঁ'চিয়ে দিছুস! পরলাম্‌ শুঁস্থই, পরলাম্‌। তোগার গোড়ে কোট্‌ কোট্‌ পরলাম্‌। আজ হোত্যা হামি তোগার ক্যানা লফর হল্যাম। আর তোগার নগ্‌ ছাড়্‌বোকনি। বোল্‌ বোল্‌! অ্যাখন্‌ তোগার কি কাম্‌ কুর্‌ত্যা হব্যাক্‌?

শা--ঋষি। বাপুরে! তুই তোর স্ত্রীপুত্রের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত, কেমন ক'রে আমার কাজ ক'র্ব্বি বল্‌?

কা-ব্যাধ। কিস্যার ডিমের ইস্তিরি? কিস্যার ডিমের ছাবাল্‌?

তেনাগার লাগি হামিতো পরাণডা হারাইছ্যালাম! মুল্যা মোগার হোদিস্ ক্যা নিতোক্ বল্? রাতদিন বাঘের মুয়্যা সাপের মুয়্যায়্ ফ্যারে রোদে রোপ্‌টে খোরাকের্‌নি জোগাড় কুর্য়্যা দ্যাই তেই তেনারা মোগার কদর্ কুর্য়্যাক্। ঋদি বাকুল্‌ক্যা অ্যাক্‌টুকু বুসি অমনি বিষঝাড়ি দ্যায়, গুজুনির চটে বার হবার পথ পাইনেক্। গুস্যুঁই। তু মোগার্ পরাণ দ্যাছুস্! হামি তোগার স্যাবা লিবেক্। বোল্ কি কুর্‌ত্যা হব্যাক্?

শা-ঋষি। বৎস! তুই যদি একান্তই আমার কাজ ক'র্ত্তে স্বীকার পা'চ্ছিস্! আমি বুড় মানুষ ঋষি-তপস্বী, আমার এমন্ কি কাজ আছে? তবে (ছল-ছল-নয়নে) আমার একটী মাত্র ছেলে তাকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালবাসি, আহা, সে আমার সকল গুণের আধার, আমার ইহকাল-পরকালের সম্বল,—দরিদ্রের নিধি—অন্ধের যষ্টি,-নয়নের মণি। আহা! তার এমনি রূপ যে, যে তারে একবার দেখে সে অম্‌নি সকল ভুলে, সকল ছে'ড়ে তার অনুগত—তার বশীভূত হ'য়ে পড়ে; কিন্তু, তার একটী বড় দোষ, ভারী চঞ্চল; এক জায়গায় কখনও স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পারে না। বাছা আমার এম্‌নি মায়াবী—এম্‌নি তার দয়ার শরীর—যে একমনে কেঁদে কেঁদে তাকে ডাকে, সে অম্‌নি তার কাছে ছুটে যায়, গিয়ে তার চক্ষের জল মুছি'য়ে দিয়ে তাকে সান্ত্বনা করে; এমন কি! তার

পাঠশালে যেতে বড় ভয় হ'ত, যাবার সময় রোজ কান্নাকাটী ক'র্‌তো,—আমায় দাঁড়া'তে ব'ল্‌ত। আমি এ'কে সান্ত্বনা কর্‌'বার জন্য স্তোক্ দিয়ে তখন ব'লেছিলেম্, ভয় কি বাপ্! বনে যে তোর মধুস্থদন দাদা আছেন;—তুই উচ্চৈঃস্বরে একমনে কেঁ'দে কেঁ'দে তাঁরে ডাকিস্, তিনি তোকে দাঁড়াবেন। বোধ হয়, শমীক আমার সেই অবধি রোজ রোজ তাই করে। হয় তো, কোন সাধু এর কান্না শুনে দয়া ক'রে এ'সে দাঁড়ান। এই বালক তাঁকেই মধুস্থদন দাদা ব'লে ঠাউরেছে। কাল যদি সেই সাধুটী শমীকের আবদার শু'নে একে দই দি'তে স্বীকার করেন, তা হ'লেই রক্ষা! নইলে শমীকের আমার বড় দুঃখ হ'বে! হে ভগবান! দুখিনীর প্রতি দয়া ক'রে তুমি এই বর দাও—কাল আমার শমীক যেন তার মধুস্থদন দাদার দেখা পায়।

(শমীকের পার্শ্বে সুমতির শয়ন ও নিদ্রা।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পাঠশালা।

(বেত্র হস্তে গুরু মহাশয়ের প্রবেশ।)

গুরু-ম। কোথা রে, রামা! নিধে! সদা! মাধা! ব্রাহ্মণ ভোজনের সামগ্রী সব এসেছে তো?

(রামা, সদা, মাধা ও নিধে প্রভৃতি ছাত্রগণের প্রবেশ।)

রামা। হ্যাঁ, গুরুমশাই, সব এসেছে, কেবল এখনও দই এ'সে পৌঁছয়নি। দই এ'লেই আপনি ব্রাহ্মণদের বসি'য়ে দিতে পার্‌তেন।

গুরু-ম। তাই-তো-রে! বেলা যে ঢের হ'য়েছে। ব্রাহ্মণেরা ব্যস্ত হ'য়েছেন, আর বিলম্ব করা ভাল দেখায় না। (সদার প্রতি) দইয়ের ভার কে নিয়েছিল রে?

সদা। আজ্ঞে, গুরুমশাই, আপনি যে শমীকের উপর দই দে'বার ভার দিয়েছেন!

গুরু-ম। অ্যাঁ! শমীকের উপর আমি দইয়ের ভার দিয়েছিলেম? কি সর্ব্বনাশ! সে যে, দীন-দুঃখী! তার মা যে, ভিক্ষা ক'রে এনে তারে খাওয়ায়! হায়, হায়, হায়! আমি অনবধানতায় অপাত্রে গুরুভার দি'য়ে বড় কুকর্ম্ম করি'ছি, আজ দেখ্‌চি ক্ষুধিত ব্রাহ্মণদের কোপানলে আমায় দগ্ধ হ'তে হবে। দেখ্‌—দেখ্‌! শমীক কোথা, দেখ্‌! তাকে শীঘ্র ডাক্‌।

মাধা! গুরুমশাই! শমীক তো এখনও এখানে আসে-নি! বোধ হয়, তার দুঃখিনী মা দই দিতে পার্‌বেনা ব'লে তারে এখানে আস্‌তে দেয় নাই।

গুরু-ম। তবেই গেছি! পিতৃ-শ্রাদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি আমারও শ্রাদ্ধ হয় রে! কেন ম'র্‌তে আমি শিশুর কথায় বিশ্বাস করেছিলাম, এখন এই মধ্যাহ্নে সমাগত ব্রাহ্মণদের কি বোলেই বা অপেক্ষা করাই? গোপপল্লী বহুদূর, তাতে এমন সময় কি আর দই পাওয়া যাবে?

আজ আমার সকল দিকেই বিভ্রাট দেখ্‌চি। আজ নিশ্চয় আমার ব্রহ্ম-শাপে মৃত্যু হ'বে।

মাধা। গুরুমশাই! ভয় নাই, আপনি ভাবিত হ'বেন না; ওই, শমীক দইয়ের ভাঁড় হাতে এই দিকে আস্‌চে। বোধ হয়, কোন গতিকে দইয়ের জোগাড় ক'রে থাক্‌বে।

(ছোট দইয়ের ভাঁড় হস্তে শমীকের প্রবেশ)

গুরু-ম। হ্যাঁ, যথার্থ; ওর মুখখানি হাসি হাসি দেখে আমার তাই বোধ হ'চ্চে। (শমীকের নিকট অগ্রসর হইয়া) হ্যাঁরে শমীক! ব্যাপার খানা কি বল দেখি? বেলা প্রায় আড়াই প্রহর হ'ল, ব্রাহ্মণেরা সব অস্থির হ'য়ে পড়েছেন, এখনও তোর দই আস্‌ছে না কেন?

শমীক। আজ্ঞে গুর্-মশাই এই যে এনেছি!

গুরু-ম। কি দুর্ব্বৃত্ত অনাবিষ্ট বালক! আমার সর্ব্বনাশ ক'রে আবার পরিহাস ক'র্‌ছিস? (বেত্রাঘাৎ।)

শমীক। (সরোদনে) গুর্-মশাই! অকারণ বেত্রাঘাতে কেন আমায় ক্লেশ দিচ্চেন! আমি আপনার সহিত পরিহাস ক'চ্চি না। আমার মধুসূদন দাদা, আমি ছেলে মানুষ ব'লে, এই ছোট দইয়ের ভাঁড় দিয়েছেন, আর ব'লে-ছেন তোমার গুর্-মশাইকে এই দই দিয়ে বোলো যে, ফুরু'লেই আবার পাবে।

গুরু-ম। (স্বগতঃ) দূর্ তোর্ মধুসূদন দাদা! অবোধ বালক দইয়ের জন্য মার কাছে খুব কেঁদেছিল, ওর্ মা দুঃখিনী,

দই কোথায় পাবে! মে'গে পে'তে কা'রও কাছে এই ভাঁড়টী চেয়ে এনে এরে ওই কথা ব'লে ভুলিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। তা, এর অপরাধ কি? আমারই মূর্খতা,—আমি জে'নে শু'নে এই শিশুর উপর কেন এমন গুরু ভার দিয়েছিলেম? হায়। এখন কি হবে! কি করি? ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রিত হ'য়ে মধ্যাহ্নে এ হতভাগ্যের গৃহে আগমন ক'রেছেন, কি ব'লে এখন তাঁদের নিরস্ত করি? কোন্ মুখে তাদের বা বিমুখ করি? হা ভগবান! এ ঘোর বিপদ হ'তে কেমন ক'রে পরিত্রাণ পাব!

শমীক। গুর্-মশাই! আপনি ভাবছেন্ কেন? চিন্তার কোন কারণ নাই, মধুসূদন দাদার কথা কখনই মিথ্যা হবার নয়। তাঁর প্রসাদে কিছুরই অভাব থাকে না! ভাল, একবার দই খরচ ক'রে দেখুনই না! তিনি এখনই আবার দেবেন।

রামা। গুর্-মশাই! শমীক অতি শান্ত-শিষ্ট;—স্বভাবও বড় ভাল; খেল্‌তে খেল্‌তে কখনও মিথ্যা কথা কয়না; আপনি কোন সন্দেহ না ক'রে স্বচ্ছন্দে ব্রাহ্মণ ভোজনের উদ্যোগ ক'রে দিন। শমীক-প্রদত্ত দই অন্ততঃ একজন ব্রাহ্মণের পাতে দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখুন, যদি নিতান্তই আর দই না আসে, তবে আঁব, কাঁঠাল, কলা ও মিষ্টান্ন যথেষ্ট আহরিত আছে, তাই দিয়েই ব্রাহ্মণদের পরিতুষ্ট ক'রবেন।

গুরু-ম। বেস্ কথা ব'লেছে রাম! তবে তোমরা সকলে ব্রাহ্মণ ভোজন করা'বে চল। এস, শমীক, তুমিও দই নিয়ে এস। দেখ্‌বো,—ফুরুলে তোমার মধুসূদন দাদা কেমন আবার দই দ্যান্।

শমীক। আজ্ঞে আপনারা ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের ভোজনং করা'তে যান, আমি ততক্ষণ আমার মধুসূদন দাদাকে ডে'কে দই আন্‌তে বলি।

গুরু-ম। আচ্ছা বৎস! এ বেস্ কথা! তুমি তাই কর। আয়-রে! তোরা আমার সঙ্গে আয়।

[শমীক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(দাঁড়াইয়া দুই হস্ত যোড় করিয়া শমীকের গীত।)

কোথা, দাদা মধুসূদন।
দধি ল'য়ে এস হে এখন॥
গুরুভার দিয়ে, গুরু মোর মাথে,
প'ড়েছেন ঘোর পরমাদে ;
দাদা, তরাও ত্বরা ধরি পদে ;—
এ'সে করাও ব্রাহ্মণ ভোজন॥
গুরু রাগে মোরে দিচ্ছেন্ গালি,
(হেসে) সাথিরাও দেয় করতালি ;
(আমার) ভরসা তোমার চরণ্ খালি—
এসে কর লজ্জা নিবারণ॥

(শ্রীকৃষ্ণের গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

কোলে আয়, আয়, আয়, ওরে যাদুমণি।
আমি চু'মি তোর চাঁদ-বদন-খানি॥
ছি, ছি, গুরু অতি-নির্দয়-হৃদয়,
মে'রেছে তোর কোমল গায় ;
বড় ব্যথা বেজে'ছে আমায়—
আকুল হ'ল মহাপ্রাণী॥

(দ্রুতপদে রামার প্রবেশ)

রামা। শমীক! শমীক! আয়, আয়, ভাই, দৌড়ে দেখ্‌বি আয়,—কি মজা হ'য়েছে! তোর সেই ছোট ভাঁড়টির দইয়ে সমস্ত ব্রাহ্মণ ভোজনের কুলান হ'ল, তবুও তোর ভাঁড়টি যেমনকে তেম্‌নি দইয়ে পূর্ণ র'য়েছে। গুরুমশাই, ব্রাহ্মণেরা, সকলেই দেখে আশ্চর্য্য হ'য়েছে! তাঁরা তোর কাছে—তোর মধুসূদন দাদাকে দেখ্‌বেন ব'লে সকলে ছুটে আস্‌চেন।

শমীক। এই যে, ভাই, আমার মধুসূদন দাদা!

রামা। কই, ভাই, কই? আমিতো দেখ্‌তে পা'চ্চি নি?

(গুরুমহাশয়, সদা, মাধা ও নিধে প্রভৃতি ছাত্রগণের প্রবেশ।)

গুরু-ম। শমীক রে! শমীক রে! আমি তোরে অকারণে লাঞ্ছনা ক'রে বড় কুকর্ম্ম করিছি! বাপ্‌! তুই এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কোন অপরাধ নিস্‌নি! আহা!

অনেক বেলা হ'য়েছে—এখনও কিছু খাস্‌নি,—আয়, বাপ্, আয়! ব্রাহ্মণদের প্রসাদ ভোজন ক'র্‌বি, আয়! তোরই যথার্থ মধুসূদন দাদা! আমায় কিন্তু একবার তাঁর সঙ্গে দ্যাখা ক'রিয়ে দিতে হবে।

শমীক। গুর্-মশাই! এই যে আমার মধুসূদন দাদা দাঁড়িয়ে হাস্‌ছেন্!

গুরু-ম। কই, বাপ, কই? কই তোর মধুসূদন দাদা? একবার আমায় দ্যাখা! নই'লে আমি এখনই প্রাণত্যাগ ক'র্‌বো—তোকে গুরুহত্যার পাতকী হ'তে হবে।

শমীক। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) দাদা! দাদা! তুমি আমায় দ্যাখা দিচ্চ, আমার গুর্-মশাইকে একবার দ্যাখা দাও! এই বালকদের একবার দ্যাখা দাও!

শ্রীকৃষ্ণ। বৎস রে! ওদের মনোযোগও নাই, জ্ঞানও নাই, কেমন ক'রে আমার দর্শন পা'বে? তবে তোর মতন্ সাধু-সংযোগে ওদের আশু সদ্গতি হবে।

শমীক। না, দাদা! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি একবার এঁদের দ্যাখা দাও। তা নইলে গুর্-মশাই প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌বেন্। আমায় গুরুহত্যা, ব্রহ্মহত্যার পাতক ল'তে হবে। তা হ'লে যে আমিও আর তোমার দ্যাখা পা'ব না।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাই! তবে তোমার গুরুকে বল যে, তোমায় স্পর্শ ক'রে বালকদের সনে একবার হরিনাম করুক্।

শমীক। গুরুদেব! আসুন! আমরা সকলে মিলে হাত ধরাধরি ক'রে আমার মধুসূদন দাদাকে ডাকি।

(শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া সকলের গীত।)

(গীত)

বদন ভোরে হরি বলনা।
রবেনা রবেনা রবিজ-যাতনা ॥
তমো মোহ দূরে যা'বে—
পাপ তাপ নাহি র'বে ;
শান্তি সমুদিত হ'বে—
ঘুচি'বে ভব ভাবনা ॥
(র'বেনা র'বেনা রবিজ-যাতনা)

(কাল্‌কা ব্যাধের গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

গীত।

(আমি) এবার চিনেছি তোমারে নারায়ণ।
তুমি বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদন ॥
বালকের সাথে খেলিছ হেথা—
ঘরে কাঁদিছে তব বৃদ্ধ পিতা ;
রাগ পরিহ'র খাও মোর মাথা,
সাথে সাথে এ'স মদনমোহন ॥

[কাল্‌কা ব্যাধ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কাল্‌কা। (স্বগতঃ) অ্যাঁ! পালালে? পালালে? ধরা দিলে না? আচ্ছা, কতদূর যা'বে! আমি এই সঙ্গ নিলাম।

[কাল্‌কা ব্যাধের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

হরিদ্বার—গোমুখী-নির্ঝরিণী, নিম্নে নির্ম্মল-তোয়া জাহ্নবী।

(বীণাস্বরে হরিগুণ গাইতে গাইতে নারদের প্রবেশ।)

(গীত)

নিখিল ভুবন মাঝে,　কে জানে মহিমা তব।
বেদান্তে না পায় অন্ত,　দর্শনে দর্শনাভাব ॥
মীমাংসায় নাহি মীমাংসা, পুরাণে নানা-দুর্দ্দশা ;
দিশে হারা তান্ত্রিকেরা,　ভব ঘুরে হয় ভব ॥

(পশ্চাদ্ভাগে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ! নারদ! তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী, সমদর্শী, পরমহংস হ'য়ে আজ আমায় এমন কথা কেন ব'ল্লে?

নারদ। প্রভো! তুমি যে, বাক্যমনের অগোচর, ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও কোনক্রমেই প্রত্যক্ষ হও না। হৃষীকেশ! এ কথা যে, আজ তুমিই আমায় ব'ল্‌তে শিখিয়ে দি'লে, তাই ব'ল্লেম্।

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মেঽনিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

শ্রীকৃষ্ণ। দেবর্ষে! তোমার কথায় আমার কৌতুহল বৃদ্ধি হ'চ্ছে! হৃষীকেশ ব'লে সম্বোধন করবার কারণ কি?

নারদ। প্রভো! হৃষীক শব্দে ইন্দ্রিয়, তাহার ঈশকেই হৃষীকেশ বলে। আপনি ইন্দ্রিয়ের অধিপতি; দাসের বাগেন্দ্রিয়কে যা ব'ল্‌তে নিযুক্ত ক'রেছেন, তাই ব'লেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাল, ভাল! তোমার কথায় আমি বড় প্রীত হ'লেম এখন কোথায় গমন ক'র্‌ছো?

নারদ। ভগবন্! প্রকৃতি—পুরুষের যুগল মূর্ত্তি দর্শন আশায় যদৃচ্ছাক্রমে কাম্যবন দিয়া গমন করায় বল্মীকাবৃত এক বৃদ্ধ ঋষি আমার আগমন জান্‌তে পেরে, আমায় অনুনয় ক'রে আপনারে এই বোল্‌তে ব'ল্লেন্, যে, আর কত-কাল তিনি ক্রিয়া-ভূমে কারাযন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌বেন? পরে একটা খাজা গোঁয়ার গাঁজাখোর্ জোরে ডে'কে আমায় ব'ল্লে, "এ-বে-নারদোয়া! তু তুরন্ত যাকে হরিয়াকো বোল্, য্যাসে উও হরদম্ হামারা সামনা খাড়া রহে, আউর সব তরে হামারা বাত মানে।" প্রভো! আমি ঐ উভয় সাধুর আবেদন আপনাকে নিবেদন ক'রতে প্রতিশ্রুত হ'য়ে বৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করি; তথায় আপনাকে না দেখ্‌তে পে'য়ে অন্বেষণ ক'রতে ক'রতে ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ! তুমি পরম ভাগবৎ! আমি সর্ব্বত্র বিদ্যমান জেনেও কেন সাধারণ লোকের মত আমায় অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছিলে? একমনে এক স্থানে ব'সে ডাক্‌লেই তো আমি উপস্থিত হই!

নারদ। প্রভো! ক্রিয়া-যোগ, মনো-যোগ, জ্ঞানো-যোগ ও ধ্যান-

যোগের যোগাযোগ ব্যতিরেকে ও সুযোগ সহজে ঘটে না।

শ্রীকৃষ্ণ। দেবর্ষে! একমাত্র মনোযোগ সাধনাতেই সকল সিদ্ধ হয়। নিষাদ কাল্‌কা এক মনোযোগ-প্রভাবে আমায় অস্থির ক'রেছে; আমি তার জন্য বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ ক'রে নানা-বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছি; কিন্তু, এখনও তার সাধন-কাল পূর্ণ হয় নাই ব'লে, তার মানস পূর্ণ ক'রতে পার'ছি না!

নারদ। আহা, ধন্য সে ব্যাধ! লীলাময়! যার জন্য আপনি বৈকুণ্ঠ ছেড়ে ব্যস্ত হ'য়ে বেড়াচ্ছেন!

শ্রীকৃষ্ণ। দেবর্ষে! তোমার সেই সাধুদ্বয়কে বলগে যে, আমি একটী স্থালীর মধ্যে একটী হস্তী প্রবিষ্ট করাবার প্রয়াস পা'চ্ছি, সেই জন্য এখন আমি বড় ব্যস্ত, সে কার্য্য সমাধা হলেই তাদের মনোভিলাষ পূর্ণ হ'বে।

নারদ। ছলনাময়! সেই দাসদ্বয়কে এ প্রকার বিড়ম্বিত ক'র্‌বার কারণ কি?

শ্রীকৃষ্ণ। না, নারদ! তাদের বিড়ম্বিত কর'ছি না, আমার প্রতি তাদের কতদূর অটল বিশ্বাস তাঁরই পরীক্ষা ক'রছি। দেবর্ষে! তুমি বেশ জান্‌বে, যে, বিশ্বাসই ধর্ম্মরূপ কল্প-পাদপের মূল, প্রেম তার অঙ্কুর, ভক্তি তার শাখা এবং মুক্তি তার ফল। ঐ ত্থাখ, ঐ ত্থাখ, নারদ! দূরে ঐ কাল্‌কা ব্যাধ নিবিষ্ট-চিত্তে আমায় ডাক্‌তে ডাক্‌তে এখানে আস্‌ছে। আর আমি নিশ্চিন্তে অবস্থান করতে পাচ্ছি না।

[শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান।

নারদ। (স্বগতঃ) ভক্তবৎসল! নিষাদ আপনাকে বড় ফাঁপরে ফেলে'ছে বটে? আচ্ছা দেখছি, ওর কতদূর মনোযোগ।

[নারদের প্রস্থান।

(কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নারদের পুনঃ প্রবেশ।)

কাল্‌কা ব্যাধের গাইতে গাইতে প্রবেশ।

গীত।

গিরি'পরে ছিলে গিরিধারী।
লুকাইলে কোথা হে॥
এ'স এ'স হরি শ্রীচরণে ধরি,
কাতরে ডাকে পিতা তোমারে॥

কোথা নারায়ণ, শ্রীমধুসূদন, কৃষ্ণ বিষ্ণু হরে হরে।
কোথা নারায়ণ—আমি তোমার পিতার
কেনা নফর, কোথা নারায়ণ
তোমায় ধ'রবো ব'লে এ'সেছি হে
রাধিকারমণ মদনমোহন,
মুরারি দাও দেখা আমারে।

শ্রীকৃষ্ণবেশী নারদ। বৎস কাল্‌কা! তোমার স্থির চিত্ত, অটুট্‌ বিশ্বাস ও প্রগাঢ়-ভক্তিতে আমি সন্তুষ্ট হোয়েছি। চল, বৎস। আর আমি তোমায় ক্লেশ দিব না চল,—পিতা শাণ্ডিল্যের আশ্রমে যাই।

সকল অভাব সকল দুঃখ ঘুচি'য়ে দ্যায়। সে এই সব করে ব'লে, দিন-রাত আমার কাছে—আমার হ'য়ে থাকে না ব'লে, আমি তাকে রোজ ব'কতেম। তাই সে রাগ ক'রে চ'লে গেছে, আমায় আর দ্যাখা দেয় না। শুনেছি যেখানে সেখানে বেড়ায়, আর যে আদর ক'রে ডাকে তার কাছে দুদণ্ড বসে, যে ভালবে'সে যখন যা খে'তে দেয় তাই খায়, আর রাতদিন্ টো-টো ক'রে ঘু'রে বেড়ায়। এখন একবারও আমার কাছে আসে না। আমি তার জন্যে কেঁ'দে কেঁ'দে সারা হ'লেম। তুই বাবা! যদি তারে এ'নেদিস্ তা হ'লে আমার প্রাণ বাঁ'চাস্! আমি তোকে চিরকাল আশী-র্ব্বাদ করি।

কাল্কা। গুঁসুঁই! তোহার বড্ডি অল্যায়! এমন দয়াল্ এমন গুণের ছাবালকে তু বোকুস্ ক্যানেহে পারা? হামি তেনাকে পা'লে ভুলায়ে ভালায়ে রাতদিন্ হিয়ার মদ্দি লুকায়ে রাখি, একবের্‌ও কুথাও বে'রোবের দেইনি, গুসুঁই! তোগার ছেলিয়ার নামডি কি—বুল্ দ্যাখি পারা? আর তেনার চেহারাডাই বা ক্যামোন? তু বুলে দেলেই হামি তেনাকে ধ'রবের্ যাই।

শা-ঋষি। বাপ্‌রে! তুই জেতে নিষাদ, উঞ্ছ বৃত্তিতে জীবন ধারণ করিস্ বটে, কিন্তু তোর কথা শুনে আমার প্রাণ জু'ড়াল। বোধ হয়! তুই আমার ছেলেটিকে এ'নে দিতে পার্‌বি! এই কমণ্ডলুর্ জল মাথায় দে, তোর ময়লা কাপড় ছে'ড়ে ফে'লে দি'য়ে এই নূতন

ডোর কোপিন্ বহির্ব্বাস প'র্। এই তুলসীর মালা ছড়াটি গলায় দে। (কাল্কার তথা করণ) এখন আয় আমি তোরে তিলক হরি-মন্দির প'রিয়ে দি'য়ে প্রকৃত বৈষ্ণব সা'জিয়ে দি। (শাণ্ডিল্য ঋষি কর্ত্তৃক কাল্কার তিলক পরিধান ও বৈষ্ণব বেশে সজ্জিত হওন) আহা! তোকে দিব্য বৈষ্ণবের মত দেখা'চ্চে! দ্যাখ্! এখন তোকে একটি শ্লোক শিখি'য়ে দেবো, সেই শ্লোকটিতে আমার ছেলের নাম রূপ আকৃতি সকলি জান্তে পা'র্বি। কিন্তু, সাবধান! আমার সে ছেলেটী বড় দুষ্ট্ আবার বহুরূপী! দেখিস্! তো'কে যেন ঠকায় না! চঞ্চল ছেলে লোককে বড় সহজে ধরা দেয় না। একমনে কেঁদে কেঁদে ডাক্লে তবে দেখা দেয়, দেখা দিয়েও শীঘ্র নাম বলে না, আর তার নামেরও ঠিক নাই। ছেলেটি দেখ্তে বড় কাল ব'লে আমি বাছার কৃষ্ণ নাম রেখেছি, কেউ কেউ তাকে নারায়ণ হরি মধুসূদন প্রভৃতি যা'র যে নাম ইচ্ছা সে তাই ব'লে ডেকে থাকে। কিন্তু যে যা ব'লে ডাকে, তা'কে তাতেই সাড়া দেয়, এই গুণটুকু আছে, আমি তোকে তার আকৃতিটা ব'লে দি, সে বহুরূপী, যেরূপ এ'সে দেখা দিগ্-না কেন, আকৃতিতো আর লুকু'তে পারবে না! তুই একটু মন দিয়ে দেখ্'লেই চিনে নিতে পার্বি, আর ওই শ্লোকটিতে, তার যে ক'টা নাম ব'লে দেব তার একটা নাম ধ'রে খানিক এক মনে ডা'ক্লেই তা'কে দেখ্তে পাবি।

কাল্‌কা। দ্যান্ ঠাকুর দ্যান্! হামায় ঝট্ কুর‌্যা শ্লোকডা শিখ্‌'য়ে দ্যান্। হামি একেবেরে বার্ হোয়্যা দেল্‌ভোরে তেনার নাম ধ'রে খুব কাঁদি, কাঁদে ডাক্‌বের্ লাগি। পা'ইছি কি তেনারে এ'নে তোমার পাশে হাজির কুর‌্যা দিবক্।

শা-ঋষি। (স্বগত) ধন্য কিরাত! তুই ধন্য! তোর একাগ্র-চিত্ত, দৃঢ়তা, বিশ্বাস ও ভক্তি দেখে আজ আমার তোর প্রতি ঈর্ষা হ'চ্চে, তুইই আমার প্রাণের প্রাণ হরিকে এনে দিতে সক্ষম হ'বি। (প্রকাশ্যে) বৎস রে! তবে একমনে শ্লোকটি শোন্ আর শিখে ফে'ল্।

কাল্‌কা। বুলেন্ গুসুঁই বুলেন্! হামি কাণ পা'তে রাখ্‌ছি, মনও ঠিক্ কুর্‌ছি।

আগ্রহের সহিত কাল্‌কা ব্যাধের যোগাসনে উপবেশন।
ক্ষণেক পরে শাণ্ডিল্য ঋষি কাল্‌কার কর্ণে
নিম্নস্বরে হরিনাম বলেন।)

শা-ঋষি। বাপু! আমি এই তোরে আমার ছেলের নাম ও আকৃতির আভাস ব'ল্লেম, যদি খুঁজে ধ'র্‌তে পা'রিস্ আমায় এ'নে দিয়ে প্রাণ বাঁচা; যা শুন্‌লি মনে থাক্‌বে তো?

কাল্‌কা। হি! খুব মনে থাক্‌ব্যাক্! একবের ঝালাইয়া লেই শুনে লাও!

শা-ঋষি। আচ্ছা বল!

কাল্‌কা ব্যাধের গীত।

কোথা নারায়ণ মধুসূদন কৃষ্ণ বিষ্ণু হরে হরে।
রাধিকারমণ মদন-মোহন
মুরারি দাও দেখা আমারে ॥
নব জলধর, শ্যামল সুন্দর, রাতুল চরণে রতন নুপুর।
রুনু ঝুনু মরি বাজয়ে মধুর,
গুঞ্জরি ভ্রমরা ফিরত রে ॥
কিবা ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম মোহন মূরতি,
গুঞ্জ বেড়া ধড়া কষা পিত ধটি,
মূরলীধরা করপদ্ম দুটী, স্ফুরদ অধরে বাজত রে ॥
উরসে কৌস্তভ, গলে বনমালা,
মকর কুণ্ডল কাণেতে উজলা।
নাশায় নলক, বিষদ তিলক,
ময়ূর মুকুট শিরশে রে—
এস এস ত্বরা, ভক্ত মনোহরা,
কাতরে কাঙ্গাল, ডাকে তোমারে ॥

শা-ঋষি। উত্তম বৎস উত্তম! একবার নামের মাহাত্ম্য দেখ্‌লে? তুমি অবিকল বাক্‌সুদ্ধতার সহিত বর্ণন ক'রেছ, আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হ'য়েছি, এক্ষণে গমন কর।

কাল্‌কা। আজ্ঞা, প্রণাম।

কাল্‌কা ব্যাধের গীত।

কোথা নারায়ণ মধুসূদন, কৃষ্ণ বিষ্ণু হরে হরে।
রাধিকারমণ মদনমোহন,
মুরারি দাও দ্যাখা আমারে ॥

[গাইতে গাইতে কাল্‌কা ব্যাধের একদিকে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নিবিড় বন।

(মায়ার প্রবেশ।)

মায়া। (স্বগত) আমি মায়া! ছায়া রূপে প্রকৃতির দূতী,
বিচ’রি জগতে নিতি পে’তে নানা ছলা।
ব্রহ্ম কমণ্ডলে কভু, বিষ্ণুর চক্রেতে;
বাসবের ভীমবজ্রে, পিণাকী ত্রিশূলে,
শসক্ত সে শক্তিধর, আমার প্রসাদে।
বরুণের দৃঢ় পাশে, কাল কাল দণ্ডে,
অসিরূপে খেলি সদা ভবানীর হাতে।
পবন নিশ্বাস মম, অগ্নি মোর তেজ,
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, আমি শব্দ ময়ী।
প্রপঞ্চ জগৎ ল’য়ে, করি সদা ক্রীড়া,
চরাচরে মরামরে, কে না ডরে মোরে।

কাঁদাই নিঃসঙ্গ জীবে ফেলি দেহ ফাঁদে,
ঘুরাই ব্রহ্মাণ্ডে তা'রে দারাসুত মোহে।
সাজা'য়ে দম্পতি যুগে, বসন ভূষণে,
বাসর ঘরেতে পে'তে ফুলের আসর,—
করাই বিবিধ ছাঁদে নিধুবন কেলি।
ধীরে ধীরে উঠাইয়া সুখ-গিরি চূড়ে
পুন দোঁহে নিমগন ক'রি চির তরে
অগাধ অতল স্পর্শ বিষাদ সলিলে।
চাঁদ পারা নব শিশু, দি'য়া বধূকোলে
চুমা'ই নাচা'ই নিত্য মনের উল্লাসে
বহা'ই আনন্দ স্রোত গৃহস্থের হৃদে,
কাড়ি ল'য়ে ক্ষণ পরে ক্রীড়ার পুতলি
কালের করাল গ্রাসে ফে'লি সকৌতুকে
রোদনের উতরোলে ফাটা'ই গগন।
হাসি-কান্না-শোক-দুঃখ-আহ্লাদ-আমোদ,
ক্রীড়ার সমষ্টি মোর, মিছার সংসারে।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ গর্ব্ব ও মমতা ;
অনুগত অনুচর মম ছয় জনা,
তাদের কৌশলে জীবে পাড়ি পরমাদে।
ধরাতলে কোন্দল্ বাধা'য়ে প্রাণি পুঞ্জে,
দূরে ব'সে হে'সে হে'সে করি নানা কেলি।
অবহে'লি মোরে আজ নিকৃষ্ট নিষাদ,
আকৃষ্ট করিলা মন শ্রীকৃষ্ণের পদে ?
পরিহরি দেশ কুল, গৃহ, দারাসুত,

বিবেকের বলে চলে গহন কাননে?
অবিদ্যা সত্তাতে মূঢ় আরাধ্যা রাধারে,
নটবর শ্যাম সনে চাহে মিলাইতে?
যাগ যজ্ঞ তপ জপ না সাধি'য়া যদি,
দুর্লভ অমিয় ল'ভে অধম চণ্ডাল,
বেদের মর্য্যাদা আর না রহিবে ভবে।
ভুলাইয়া পাপ ব্যাধে ফিরাইব ঘরে,
কভু না হইতে দিব ভকত বৈষ্ণব!
এই যে কাল্‌কা এই দিগেই আস্‌চে! তাইতো! তবে কি হবে? (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) হাঁ সেই ভাল! এইবার পাপিষ্ঠেরে আমার প্রভাব দেখাই! ওর দারা পুত্রগণের সহিত এই বিজন অরণ্যে একবার দেখা ক'রিয়ে দিই।

[মায়ার প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সুবর্ণ-পক্ষ-যুক্ত মণিমাণিক্য-খচিত চিত্রগ্রীব নানা বিহঙ্গমের সহিত অপূর্ব্ব মায়া কাননের আবির্ভাব।

(কাল্‌কার নিবিষ্ট চিত্তে স্বর-সংযোগে ভগবান হরিকে ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ)

গীত।

কোথা নারায়ণ মধুসূদন কৃষ্ণ বিষ্ণু হরে হরে॥
রাধিকারমণ মদনমোহন
মুরারি দাও দ্যাখা আমারে॥

এস এস ত্বরা ভক্ত মনোহর,
কাতরে কাঙ্গাল ডাকে তোমারে।
না এ'সে দয়াল মেটা'ব জঞ্জাল,
বহিবনা ছার জীবন ভারে ॥

(মায়া কাল্‌কা-পত্নী কাঁকৃনি বেদিনীর গাইতে গাইতে প্রবেশ)

গীত।

ক্যাণে মোগায় ফ্যা'লে গুণের মরদ্‌
আস্‌চুস্‌ হেই দূড়্‌ বাদাড়্যা।
বাকুল আঁধার তোর পাকে ভাই,
লয়নে মোর লো ঝুর্‌্যা ॥
দানা পানি না পা'য়ে ছাবাল্‌,
কুর্‌ছ্যাক্‌ কাঁদি আল্‌ মাটি চাল।
তু ঝক্কুর্‌্যা ফি'র্‌্যা তাগার সামাল্‌
লইলে সবে যাব্যাক্‌ মুর্‌্যা ॥
মনামুন্‌ করুস্‌ল্যা ভারি,
তোগায় বোক্‌বোনি ফ্যার গোড়্‌ পাকাড়ি ॥
মুই লগে লগে বহুৎ ঢুঁড়্যা,
(ঝদ্দি) লাগ্‌ পায়ে ছোঁড়্‌ ছাড়্‌বেক্‌লির্‌্যা ॥

মা-কাঁ। (কালকাকে ধরিতে অগ্রসর ও পশ্চাৎ অপসারিত

হইয়া) হুপ্—বাপ্প! মলাম! মলাম! মরদ্‌ডার শরী-
ল্‌ডা আগুণ! আগুণ! কার বাপ্পে ঘ্যাস্ দিবার
পারে? হারে উ লিধ্যা! হু বাঁট্‌লা!

কাঁ-পুত্রগণ। (নেপথ্যে) হু! ক্যানেহে পারা! ডাক্‌চুস্ ক্যান্?

মা-কাঁকনি। ধা'য়ে আয়! ধা'য়ে আয়! তোগাদের বাপ্পারে
ধ'রচি মরদ্‌ডারে হ্যাকেবারে জাদু বানাইছ্যাক্! ঝট্
গিধড়ের শিংডা লিয়াসুষ্-রে বাপ্পা! দেখি মরদ্‌ডারে
সার্‌বের পারিক্ কিনা!

(একটী গিরড়ের সিং হস্তে মায়া কাকনির পুত্রগণের প্রবেশ)

বাঁটলা। (কাল্‌কা ব্যধকে দেখিয়া কাঁকনির প্রতি) মা! তু
ভাব্‌চুস্ কিস্‌কে হে পারা? বাপ্পা মোগাদের নেয়াল্
কুরবের হিথাকে আস্‌ছ্যাক। হুই দ্যাক্‌চুস্ লি? ক্যামন
ঝক্ মুকিয়া বাদাড়! হর্‌কিছমের রঙিল্ পাক্ গুলা
হুই গাছগুলা ছাঁকি রইছ্যাক্। উয়াদের শরীলের
জুলাসে বাদাড়্‌ডা একেবারে আলায় আলায় কুরকুঠ্‌ঠি
হইছ্যাক্! হেক্‌ডা পাক্ পালে মোগাদের ভুক্কু ঘুচ্-
ব্যাক্। হেই বাপ্পা! তোর পায়ে পড়ি! তু একডা
পাখ্ ধোর্! হামি বেচ্যা তোগার হাল্ ফে'রায়ে দেই।

(মায়া কাঁকনি ও তৎপুত্রগণ কাল্‌কা ব্যাধকে ধরিতে অগ্রসর ও অসহ্য
বিষ্ণুতেজে পরাভূত হওন।)

পট-পরিবর্ত্তন।

অগ্নি-শ্বাপদ-সঙ্কুল ভীষণ বন।

মা-কাঁ। মলাম্ মলাম্! বাদাড়্যা আগুন লাগ্‌ছেক্! বাপুইরে!

পে'লিয়ে আয়! পে'লিয়ে আয়! হুই একডা দাতালো বরা বারাইছ্যাক্!

[কাল্‌কা ব্যাধ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কাল্‌কা ব্যাধের গীত।

ওহে নারায়ণ মধুসূদন কৃষ্ণ বিষ্ণু হরে হরে।
বহুরূপ হরি অপরূপ ধরি,
ভয় কেন দেখাও আমারে ;
আমি চিনেছি চিনেছি লাগাল পেয়েছি,
পা'লা'বে আর কোথাকারে ॥

[কাল্‌কা ব্যাধের দ্রুত প্রস্থান।
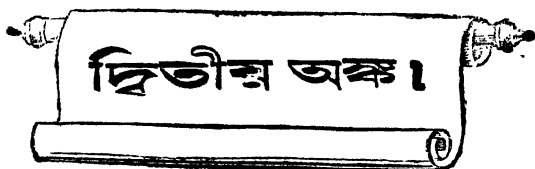
প্রথম দৃশ্য।

প্রান্তরস্থ কুটীর।

(শমীক ও তাহার মাতা সুমতি আসীন।)

শমীক। মা! মা! কাল্ গুরুমহাশয়ের বাপের শ্রাদ্ধ, পাঠশালের সকল ছেলে মি'লে ব্রাহ্মণভোজনের এক একটা ভার নি'য়েছে। আমিও দইয়ের ভার নি'য়েছি। কি হবে? কাল্ যে সকালেই গুরমশাইকে দই দিতে হবে!

সুমতি। বাপরে! আমি যে অতি দুখিনী! পাঁচ দোর থে'কে মে'গে পে'তে এনে, তোরে খাওয়াই! আমাদের আর কে আছে বাবা! যে তোর গুরমশায়ের বামুন ভোজনের দই দেবে?

শমীক। (সুমতির অঞ্চল ধরিয়া) তা হবে না, মা! তোকে দই দিতেই হ'বে! তুই যেখানে পা'স্—যার কাছ থেকে পা'স, এ'নে রাখ্, আমি কাল সকালে নে যাব। গুরুমশাই আমার ওপর ওই ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন।

সুমতি। পাগল ছেলে! আমাদের কে আছে যে তোর এ আবদার রা'খবে বল!

শমীক। কেন! মধুসূদন দাদা! আগে বন দিয়ে পাঠশালে যেতে ভয় হোত ব'লে তোর কাছে কেঁদে বলায়, তুই যে আমাকে মধুসূদন দাদাকে ডাকৃতে শিখিয়ে দিয়ে'ছিস্! যথনই আমার ভয় হয়.তথনই কেঁ'দে কেঁ'দে তাঁকে ডাকি। মধুসূদন দাদা বনে রোজ এসে আমায় সান্ত্বনা করেন, গায়ে হাত বুলি'য়ে দে'ন, চোক মুছি'য়ে দেন, আবার পাঠশাল পর্য্যন্ত এ'গিয়ে দেন। মাগো! মধুসূদন দাদা বড়—বড় মানুষ! তাঁর গায়ে অনেক গহণা আছে,—দেখ্‌তে অতি সুন্দর! আমায়, কিন্তু, বড় ভাল বাসেন! তাঁকে কেন বলিস্‌না মা, তিনি আমার এ আবদার রাখ্‌বেন!

সুমতি। বাছা! আমি মেয়ে মানষ, তোর মধূসূদন দাদা বনে থাকেন, দূর বনে কেমন ক'রে যা'ব বল্ দেখি? তোর সঙ্গে যদি তাঁর দেখা হ'য়ে থাকে, তুই আপ্‌নিই তাঁকে ব'লিস্! তাঁর দয়া হ'লে, তোর আর দইয়ের ভাবনা থাকৃবে না।

শমীক। হ্যাঁ, মা,—সেই ভাল! আমিই তবে মধুসূদন দাদাকে ব'ল্‌ব!

সুমতি। হ্যাঁ বাছা তাই ভাল! এখন রাত হোয়েছে ঘুমোও।

(শমীকের শয়ন ও সুমতির ঘুম পাড়ান।)

সুমতি! (স্বগতঃ) অবোধ বালকের অনাসৃষ্টি আবদার! আর গুরু মশাই আমাদের অবস্থা জেনে শুনে এই শিশুর উপর ব্রাহ্মণ ভোজনের দইয়ের ভার দেন, এও আশ্চর্য্য! শমীকের আমার বনপথ দিয়ে একলা

(কাল্‌কা ব্যাধের গীত)

আমার হরির মূরতি ধ'রি কে তুমি হে, মায়াধারি,
(কেন) ছলিতে এ'সেছ অভাগারে ?
ছলিতে ছলিতে
(তুমি ব্রজের নটবর ন'ও, তুমি রাখাল রাজা ন'ও)
আমি চি'নেছি চি'নেছি তোমারে হে—
তুমি দেব-ঋষি দয়াময় ॥

[শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ও প্রস্থান।

[নারদের সলজ্জায় প্রস্থান।

কোথা, নারায়ণ, শ্রীমধু-সূদন, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, হরে, হরে।
রাধিকারমণ, মদনমোহন,
মুরারি, দাও দেখা আমারে ॥

[গাইতে গাইতে কাল্‌কা ব্যাধের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বন।

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ। (স্বগতঃ) তাইতো! কাল্‌কা ব্যাধ আজ আমায় বড় লজ্জা দি'লে! হরি! দয়াময়! এখন জান'লেম যে, মনোযোগই সকল যোগের শ্রেষ্ঠ। যাই, বল্মীকাবৃত ঋষিকে প্রভুর আদেশ ব'লিগে।

(নারদের প্রস্থান ও একান্তে মায়ার প্রবেশ)

মায়া। (স্বগতঃ) গেল গর্ব্ব, গেল মান্! বিনষ্ট প্রভাব মোর
হ'ল এতদিনে। নাহি মানি বাধা,
ব্যাধ বিবেকের বলে আনন্দে চলি'ছে
ধেয়াইয়া হৃষীকেশে হৃদয়-মাঝারে।
পরাজিত ষড়রিপু হ'ল ভবে আজ ;—
কোন্ বলে তবে আর ফিরা'ই পামরে ?
কাম ও লোভের জায়া কামিনী কাঞ্চন,
পাড়িব প্রমাদে দুষ্টে তাদের মায়ায়।
সৃজি তবে মুঞ্জ কুঞ্জ গহন কাননে।

[মায়ার অন্তর্ধান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

মায়া-অপ্সর-কানন।

(অপ্সরাগণের গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

(গীত)

ফাঁদ পে'তে চাঁদ ধ'রবি যদি,
হে'সে হে'সে আয়লো আলি।
তাড়ি'য়ে দি'য়ে অলিকুলে
(ওলো)চল্ লো লুটি ফুলের কলি॥
সোহাগ ক'রে ধ'রবো লো তারে,
রঙ্গে ভঙ্গে আপন জোরে,
অনঙ্গে মাত'ব অঙ্গ, অপাঙ্গ ভঙ্গিতে খালি॥

(কাল্‌কা ব্যাধের প্রবেশ।)

কাল্‌কা। কহ, রে, তমাল তরু! কুসুম-কানন!
নিরমল নির্ঝরিণি! মাধবীর লতা!
দেখে'ছ কি কেহ মোর নটবর শ্যামে?
কে তোরা কমলকান্তি রমণী-মণ্ডলী—
মধুর সুতানে ম'রি মাতা'য়ে নিকুঞ্জ,
গাইছে কি ব্রজবালা কালাচাঁদ তরে?
আহা, নব-জলধর-শ্যাম! চরণে নূপুর,
কটিবেড়া পীতধড়া—বনমালা গলে!
বাঁশরী বাজা'য় - দেখেছ কি কেহ তাঁরে যাইতে এ পথে?

[কাল্‌কা ব্যাধের প্রস্থান।

প্র-অ। তাই তো লো! চাউনির জোরে কত মুনি-ঋষির মুণ্ডু ঘুরিয়ি'ছি! ঠমকের ঠসকে—অলঙ্কারের ঝঙ্কারে বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভেঙ্গে'ছিলুম, আর এই ব্যাধটা অনায়াসে ত'রে গেল? বাগি'য়ে সাগি'য়ে আত্তিসো ক'রে নিতে পারলুম না!

দ্বি-অ। ভাই! বড় কড়াটক্‌! বিদ্‌খুটে বৈষ্ণব! ওদের কাছে আমাদের চালাকী কখনই খাটে না। মৌচাক দেখ্‌লে মাছিরাই বন্‌ব'নিয়ে ছোটে, ভ্রমরেরা ভ্রূক্ষেপও করে না। তারা কেবল পদ্ম-মধুতেই আসক্ত।

তৃ-অ। কামিনী-কুহকে অবিদ্যার দাসেরাই পড়ে, স্থিরচিত্ত সাধুরা অটল ভাবে থাকে। চল, ভাই, চল, মায়া-দেবীকে বলিগে যে, বৈষ্ণব বশ ক'রে আয়ত্তে আনা অসাধ্য।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—*—

বন।

(নারদ ও বৃদ্ধ ঋষির প্রবেশ।)

বৃ-ঋ। দেবর্ষে! কি ব'ল্লেন! ভগবান এখন স্থালীর মধ্যে হাতী প্রবিষ্ট করা'বার জন্য ব্যস্ত আছেন? হায়! না জানি কত কালে তা সাধিত হ'বে! বুঝি আমার দুঃখ-অমানিশা এ জন্মে আর প্রভাত হ'বে না! নমস্কার দেবর্ষে! এক্ষণে আমি বিদায় হই।

[বৃদ্ধ ঋষির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রস্থান।

নারদ। (স্বগতঃ) হরি! দীনবন্ধো! যে মূঢ় তোমার তত্ত্ব, তোমার মাহাত্ম্য অবগত নয়, যার তোমাতে স্থির বিশ্বাস নাই, সে কৃপাপাত্র অতি দীন! যুগ-যুগান্তরেও তার নিস্তার নাই। এই সন্দিগ্ধচিত্ত বৃদ্ধের এ জন্মে সাধনা সিদ্ধ হওয়া সুকঠিন। এখন যাই, দেখি, মস্তারাম বাবাজী একথা শু'নে কি বলে! সে যেরূপ গোঁয়ার, আমায় না মে'রে বসে! (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) এই যে, মস্তারাম এই দিকেই আস্‌চে! তা বেশ হ'য়েছে।

(গাঁজা ডলিতে ডলিতে মস্তারাম বাবাজির প্রবেশ)

ম-রা। (নারদকে প্রণাম করিয়া) কেঁও-জী! কিষনিয়া কেয়া বোলা?

নারদ। বাপু-হে! ভগবানকে তোমার কথা ব'লায়, তিনি ব'ল্লেন যে, তিনি এখন বড় ব্যস্ত আছেন। একটী

হাতীকে একটী স্থালীর মধ্যে প্রবিষ্ট করাবার চেষ্টা ক'চ্চেন। সে কার্য্য সমাধা হ'লেই তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে।

ম-বা। আরে! উত্‌তো হো চুকা! যো দুনিয়াকো মালিক্‌, ইয়ে কাম্‌ কর্‌নোকে উন্‌কো কোন্‌ দের।

(মস্তারাম বাবাজীর নৃত্য করিতে করিতে গীত।)

আব্‌মেরা বিৎগিয়া হুঁয়া রয়্‌না।
গরভোকো বাসা ছুট্‌গিয়ারে-টুট্‌ গিয়া ভব ভাবনা॥
সাধু লোগোণকো বচনোয়া মান্‌কে,
পাছনকিয়া নিজহিত।
মুর্‌খকো মাফিক্‌ মোহনকো ফের্‌মে,
দুস্‌মোন্‌কো নাকিয়া মিত্‌;
হরসনে হর্‌দম্‌ হরিসনে কিয়া সং,
হোগিয়া তুরন্ত ঠিকানা॥

নারদ। সাধো! বৎস সাধো! ঐ দ্যাখ ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম-ঠামে প্রাণের হরি তোমার অনুগত হ'তে এলেন।

(শ্রীকৃষ্ণের গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

(গীত।)

(ধেয়ে) আয়রে বাছা আয় কোলেরে।
উচ রোলে হরি হরি ব'লে॥

ভক্ত বৎসল নাম ধ'রি, ভক্ত দুঃখ সই'তে নারি।
আয় ত্রিতাপ তোর, ত্বরা হরি,
বরষিয়া শান্তি-জলে ॥

(শ্রীকৃষ্ণের মস্তারাম বাবাজীকে আলিঙ্গন করণ।)

(কাল্‌কা ব্যাধের গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

চে'য়ে দ্যাখ, দ্যাখ, ওরে ও আমার মন।
প্রাণের হরি দয়াল কেমন ॥
(ওরে ও আমার মন)
ভকত লাগি'য়া, আপনি কাঁদিয়া,
করে করে পরাণ সোঁ'পণ।
ধেয়ে ধর ধর, গহরি না কর,
ছেড়োনা ছেড়োনা রাতুল চরণ ॥

[নারদ ও মস্তারাম বাবাজীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান

কাল্‌কা। (স্বগতঃ) পালা'লে? পালা'লে? এখনও ধরা দিলে'না? আচ্ছা দেখি, এ অধমকে পরিত্যাগ ক'রে কোমল চরণে কত সত্বর গমন কর্‌তে পার।

[কাল্‌কা ব্যাধের দ্রুত প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জয়পুর—গোবিন্‌জীউর মন্দির।

(মন্দিরের সিংহাসনে—গোবিন্‌জিউ ;—পুরোহিতের মঙ্গল আরতি করণ, ভৃত্যগণের চামর ব্যজন, বাদ্যকরগণের বাদ্যবাদন বাহিরের গেটে দোবে, তেওয়ারী, চোবে দ্বারবান্‌গণ দণ্ডায়মান।)

(আরতি শেষে শের-আলিখাঁ পাঠানের প্রবেশ)

শের-আ। (স্বগতঃ) হাম্—নকরি করনেকো ফিকির্ মে দুনিয়া ঢোঁড়তে হেঁ ; লেকেন্, বদ্‌বক্তকা বরাৎ মে আব্‌তক্ কোই নক্‌রি নেহি মিলা। হরদম্ ঘোম্ ঘোম্‌কে জান্ হাঁয়রাণ্ জোনিয়া চল্‌নে কদম্ না উঠ্‌তে। (দ্বারে উপবেশন ও গোবিন্‌জিউর মন্দির দেখিয়া)—বাহাবা! ইয়ে মোকাম্ কিস্‌কো? ভোঁর্‌মে জলসা চল্‌তেঁ! "নাচ্ গানা হোতে!

দেখ্‌তেহি এ বড়ি সৌখিন আদ্‌মী। ইয়ে খোদা! হক্ তেরা কেরামৎ! এত্তা রোজ বাদ হামারা ঠিকানা লাগায় দি'য়া। বড়ি সুখোড়্—বড়ি সৌখিন্ আদ্‌মী! হাম্ ইন্‌হিকো তাঁবেগীর্ রহেঙ্গে। এহি মনিবকো নক্‌রি করেঙ্গে। (গোবিন্‌জীউকে দর্শন করিয়া করযোড়ে দাঁড়াইয়া) মনিব্‌জী! হুকুম্ হোয়্! হাম্ হর্‌দম্ আপ্‌কো পায়েরকো কদম্‌পর খাড়ে রহেঙ্গে, আপ্‌কা হুকুম্ তামিল্ কর্‌নে হাম্ সব্ তরে মজুত্! বাহবা! মনীব্‌জী মেরা দর্‌খাস্ত মোন্‌জুর কিয়া; কেয়া পরোয়া! হাম্ ইয়ঁ রহ্‌ জায়।

(দেউড়ির ভিতর উপবিষ্ট।)

পুরো। (শের-আলির নিকট আগমন করিয়া) তু কোন্ হো রে?

শের-আ। (সেলাম করিয়া) হাম্ মনিব্‌জীকো নকর;—আজ্‌সে মক্‌রোর হুয়া।

পুরো। এ দোবে! এ তেওয়ারী! এ চোবে? এ বাউরা কাঁহাসে আয়া? দেউড়ি ছোড়্‌কে তোম্ সব্ কাঁহা গি'য়া?

তেও। আরে মহারাজ! গরম কি মারে বাহার মে খাড়ে হায়!

চোবে। বাউরা নেই মহারাজ! বাউরা নেই! উপাধ্যা আবি ওন্‌কো বদ্‌লি দেকে মুলুক্ চলা গিয়া।

পুরো। তব্ রহনে দেও।

[পুরোহিতের প্রস্থান।

(দ্বারবানগণ পাহারায় নিযুক্ত।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

মধুবন।

(শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকাকে সঙ্গে লইয়া ব্রজবালাদের গাইতে গাইতে
(প্রবেশ ও পশ্চাতে রক্ষীবেশে শের-আলি খাঁর প্রবেশ।)

(গীত)

চুময়ি শ্যাম-বঁধূ-বিধু-বয়ান।
চকোরী সখিয়া সব, পিয়াসা মিটা'ওব॥
বঁধু বিধুরা যতেক বধূয়া।
হিয়াকো তাপন যুড়া'ওব॥
আও আও কারিয়া নিধুবন-কাননে,
মাতাও'ব তোয়াসনে ফুলমধু-পানে।
নানা রভস হাসি কর'ব॥
(চকোরী সখিয়া সব পিয়াসা মিটা'ওব)

(হঠাৎ রাধিকার হস্ত হইতে গহনা খসিয়া পড়ন।)

[শের-আলি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শের-আ। সোভান্ আল্লা—বহুৎ বেতর্! অ্যায়সা সৌখিন্ মনিব দুনিয়ামে আউর্ দেখ্‌তে নেই। হর্‌বাক্ত হর্ কিছম্ আউরৎ কো সাত্ গানা বাজানা কো মজা উড়াতেঁ। (গহনা দেখিয়া চমকিত হইয়া) আরে!

এ কেয়া হায়! মনিবজীকা মেহারারুকো গহনা গির্ গি'য়া! হাম্ উঠায় লেই, মাংনেসে দেওয়েঙ্গে।

[গহনা লইয়া শের-আলি খাঁর প্রস্থান।

(কাল্কা ব্যাধের প্রবেশ)

কা-ব্যাধ। (স্বগতঃ) মরি মরি! কি দেখলেম্ রে—কি দেখ-লেম্! গুরুপুত্র কৃষ্ণ যে, আজ সুরবালাগণ—সনে বন-বিহার ক'র্‌চেন্! আহা! ঠিক যেন গোলকবিহারী গোপবালাদের ল'য়ে বৃন্দাবনের বনে বনে কেলি ক'রে বেড়াচ্চেন্! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! দাঁড়াও! দাঁড়াও! পালি'ও না। তোমার ওই ভুবনমোহন মূর্ত্তি এক বার নয়ন-ভ'রে দেখি। অ্যাঁ! দাঁড়ালে না! চ'লে গেলে? আর যা'বে কোথা! আমি এখনই তোমায় ধ'র্‌বো।

[কাল্কা ব্যাধের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

যমুনা-তীরস্থ কুটীর।

(বৃদ্ধা ব্রজবাসিনী বসিয়া উনন জ্বালিতেছেন;—পুত্রবধূ পুরী বেলিয়া পুরী ভাজিতেছেন।)

বৃ-ব্রজ। এ বহূড়ী! সামার্‌কে পুরী বানাও! কানাইয়া লাল্ বড়া লুচ্চা! বড়া চোট্টা! দেখো! কহিতরে পুরী

চোরায়কে না লেয়! হাম্ সব্ তর্কারী বানায় রাথ্থা। আবি নাহানে চল্তে। খবরদার! খুব্ সামারকে কাম্ করো।

পু-বধূ। বহুৎ বেতর্ মায়ী! ও নোঙ্গোরোয়া আনেসে, হাম্ ঝট্ পাথড়্ লেঙ্গে।

বৃ-ব্রজ। আচ্ছা হাম্ চল্তে হেঁ।

[কক্ষে কলসী লইয়া বৃদ্ধা ব্রজবাসিনীর প্রস্থান।

(পুত্রবধূর পুরী ভাজিয়া স্থাপন, এক পার্শ্ব হইতে হস্ত বাড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণের পুরী অপহরণ, পুত্রবধূর শ্রীকৃষ্ণের হস্ত-ধারণ, পুত্রবধূর বক্ষে এক হস্ত দিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিজ হস্ত মোচনে বলয় স্খলন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।)

(স্নান করিয়া ভাঙ্গা কলসী কক্ষে বৃদ্ধা ব্রজবাসিনীর গাইতে গাইতে পুনঃ প্রবেশ।)

বৃ-ব্রজ। গাঁটিয়া কালা ঢাকেল্ দেকে,
তোড়্ দিয়া মেরা গাগরিয়ারে।

পু-বধূ। মরকে গেয়ি বাঁ হামারা,
করকে গেয়ি চুরিয়ারে॥

বৃ-ব্রজ। (তোড় দিয়া মেরা গাগরিয়ারে)
মচকে গেয়ি আঙ্গিয়া তোহার,
ছাতিয়া কাহে ভইল্ ন খুনে বিদার;

পু-বধূ। কিয়া লুচ্চা কানাইয়া এহি হাল্ হামার,
ছোড়্কে আপ্না বলয়ারে॥

(কাল্‌কা ব্যাধের প্রবেশ)

কা-ব্যাধ। ঠিক্ কথা! ঠিক্ কথা! আমি কৃষ্ণকে এই লুচি খে'তে দে'খে ধ'র্‌তে গেলেম। কিন্তু, সেই দুরন্ত বালককে তোমাদের বাড়ীর ভেতর ছুটে আস্‌তে দে'খে আমি এখানে এ'সেছি। তা কই! এখানে তো তাঁকে দেখ'তে পাচ্চি-নি! ওই ঘরের কানাচে কে, না, দাঁড়ি'য়ে র'য়েছে!

বৃ-ব্রজ। কাঁহা—কাঁহা? পাথ্‌ড়ো! পাথ্‌ড়ো!

[বৃদ্ধা ব্রজবাসিনী ও তাহার পুত্রবধূর কাল্‌কা ব্যাধের সহিত দ্রুত প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

গহন-কানন।

(শের-আলি খাঁর প্রবেশ।)

শের-আ। (স্বগত) হাম্ বড়ি বদ্‌বক্ত! বেকসুরসে মনিব্‌জী হাম্‌কো নাহক্ তাঁইস্ কিয়া। হো-হো! সৌখিন মনিব দেখ্‌কে হাম্ পছন্ কর্‌কে উন্‌কা নকরি কিয়া, লেকেন্ মেরা করম্‌কা ফের্‌মে হুঁসিয়ার হো'কে বে-দরদ্‌মে বদ্‌নামি দিয়া, কিসিকো আউর নকরি না করেঙ্গে। ভুখন্‌মে মরেঙ্গে—এ জান্‌বি নাহি রাখেঙ্গে।

(বৃক্ষের লতাপাশ নিজ গলে দিবার উদ্যোগ।)

(দ্রুতবেগে রক্ষীদ্বয়ের প্রবেশ)

প্র-রক্ষী। আরে, খাঁ সাহেব! করকি—করকি! গলায় দড়ি

দিও না! গলায় দড়ি দিও না! (শের-আলীর হস্ত-ধারণ) তোমার জন্যে মহারাজ চারিদিকে লোক পাঠিয়ে খুঁজ'ছেন। তুমি এই বনে এ'সেছ, তিনি সংবাদ পে'য়েছেন; হয় তো এখনই এখানে আস'বেন। ঐ দ্যাখ! ঐ দ্যাখ! অনুচরবর্গের সহিত মহারাজ এই দিকে আস্‌ছেন।

শের-আ। কোন্ মহারাজ! মহারাজকো হাম্ নেহি জান্‌তে! বেকসুরসে মনিবজী হাম্‌কো নাহক্ তাঁইস্ কিয়া, এ জান্ হাম্ নেহি রাখেঙ্গে তোম্ ছোড়্ দেও ভেইয়া!

(জয়পুরাধিপতি ও মন্ত্রীর প্রবেশ।)

জয়-প। শের-আলি খাঁ! দুঃখ ক'র না! অভিমান ক'র না! তোমার মনিবজী তোমায় নিয়ে যে'তে আমায় আদেশ ক'রেছেন, আমি স্বয়ং এসেছি। এস, এস! আমার সঙ্গে এস!

শের-আ। মহারাজ! কসুর মাপ কিজে! হাম্ ফিন্ হুঁয়া না যাঙ্গে;—আপ্ যাইয়ে! মনিবজী না আনেসে হাম্ নেহি যাঙ্গে।

জয়-প। (স্বগতঃ) ভাল পাগলের পাল্লায় প'ড়লাম যে, একে ভুলি'য়ে শ্রীবৃন্দাবনে ল'য়ে যাওয়া বড় কঠিন। গোবিন্দজীর প্রত্যাদেশ যে, শের-আলিকে সান্ত্বনা ক'রে তাঁর ইচ্ছাক্রমে তা'কে সেখানে ল'য়ে যে'তে হ'বে। কেমন ক'রেই বা সে কার্য্য সম্পাদন করি! আচ্ছা দেখি, শের-আলিকেই একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি!

(প্রকাশ্যে) শের-আলি! যখন তুমি তোমার মনিব না এলে যা'চ্চ না আমরা তাঁকে আন্‌তে চ'ল্লেম, তোমায় ওই সম্মুখস্থ যমুনায় অবগাহন ক'রে তাঁকে একান্তে ব'সে ডাক্‌তে হ'বে। আর যতক্ষণ না তিনি আসেন, ততক্ষণ অন্যত্রে গমন ক'রবে না, এইটী প্রতিশ্রুত হও, তবে আমরা তাঁকে আন্‌তে যাই।

শের-আ। হাঁ, ইয়েবাৎ হাম্ বহুৎ মান্‌তে, মনীবজীকো হাম্ বড়ি পেয়ার্ কর্‌তে। উন্‌হিকো না দেখ্‌কে মেরা জান্ নিকাল্ যাতে, যব্ খামিন্দকো দৌলত খানাসে চলা আয়া, দানাপানি একদম্ ছোড় দিয়া। হরদম্ হর্-বন্‌মে রো-রো-কে ফিরকে হায়রাণ্ হো-গি'য়া।

জয়-প। না, তোমায় আর ঘু'রে ঘু'রে বেড়া'তে হ'বে না, তুমি ওই সম্মুখস্থ যমুনা-পুলিনে ব'সে তাঁ'কে ডাক-গে।

শের-আ। বহুত আচ্ছা! হাম্ যাতে-হেঁ।

[শের-আলির প্রস্থান।

জয়-প। মন্ত্রিন্! চল আমরা এখন পটমণ্ডপে গিয়ে বিশ্রাম করি। কল্য প্রাতে ওর মনোবেগ একটু শান্ত হ'লে ওকে লয়ে যা'বার পরামর্শ করা যা'বে।

মন্ত্রী। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[জয়পুরাধিপতি ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

যমুনা-পুলিনস্থ—তমাল বন।

(গোবিন্দজীর স্তব পাঠ করিতে করিতে স্নাত শের-আলির প্রবেশ)

কাঁহা লালনোয়া চিকোনোয়া কারা,
মোহন স্বরত তেরা দেখ্‌লা রে।
তোয়া বিনু ফিরত দুনিয়া ঢুঁড়ি ঢুঁড়ি,
একদম্ দানাপানি ছোড়ারে॥
টেড়া পায়ের চারে ধড়া চূড়া পিন্‌কে,
বন্‌সী বাজা'ও জেরা মৃদু মৃদু হাস্‌কে।
খোস ক'র দেল তুরন্ত আ'কে,
সৌখিন্ সুখড্ মেরা মনিবজীরে॥

(বৃন্দাবনের গোবিন্দজী বেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। (শের-আলিকে সম্বোধন করিয়া) আয়, আয়রে, বৎস, শের-আলি! দুষ্ট কামদারগণ তো'কে অনর্থক অপমান করেছে, মিছে মিছি প্রহার ক'রে যাতনা দি'য়েছে, আমি তাদের খুব শাসন ক'রে দি'য়েছি। আয়, আয়, বাছা আর রাগ ক'রিস নি! তুই যে অবধি আমার কাছ থেকে চলে এসেছিস্, না খেয়ে কেঁ'দে কেঁ'দে বেড়া'চ্ছিস্ আমিও সেই অবধি অন্ন-জল গ্রহণ ক'রি-নি। আয়, অভিমান ছে'ড়ে আমার সঙ্গে আয়। এবার তো'কে

আমার পার্শ্বচর ক'রে সর্ব্বদা নিকটে রাখ'বো। তা হ'লে কেউ কখন, তো'কে আর অবমাননার কথা ব'লতে পা'রবে না।

[শের-আলির হস্তধারণ করিয়া গোবিনজী-বেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

(কাল্‌কা ব্যাধের প্রবেশ।)

ব্যাধ। (স্বগত) আহা কৃষ্ণ হে। তোমার বড় দয়ার শরীর। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ, যবন যেই হ'কনা কেন, ব্যাকুল হ'য়ে তোমায় ডাক্‌লেই তা'রে দ্যাখা দাও, তা'র কাছে গিয়ে তা'কে সান্ত্বনা কর। দয়াময়! অধম নীচ জাতি ব'লে তুমি ত তাদের ঘৃণা কর না। কিন্তু, দীননাথ। আমার সঙ্গে তবে এখনও চাতুরী খেল্‌'ছ কেন্? আজ তিন বৎসর কাল আমি অনাহারে অনিদ্রায় দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে কেঁ'দে কেঁ'দে তোমায় ডে'কে বেড়াচ্চি; দ্যাখা দি'চ্চ বটে;—কিন্তু, আমার সঙ্গে কোন কথাও ক'চ্চ না, ধরাও, দি'চ্চ না, কেবল পা'লিয়ে পা'লিয়ে বেড়া'চ্চ। বেড়াও! যখন তোমার সন্ধান পে'য়েছি, তোমাকে দেখ্‌তে পেয়েছি, তখন আর তুমি কোথায় যাবে? ধর্‌ব'ই ধর্‌বো।

[কাল্‌কা ব্যাধের দ্রুত প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—*—

মুক্তালতা বন।

(অন্ধ বিল্বমঙ্গল দণ্ডায়মান।)

বি-ম। (স্বগতঃ) হা ভগবন্! অভাগা এ জঘন্য অকর্ম্মণ্য দেহে পরাধীন অবস্থায় আর কত কালই বা দুর্ভার জীবন ভার বহন ক'র্‌বে? ছি ছি! আমি ইন্দ্রিয়দাস—ঘোর পাতকী। উত্তম ব্রাহ্মণ-কুলে জ'ন্মে বেশ্যার রূপমোহে ধর্ম্ম ও অর্থ সকলই বিসর্জ্জন দি'য়েছি। অহো! শেষে সেই বারনারীই আমার মহোপকার সাধন করে। তারি উপদেশে আমি লালসা-শূন্য যোগীর মত সংসার পরিত্যাগ করি। চিত্ত সংযমের জন্য আত্মযোগ অবলম্বনে শান্তি-শতক প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করি, তবুও অবিদ্যা-রাক্ষসী প্রলোভন দেখি'য়ে ঘন-মোহজালে আবৃত ক'র্‌তে ত্রুটী করে নি। এক দিন এক মণিকারের ধর্ম্ম-পত্নীর অপূর্ব্ব রূপমাধুরী দে'খে একবারে বিচেতন হ'য়ে পড়ি! তা'র সার ধন অপহরণ মানসে ছলনা ক'রে তা'র গৃহে আতিথ্য স্বীকার করি। কিন্তু, ধর্ম্ম সেই সাংঘাতিক সময়ে এ হতভাগ্যকে বিবেক্ বলে বলীয়ান্ ক'রে ধার্ম্মিকাকে রক্ষা করেন। আমি আত্মগ্লানির

অসহ্য যাতনায় অধৈর্য্য হ'য়ে রূপের আধার দর্শনে-ন্দ্রিয়দ্বয়কে উৎপাটিত ক'রে ফেলি। সেই মণিকার দম্পতীর কৃপাতেই এই শ্রীবৃন্দাবনে আনীত হই। কিন্তু, এখনও তো নিঃসঙ্গ হ'য়ে সেই পুরুষোত্তমকে একান্তে ডাকৃতে সক্ষম হ'লেম্ না! কোথা হ'তে এক রাখাল বালক এসে মায়াজালে আমায় আবার আবৃত ক'রেচে। আহা! সে নিত্য দূর বন অতি-ক্রম ক'রে আমার জন্য নানা উপাদেয় আহার্য্য আহরণ ক'রে আনে। তার সুমিষ্ট কথা শুনে, আমি বিমুগ্ধ হই। তার মধুর সঙ্গীত আলাপে আমার এ কঠিন চিত্তকেও একেবারে দ্রবীভূত ক'রে ফ্যালে! তার মোহন বংশীরবে আমি একেবারে আত্মহারা হই! কয়েক দিন সে বালক আমার কাছে আর আসে না। বোধ হয় আমায় ভুলে গে'ছে। জগদী-শ্বর! তুমি তারে ওই সুমতি দাও। সে যেন, আমায় পুনরায় আর মোহগর্ত্তে নিপাতিত না করে। তা হ'লে নিশ্চিন্ত চিত্তে তোমার অভয়চরণে আত্ম-সমর্পণ ক'রে চরম-ফল-লাভের উদ্যোগী হই।

(ধ্যানে উপবেশন)

(নানাবিধ ফল ও ক্ষীর-সর-নবনী লইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও রাখাল বালকগণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা! দাদা! আমার বড় অসুখ ক'রেছিল, তাই

ক'দিন তোমার কাছে আস্‌তে পারি-নি। আহা, তুমি একলা এখানে ব'সে র'য়েছ? কিছু খে'তে পাও-নি! না জানি, তোমার কত কষ্টই হ'য়েছে! আজ আমি আমার সঙ্গীদের তোমার এই দুর্গম নির্জ্জন বাসস্থান দ্যাখাবো ব'লে সঙ্গে ক'রে এনেছি। যদি কোন দিন আমি না আস্‌তে পারি, তা হ'লে এরা এসে তোমায় খাইয়ে যা'বে, গান-বাজ্‌না ক'রে তোমায় সন্তুষ্ট ক'রবে।

বি-ম। (স্বগতঃ) কি আপদ! আবার সেই রাখাল-বালক! আবার সেই মায়ার ফের! হরি! দীনবন্ধো! এ অভাগা পাতকীকে তুমি ক্ষণকালের জন্য একান্তে ডাকৃতে অবসর দেবে না? ভাই, রাখাল-বালক! তুই আমায় মজালি! আমি তোরি মায়ায় মোহিত হ'য়ে, আমার প্রাণের হরিকে ভুলে গি'য়ে অহরহঃ তোর সঙ্গে বালকের মত ক্রীড়া করি। ভাই রে! তুই আবার সঙ্গী জু'টিয়ে এনেছিস্‌? তবেই আমি একেবারে গে'লাম! আর আমার শ্রীগোবিন্দের আরাধনা হ'বে না। যা—যা, রাখাল-বালক! আমার কাছ থে'কে এখনি চ'লে যা! তোরে বিনয় করি! তোর পায়ে ধরি! আর আমায় মায়ার ফেরে ফেলিস্‌-নি!

শ্রীকৃষ্ণ। একি, দাদা! তোমার আজ এ-ভাব কেন? আহা! ক'দিন কিছু খেতে পাওনি ব'লে বুঝি তোমার এমন হ'য়েছে? এই নাও, দাদা আমি তোমার জন্যে ভাল ভাল ফল, ক্ষীর, সর, নবনী এনেছি। এগুলি

আহার ক'রে রসনার তৃপ্তি সাধন কর। জঠরানল্‌কে শান্ত কর।

বি-ম। না বালক, আর তোমায় আমাকে ফল দি'তে হ'বে না! তোমার ক্ষীর-সর-নবনীও গ্রহণ ক'রব না! আমি সর্ব্বত্যাগী যোগী, সামান্য উদরান্নের জন্য কখনই তোমার সাহায্য গ্রহণ ক'রব না। যাও! আমার নিকট হ'তে এখনি বিদায় হও। ছলনায় বিমোহিত ক'রে কেন আর আমায় ইষ্ট-চিন্তার ব্যাঘাত দাও?

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা! ইষ্টানিষ্ট অবধারণ ক'ত্তে কি সক্ষম হ'য়েছ? বোধ হয়, হও-নি! তা'হলে তোমার সেই সর্ব্বত্র-বিহারী হরিকে যে ঘরে ব'সেই দেখ্‌তে পে'তে! হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীহরিকে দর্শনাশায় কেন তুমি এই দূর দুর্গম স্থানে অবস্থান ক'রচ? একবার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন ক'রে মনোযোগ পূর্ব্বক ধ্যানযোগে আত্ম-হৃদয়ে তাঁকে দর্শন কর দেখি! তা'হলে আমি তুমি ভুলে গিয়ে সকলেতেই তাঁকে দেখ্‌তে পা'বে।

(শ্রীকৃষ্ণের বিল্বমঙ্গলকে স্পর্শ করণ।)

বি-ম। হরি! হরি! দয়াময়! তুমি? তুমিই রাখাল-বালক? অহো! আমি এত দিন তোমায় চি'ন্তে পা'রি-নি। এস, হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা! আমার হৃদয়ে এস। আমি তোমায় ল'য়ে শান্তি নিকেতনে গমন করি।

(বিল্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করণ রাখাল-বালকগণের গীত)

মোহ ছে'ড়ে মনোযোগে জীব স'পনা ওরে মন।
স্থিরভাবে দ্যাখ্ একবার,
মোদের মনোময়ের মন কেমন ॥
যে জন আপ্না ভু'লে ওঁরে ভ'জে,
দয়াল তারি হন সকল ত্যজে,
পূর্ণকাম হ'য়ে সে যে লাভ করে রাতুল চরণ ;
প্রণব-বাঁশরীস্বরে, ফেরান্ জীবে চরাচরে,
প্রণব বাঁশরী (মনে পড়ে বৃন্দাবনের গোচারণ),
প্রণব বাঁশরী (বনে বনে ভ্রমণ),
কভু বা ভুপাল, কভু বা রাখাল,
কভু প্রেমিকজনের প্রাণধন ॥

[গাইতে গাইতে বিল্বমঙ্গলকে লইয়া সকলের প্রস্থান

(দ্রুত-গমনে কাল্কা ব্যাধের প্রবেশ)

কা-ব্যাধ। (স্বগত:) আহা কি দেখ'লেম্ রে! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! তুমি যে রাখাল-বেশে মোহন বংশী-রবে চরাচর-বাসীদিগকে চারণ ক'রে বেড়া'চ্ছ। কে ওই পুণ্যবান্ ভক্ত—যাঁ'র হৃদয়ে তুমি একেবারে ন্যস্ত হ'য়ে, গেলে? মনোময়! প্রাণময়! আমারও যে ওই সাধটি বড়! আমি কবে তোমায় ওইরূপে ওইভাবে হৃদয়ে

ধারণ ক'রে গুরুদেবের নিকট ল'য়ে যা'ব? হরি! দাঁড়াও! দাঁড়াও! একবার তোমায় ভাল ক'রে দেখি! তোমায় ধারণ ক'রে আমার মনো-আশা পূর্ণ করি।

[কালকা ব্যাধের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য।

--*--

আশ্রম প্রদেশ।

(ক্লান্তভাবে কালকা ব্যাধের প্রবেশ।)

কা-ব্যাধ। (স্বগত) কি কষ্ট, কি কষ্ট! কৃষ্ণ হে। তোমায় দয়াল জে'নে গুরুদেবের কথায় সায় দি'য়ে তোমায় ধ'রতে বেরুলুম। দিন রাত অনিদ্রা ও অনাহারে ভানুর উত্তাপ, নিশির নীহার—ঝঞ্ঝাবাতাদি সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক সহ্য ক'রে কথন, নিকুঞ্জ-কানন কথন বিজন-বিপিন, কথন অভ্রভেদী ভূধর, কথন সুদূর মরুভূ, কথন দুস্তর পারাবার, কথনও জনাকীর্ণ নগর, নির্ভীক-চিত্তে আনন্দে তোমার অনুসরণ ক'রে বেড়ালেম। বহুরূপ-ধারি! তোমায় নানারূপে লীলা ক'রতে দেখলেম,

তোমায় সন্ধান ক'রে চিনে যেমনি যেথানে ধ'রতে যাই, অমনি তুমি পা'লিয়ে যাও। গুরুদেব ব'লে-ছিলেন তুমি বড় চঞ্চল, সহজে কা'কেও ধরা দাও না। কিন্তু, তাওতো নয়! দেখ্‌লেম, চিত্ত স্থির ক'রে যে যেথান থেকে তোমায় ডাকে, তুমি তার কাছেই উপস্থিত হও। আর আমি তোমার অনুসরণ ক'রে বৃথা পর্য্যটন ক'রব না। ক্রমাগত ভ্রমণ ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়িছি, এই স্থানে উপবেশন ক'রে, একবার ভাল ক'রে মনে মনে ডে'কে দেখি। কাছে এলেই ধ'রে ফেল্‌বো আর কোথা যাবে ?

(কাল্‌কা ব্যাধের যোগাসনে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপবেশন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। কাল্‌কা! কাল্‌কা! তোমায় বিস্তর ক্লেশ দিয়েছি, অকারণে তুমি অনেক ভ্রমণ ক'রে বেঁড়ি'য়েছ! আমি হৃদয়ের ধন, বাই'রে অনুসন্ধান ক'রলে কি হবে বল! যাই তুমি আমার ধ্যানে নিমগ্ন হ'লে, অম্‌নি এসে তোমায় সহজে ধরা দিলুম্। এত দিনে তোমার সাধনা সিদ্ধ হ'ল। একবার উন্মালিত-নয়নে দর্শন কর! আমি এসেছি, আমায় ধর!

কা-ব্যাধ। (শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিয়া) তবে, কৃষ্ণ! তবে? এইবার তো তোমায় ধ'রিচি! এখন পালাও দেখি—দেখি!

(হস্ত ছাড়াইতে শ্রীকৃষ্ণের মিথ্যাভাণ করণ।)

কা-ব্যাধ। (শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া) আমি দুর্ব্বলা ব্রজবধূ নই যে, হাত ছাঁড়িয়ে পালাবে! আমি কাল্‌কা ব্যাধ! অন্ধ বিল্বমঙ্গলের মতন জাপ্‌টে হৃদয়ে ধর্‌লুম্‌. এবার পালাও দেখি? আ! আ! এত দিনে হৃদয় শীতল হ'ল।

শ্রীকৃষ্ণ। কাল্‌কা! কাল্‌কা! আমায় ছেড়ে দাও! তোমায় মিনতি করি! আমাকে ধর'বার তোমার এত সাধ কেন বল দেখি?

কাল্‌কা। ঠাকুর! গুরু শাণ্ডিল্য ঋষির নিকট তোমায় নিয়ে যাব' ব'লে।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন?

কাল্‌কা। তুমি তোমার বৃদ্ধ পিতাকে ফেলে কেবল খেলা ক'রে বেড়াবে? একবারও তাঁকে দ্যাখা দেবে না? তিনি যে কেঁদে কেঁদে তোমার জন্যে সারা হ'য়ে গেলেন!

শ্রীকৃষ্ণ। না, কাল্‌কা! আমি তাঁর কাছে যাব না। তিনি রোজ রোজ আমায় বড় ব'কতেন! তাই আমি রাগ ক'রে তাঁর কাছ থেকে চ'লে এসেছি; কিন্তু তিনি কেমন আছেন, কি ক'চ্চেন এ সংবাদ আমি নিত্য নিয়ে থাকি।

কাল্‌কা। না, ঠাকুর, তা হবে না! আমি তাঁর নিকট সত্য ক'রে এসেছি যে, তোমার সঙ্গে তাঁর মিল্‌ ক'রে

দোব। এখন চাতুরী ছে'ড়ে শিগ্যির চলো! আর দেরি ক'র্‌লে চ'ল্‌বে না!

শ্রীকৃষ্ণ। কাল্‌কা! আমি তাঁর আশ্রমে যা'বনা, তুমি বরং তাঁ'কে আমার কাছে নিয়ে এস।

কা-ব্যাধ। বেস্, ঠাকুর! বেস্ বোকা বোঝা'চ্চ চ তো! আমি তা'কে ডা'কৃতে যাই, তুমি ফুস্ ক'রে আবার পালি'য়ে যাও! আর আমি আতান্তরে পড়ি! তোমায় যখন ধ'রিছি! তখন অমনি ছাড়্‌চি-মি! তাঁর কাছে ধ'রে নি'য়ে গি'য়ে তাঁর সঙ্গে মিল্ ক'রিয়ে দি'য়ে তবে আমার আর কাজ্‌!

শ্রীকৃষ্ণ। কাল্‌কা! বৎস! আমি তোমার নিকট প্রতিশ্রুত হচ্চি, আমি এই খানেই অবস্থান ক'র্‌বো। যাও, সত্বর পিতাকে নিয়ে এস।

কা-ব্যাধ। ঠাকুর! তোমার কথায় বড় বিশ্বাস নেই, মনও প্রবোধ মান্‌চে না; তুমি পা'লাবে না তার্ নিশ্চয় কি বল দেখি?

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা তুই আমায় বরং বেঁধে রেখে যা! তা হ'লে তো আমি আর পালা'তে পার্'ব না?

কা-ব্যাধ। কি দি'য়েই বা তোমায় বাঁধি! এমন শক্ত দড়িও ত দেখ'তে পাই-নি। লতাপাশ! তুমি যে প্রকার বলবান বালক, এখনই তা ছিন্ন ক'রে ফেল্'বে। শুনেছি প্রেম ও ভক্তিডোরে লোকে তোমায় বাঁধতে পারে। আর তুমিও চিরকাল তাদের কাছে বাঁধা থাক। আজ আমিও এই সামান্য লতা আশ্রয় ক'রে প্রেম ও ভক্তি

ডোরে তোমায় বেঁ'ধে রেখে যাই। দে'খ দয়াময়! বাঁধা থে'ক! তোমার পায়ে পড়ি, পালি'ও না!

[লতাপাশে শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করতঃ প্রণাম করিয়া কাল্কা ব্যাধের প্রস্থান।

(শ্রীকৃষ্ণের গীত।)

বাঁধা না দি'লে কে পা'রে বাঁধিতে মোরে।
আমি বদ্ধ ভক্ত-হৃদি-পিঞ্জরে॥
প্রেমে বাঁধা ব্রজবালার অন্তরে,
যশোদা বাৎসল্যে বেঁধেছে মোরে,
সখা ভাবে যত রাখালিয়াগণ।
বাঁধা ভক্তি-ডোরে সদা বলির দ্বারে॥

(দ্রুত গমনে কাল্কা ব্যাধের সহিত শাণ্ডিল্য ঋষির প্রবেশ)

শা-ঋষি। কোথা, কাল্কা, কোথা, বাপ? কোথা আমায় প্রাণকৃষ্ণ? দ্যাখা! দ্যাখা! একবার দ্যাখা! আমার তাপিত প্রাণ শীতল হ'ক্! (শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া) আহা! একি! লীলাময়! তুমি যে তোমার আপন মায়ায় চরাচরকে আবদ্ধ ক'রে রেখেছ! তবে তোমার এ বন্ধন দশা কেন? অনুমতি হ'গ! বন্ধন মোচন করি।

(ঘাড় নাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি প্রকাশ)

শা-ঋ। (স্বগতঃ) শাণ্ডিল্য রে! তুই আজ ধন্য হলি! ভব-

বন্ধন-মোচনকারীর, বন্ধনমোচনের ভার তোর উপর ন্যস্ত হ'ল।

(শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন মোচন করণ।)

শ্রীকৃষ্ণ। পিতঃ! পাছে আমি তোমায় না দেখা দি'য়ে পালি'য়ে যাই, এই মনে ক'রে অবোধ ব্যাধ আমায় বে'ধে রে'খে গিয়ে'ছিল। এস, ঋষিবর! এস, কাল্‌কা! তোমাদের সাধনা সিদ্ধ হ'য়েছে। চল! নিত্যধামে আমার পার্শ্বচর হ'য়ে থাকবে চল।

(শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধ্যান।)

পট পরিবর্ত্তন।

গোলোকধাম।

রাধা শ্রীকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি।

(দুই পার্শ্বে গোপিনীগণ দণ্ডায়মান।)

গোপিনীগণের গীত।

কিবা অপরূপ নয়নে নেহারি।
পুরুষের বামে প্রকৃতি সুন্দরী॥
চেতনা পাইয়ে চৈতন্য-রূপিণী,
ত্যজিল দ্বিদল কুল-কুণ্ডলিনী,
(ষট্)-চক্রভেদ করিয়া আপনি,
সহস্র দলেতে শোভে কিবা ম'রি॥

(পুরুষের বামে প্রকৃতি সুন্দরি)
হৃদি বৃন্দাবনে নিপতরু মূলে।
(রাধাকৃষ্ণ খে'লে—কুতূহলে রাধাকৃষ্ণ খে'লে)
চরাচরবাসী দ্যাখ আঁখি মি'লে,
অনুপ যুগল রূপের মাধুরি ॥
(পুরুষের বামে প্রকৃতি সুন্দরী) ॥

যবনিকা পতন।